জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৯ # সংখ্যা ৩ # ১৬ আগস্ট ২০২৫ # ১ ভাদ্র ১৪৩২

গৌরবের ধারাবাহিকতায় নতুন প্রজন্ম

একান্ত ব্যক্তিগত

একনজরে অনয়

নাম	:	মো. আশিকুজ্জামান অনয়
পিতা	:	মো. আজাহার হোসাইন
মাতা	:	আসিয়া কামরুন নাহার
জন্ম তারিখ	:	১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯
জন্মস্থান	:	ঢাকা
উচ্চতা	:	পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি
ওজন	:	৫৬ কেজি
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	মাস্টার্স
ভাই/বোন	:	দুই ভাই এর মধ্যে বড়
পরিচিতি	:	আর্চার
বর্তমান দল	:	জাতীয় আর্চারি দল
অতীতে কোন ক্লাবের হয়ে খেলেছেন	:	পুলিশ আর্চারি ক্লাব
জাতীয় প্রতিযোগিতা	:	২০১৭, ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন
জাতীয় দলে	:	২০১৭ সাল থেকে চলমান
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	:	সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৮ স্বর্ণপদক, ২য় আইএসএফ এ স্বর্ণপদক, এসএ গেমস ২০১৯ স্বর্ণপদক, এশিয়া কাপ ২০২২ রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদক, ৭ম কার্টিনি ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এ ২টি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জপদক জয়।
স্মরণীয় খেলা	:	এসএস গেমস ২০১৯
প্রিয় খাবার	:	বিরিয়ানি, গরুর মাংস
প্রিয় রং	:	কালো
অবসর কাটে	:	ঘোরাঘুরি করে
পছন্দ	:	ট্রাভেলিং
প্রিয় খেলা		ক্রিকেট
প্রিয় খেলোয়াড়	:	ব্রেডি এলিসন (আমেরিকান আর্চার)
অন্য প্রিয় খেলা	:	ক্রিকেট
প্রিয় ক্রিকেটার	:	বিরাট কোহলি
প্রিয় ফুটবলার	:	নেইমার
হাতেখড়ি	:	নুরে আলম (প্রশিক্ষক, বিকেএসপি)
খেলোয়াড় না হলে	:	ব্যাংকার
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	:	জাতীয় দলের কোচ হওয়া।
স্বাক্ষর	:	
গ্রন্থনা :		মো. ফরিদুল ইসলাম

১৪টি উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘উপজেলা পর্যায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায়’ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ৯ আগস্ট নাটোর সদর উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম সরাসরি এবং অবশিষ্ট ১৩টি মিনি স্টেডিয়াম ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। নাটোর জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্বাহী পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি ও নাটোরে জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন।

বিকেলে রাজশাহী বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া। স্টেডিয়ামটি পরিদর্শনকালে তিনি নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে রাজশাহী বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের স্বপ্ন হকির

তোফায়েল আহমেদ

বাংলাদেশকে প্রথমবারের মতো হকির বিশ্বকাপে নিয়ে যেতে বড় ভূমিকা রেখেছেন রাকিবুল হাসান রকি। আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে সেই বিশ্বকাপ। যে আসরকে সামনে রেখে আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে বাংলাদেশের। আর এই প্রস্তুতি পর্বের শুরুতে দলের অন্যতম ভরসা রকি শোনালেন বড় স্বপ্নের কথা। জানালেন, নিজেদের প্রথম বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের স্বপ্ন বুনছেন তাঁরা। ভারতের তামিলনাড়ুতে আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে মাঠে গড়াবে জুনিয়র বিশ্বকাপ হকির ১৪তম আসর। ২৪ দলের এই আসরের একটি বাংলাদেশ। গত বছরের ডিসেম্বরে জুনিয়র এশিয়া কাপে দশ দলের মধ্যে পঞ্চম হয়ে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের টিকিট কাটে বাংলাদেশ। সিনিয়র ও জুনিয়র, যেকোনো প্রতিযোগিতা মিলিয়ে হকির কোনো বিশ্ব আসরে এটিই হবে বাংলাদেশের প্রথম প্রতিনিধিত্ব। খেলোয়াড়দের মধ্যে রোমাঞ্চটা তাই অনেক বেশি। মর্যাদার টুর্নামেন্টটি সামনে রেখে গত ২৬ জুলাই ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন খেলোয়াড়রা। পরদিন থেকে শুরু হয়েছে মাঠের অনুশীলন। হাতে চার মাসের মতো সময়। এই সময়ে নিজেদের তৈরি করে বড় স্বপ্নের দিকে হাঁটতে চায় বাংলাদেশের যুবারা। নাহ, সেটা প্রথমবার গিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাওয়া বা ফাইনাল খেলা হয়। অন্তত সেমিফাইনালের স্বপ্ন বুনছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ দলের খেলোয়াড়রা।

জুনিয়র এশিয়া কাপে দেশের হয়ে সর্বাধিক ৭ গোল করে দেশকে বিশ্বকাপে নিয়ে যেতে বড় অবদান রাখা রকির কথায়, 'লক্ষ্য থাকবে আমাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে ভালো একটি রেজাল্ট নিয়ে আসার। যেহেতু বিশ্বকাপ, এখানে বিশ্বের সেরা দলগুলো আসবে। চ্যালেঞ্জটা তাই অনেক বেশি থাকবে। এরপরও আমাদের সবারই আশা বিশ্বকাপে ভালো রেজাল্ট যেন দেশকে দিতে পারি। অন্তত সেমিফাইনাল যেন খেলতে পারি।'

জুনিয়র বিশ্বকাপের ক্যাম্পে ৪৫ জন খেলোয়াড়কে ডেকেছিল হকি ফেডারেশন। প্রথম দিনে ক্যাম্পে যোগ দেন ৩৮ জন। দুজন খেলোয়াড় ইনজুরির কারণে যোগ দিতে পারেননি। পরীক্ষা ও অন্যান্য কারণে আরও ৫ জন প্রথম দিনে যোগ দিতে পারেননি। ইনজুরিতে আক্রান্ত খেলোয়াড়রা যোগ দিতে পারবেন কি-না সে নিয়ে সংশয় আছে। তবে বাকিরা যোগ দেওয়ার কথা। মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে এই খেলোয়াড়দের অনুশীলন চলবে। তাঁদের তত্ত্বাবধানে থাকবেন স্থানীয় দুই কোচ আশিকুজ্জামান ও মশিউর রহমান বিপ্লব। সব ঠিক থাকলে ১ সেপ্টেম্বর থেকে দলটির প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেবেন নেদারল্যান্ডসের সিগফ্রাইড আইকম্যান। টুর্নামেন্ট শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি করতে যাচ্ছে ফেডারেশন।

বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করার পর বিদেশি কোচের অধীনে লম্বা সময়ের প্রস্তুতির দাবি ছিল খেলোয়াড়দের। প্রস্তুতি পর্বটা চার মাসের বেশি করতে পারছে না ফেডারেশন। তবে বিদেশি কোচের দাবিটা তাঁরা মেটাতে পারছেন। রাকিবুল হাসান রকি বিদেশি কোচের অধীনে কাজ করতে মুখিয়ে আছেন। তাঁর কথায়, 'যেহেতু আমাদের বিদেশি কোচ আসবেন। উনার সাথে কাজ করার জন্য সত্যিই মুখিয়ে আছি। আশা করছি ওনার সঙ্গে কাজ করে নতুন কিছু শিখতে পারব।'

রকি যুব দলের পাশাপাশি সিনিয়র জাতীয় দলেরও সদস্য। আর এ কারণেই তাঁর প্রতি সবার আশাটা বেশি। এই ফরোয়ার্ডও নিজের প্রতি দায়িত্বটা বেশ ভালোভাবেই অনুধাবণ করছেন। তাই তো বিশ্ব আসরে নিজেকে নিংড়ে দিতে চান তিনি, 'আমি যদি ভালো খেলতে পারি, তাহলে বাংলাদেশের ভালো একটা রেজাল্ট হবে। নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করব, যেন প্রত্যেক ম্যাচে নিজেই একটা কিছু করতে পারি। যেহেতু আমি সিনিয়র, আমার ওপর দায়িত্ব বেশি থাকবে। সেই হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করব।'

বিশ্বকাপের আগে লম্বা সময়ের প্রস্তুতির দাবি থাকলেও চার মাস সময়কেও পর্যাপ্ত ভাবছেন খেলোয়াড়রা। যদি প্রতিটা সময় ঠিকঠাক কাজে লাগানো যায়। ফেডারেশনের পরিকল্পনা রয়েছে এই দলকে বিশ্বকাপের আগে এশিয়া ও ইউরোপের কোনো দেশের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলানোর।

বিশ্বকাপে ২৪টি দল ৬ গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। গ্রুপ পর্বে প্রতিটি দল একবার করে একে অপরের মুখোমুখি হবে। এরপর প্রতিটি গ্রুপের সেরা দল এবং দুটি সেরা রানার্সআপ দল কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কাটবে। বাংলাদেশ রয়েছে পুল 'এফ'-এ। যেখানে তাঁদের সঙ্গী অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও দক্ষিণ কোরিয়া। এই গ্রুপ থেকে পরের ধাপ অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনাল খেলাটাই হবে বেশ কঠিন। এরপরও অবশ্য বড় স্বপ্নের কথা বলছেন খেলোয়াড়রা। অবশ্য স্বপ্ন তো সব সময় বড়ই দেখতে হয়। রকিরা স্বপ্ন দেখুক না!

এবার ইতিহাস গড়লো অনূর্ধ্ব-২০ নারী দল

গৌরবের ধারাবাহিকতায় নতুন প্রজন্ম

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের প্রথম এএফসির আসরে খেলা শুরু করে ২০০৫ সালে । তা ছিল এএফসি অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল। ভারতের মাঠে সেই বাছাই পর্বে বাংলাদেশ দুই ম্যাচই বাজেভাবে হেরেছিল। পরবর্তীতে এই আসরে কয়েক বছর খেলেনি। ২০১০ সাল থেকে একটি আসর বাদে নিয়মিত। তবে মিলছিল না সাফল্য। মাঝে অনূর্ধ্ব-১৬ নারী দল দুই দফা ২০১৬ ও ২০১৯ সালে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বের ছাড়পত্র পায়। এবারতো জুন-জুলাইতে মিয়ানমারের মাটিতে ইতিহাস গড়ে নারী এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা সিনিয়র দলের। বাকি ছিল অনূর্ধ্ব ১৯/২০ দল। যারা আগের পাঁচ আসরে ব্যর্থ। শেষ পর্যন্ত এবার অনূর্ধ্ব-২০ দলও অর্জন করলো এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলের ফাইনাল রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা। ৬-১০ আগস্ট লাওসে অনুষ্ঠিত এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলের 'এইচ' গ্রুপের বাছাই পর্বে রানার্স আপ হয়ে আগামী এপ্রিলে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে নিজেদের নিয়ে গেছে বাংলাদেশ। আট গ্রুপের আট রার্নাসআপ দলের মধ্যে সেরা তিন রানার্সআপ এবং আট গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দলকে ফাইনাল রাউন্ডে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সেরা তিন রানার্সআপের দ্বিতীয়টি হয়ে এখন এশিয়ার সেরা ১২ দলের একটিতে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে উত্তর কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তান, জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত ও ভিয়েতনাম চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে।

যেভাবে চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ

এবারের এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলের ফরমেট ছিল ৮ গ্রুপের আট চ্যাম্পিয়ন এবং তিন বেস্ট রানার্সআপ দল ফাইনাল রাউন্ডে যাবে। বাংলাদেশ প্রথম দুই ম্যাচ জিতে চূড়ান্ত পর্বে খেলা অনেকটা নিশ্চিত করে ফেলে। বাকি ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ। সেই ম্যাচে আফঈদা খন্দকার প্রান্তিরা ড্র করলেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন। তবে হেরে গেলে গোল অন্য গ্রুপের রানার্সআপ দল গুলোর পয়েন্ট এবং গোল পার্থক্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। ১০ আগস্ট দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে লিডও নিয়ে নেয় বাংলাদেশ। কিন্তু এরপর কোরিয়ান মেয়েরা ঢিলে আক্রান্ত মৌচাকের মৌমাছির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলাদেশ দলের উপর। ফলে একে একে ৬ গোল দিয়ে তারা ম্যাচটি ৬-১ এ জিতে নেয়। এই হারের ফলে বাংলাদেশ দল টেনশনে পড়ে যায়। কারণ 'এফ' গ্রুপে ইরান ও জাপান, 'জি' গ্রুপে জর্ডান ও উজবেকিস্তান, 'সি' গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া ও চাইনিজ তাইপে এবং 'ই' গ্রুপে চীন ও লেবাননের ম্যাচ ড্র হলে বাংলাদেশ বাদ পড়বে। কারণ ড্র এর ফলে তাদের পয়েন্ট হবে সমান ৭ করে। এতে উজবেকিস্তান ও জর্ডানের খেলা ঠিকই ৩-৩ এ ড্র হয়েছে। কিন্তু জাপানের কাছে ইরানের ০-১১ গোলে হার, চীনের কাছে লেবাননের ০-৮ গোলে হার এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছে চাইনিজ তাইপের ০-৩ গোলে পরাজয় বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে চূড়ান্ত পর্বে। আবার 'এ' গ্রুপে নেপাল যদি হারিয়ে দিতে উত্তর কোরিয়াকে তাহলেও বিপদে পড়তো পিটার জেমস বাটলার বাহিনী। অবশ্য উত্তর কোরিয়ার কাছে পাত্তাই পায়নি নেপাল। হিমালয়ের দেশটি ০-১১ গোলে হেরেছে।

আর এতেই বাংলাদেশ ৬ পয়েন্ট এবং গোল পার্থক্য +৫ নিয়ে হয়েছে বেস্ট টু রানার্সআপ। জর্ডান ৬ পয়েন্ট ৭ এবং গোল পার্থক্য +১১ নিয়ে সেরা রানার্সআপ হয়েছে। আর চাইনিজ তাইপে ৬ পয়েন্ট ও গোল পার্থক্য +৪ নিয়ে সেরা তিন রানার্সআপের তৃতীয়টি হয়ে পৌঁছে গেছে ফাইনাল রাউন্ডে। ৬ পয়েন্ট করে পেয়েছিল হংকং, ইরান ও লেবানন। তবে এই দল গুলোর গোল পার্থক্য যথাক্রমে -৩, -৬ ও -৬ ছিল। তাই তারা বাদ। এ ছাড়া 'ডি' গ্রুপ থেকে ইন্দোনেশিয়া ৫ পয়েন্ট ও 'এ' গ্রুপ থেকে নেপাল ৪ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হলেও লড়াইয়ে থাকতে পারেনি।

লাওসের মাঠে সব সময়ই সাফল্য

এবারের এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলের 'এইচ' গ্রুপের খেলা ভেন্যু ছিল লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়েনের লাও ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। এই মাঠ থেকে বাংলাদেশ কখনই হতাশ হয়ে ফেরেনি। সেই ১৯৯৬ সালে এএফসির কাপ উইনার্স কাপে মোহামেডান হারিয়েছিল লাওসের ইলেকট্রিক ক্লাবকে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ফিফা প্রীতি ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র করেছিল লাওসের সাথে। ২০১৯ সালে এই ভিয়েনতিয়েনের মাঠে বিশ্বকাপ বাছাই প্লে-অফে বাংলাদেশ ১-০ গোলে হারায় লাওসকে। আর এবার সেই মাঠে নারী দলের সাফল্য।

লাওসকে হারিয়েই শুরু

গ্রুপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ছিল লাওসেরর বিপক্ষে। যে কোনো আসরের প্রথম ম্যাচ সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এই খেলায় জিতলে লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা যায়। আর টুর্নামেন্টের ফরমেট অনুযায়ী দুই দলের পয়েন্ট সমান হলে হেড টু হেডের রেজাল্ট বিবেচনায় আসে। যেমনটা বাংলাদেশ সিনিয়র নারী এশিয়ান কাপে মিয়ানমারকে হারিয়ে সুবিধাটা পেয়েছিল। তাই বাংলাদেশ ৬ আগস্ট প্রথম

ম্যাচে লাওসকে হারানোর পণ করেই মাঠে নামে। শেষ পর্যন্ত মোসাম্মৎ সাগরিকার জোড়া গোল এবং মুনকি আক্তারের অপর গোলে লাওসকে ৩-১ গোলে হারায়। আসিয়ান অঞ্চলের এই দেশটির বিপক্ষে নারী ফুটবলে এটিই বাংলাদেশের প্রথম মোকাবেলা। সেই লড়াইয়ে বাংলাদেশ জয়ে শুরু করল।

পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে রেকর্ড গোলে জয়

পূর্ব তিমুর বা তিমুর লেস্তে। পর্তুগীজ ভাষায় লেস্তে মানে পূর্ব। ইন্দোনেশিয়া থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়া এই দেশটির বিপক্ষেও নারী ফুটবলে বাংলাদেশ দলের প্রথম সাক্ষাৎ। ৮ আগস্ট এই ম্যাচে বাংলাদেশ ৮-০ গোলে হারায় তিমুর সাগরের বুকে জেগে থাকা এই দেশকে। অনূর্ধ্ব-১৯/২০ এএফসি নারী ফুটবলে এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। এর আগে বাংলাদেশ ২০১৯ সালে তাজিকিস্তানের মাঠে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবলে তাজিকিস্তানকে ৫-১ গোলে হারিয়েছিল। এ ছাড়া ২০২৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলের বাছাই পর্বে বাংলাদেশ ৪-০ গোলে তুর্কমেনিস্তানকে হারায়। উল্লেখ্য অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবলই টানা দুই সিজনে অনূর্ধ্ব-২০ নামে করছে এএফসি।

মনিকার পর তৃষ্ণা রানীর হ্যাটট্রিক

অনূর্ধ্ব-১৯/২০ নারী এএফসির আসরে বাংলাদেশি ফুটবলারদের দুটি হ্যাটট্রিক। একটি করেছিলেন মনিকা চাকমা। তা ২০১৯ সালে তাজিকিস্তানের বিপক্ষে। খেলা হয়েছিল তাদেরই মাঠে। এই আসরে এবার দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক পেলেন তৃষ্ণা রানী। পঞ্চগড়ের কৃষক বাবার এই মেয়ে এবার পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে করেছেন হ্যাটট্রিক। এ ছাড়া তৃষ্ণা এক গোল করেন দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে। ফলে এবারের বাছাই পর্বে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ গোল দিয়েছেন তিনি।

স্বপ্নার বৈধ গোল বাতিল

পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে ৯৪ মিনিটে ফ্রি-কিকে গোল করেছিলেন স্বপ্না রানী মন্ডল। বল ক্রসবারে লেগে গোললাইনের এক হাত ভেতরে ড্রপ খায়। এরপর তার মাঠে ফিরে আসলে বিপক্ষ কিপার তা আয়ত্ত্বে নেন। বল গোল লাইনের ভেতরে ড্রপ খাওয়ার পর বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা রেফারির দিকে হাত তুলে গোলের দাবী জানাতে থাকেন। কিন্তু সহকারী রেফারি গোল দেননি। ম্যাচ শেষে স্বপ্না রেফারির সাথে গোল নিয়ে কথাও বলেন। তবে কাজ হয়নি। বাংলাদেশ যদি বেস্ট রানার্সআপ হওয়ার ক্ষেত্রে এক গোলের কারণে বাদ পড়তো তাহলে আফসোস আর ক্ষোভের শেষ থাকতো না।

বাটলারের ভুলে বড় হার

স্থানীয় কোচ গোলাম রাব্বানী ছোটন যে শুরুটা করেছিলেন নারী ফুটবলে সেই সাফল্যের ধারাটা অব্যাহত রাখছেন পিটার জেমস বাটলার। তাঁর অধীনে বাংলাদেশ সিনিয়র দল নারী সাফের শিরোপা ধরে রেখেছে। সিনিয়র দল নারী এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করেছে। এবার জুনিয়র দলের দায়িত্ব নিয়ে তাঁদেরকে ফাইনাল রাউন্ডে কোয়ালিফাই করিয়েছেন। তবে তাঁর হাই লাইন ডিফেন্সে দলকে খেলানোর ভুলেই দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ১-৬ গোলে হার। অথচ পুরোপুরি ডিফেন্সিভ খেলে লাওস মাত্র ০-১ গোলে হেরেছিল দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে। সেখানে লাল-সবুজ মেয়েরা সমান তালে লড়তে গিয়ে হাফ ডজন গোল হজম। যদিও একটি গোল দিতে পেরেছে। নারী ফুটবলে এই প্রথম কোরিয়ার বিপক্ষে গোল করা। তবে এই হাফ ডজন গোল হজম বড় বিপদের কারণ হতো যদি অন্য গ্রুপের রানার্সআপ দল গুলোর গোল ব্যবধান বেশি থাকতো। তখন হয়তো এই ৬ গোলই ছিটকে ফেলতো আফঈদাদের।

এই হাই লাইন ডিফেন্সেই বাংলাদেশ এবারের অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফে গোল খেলেছিল নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। লাওসও বাংলাদেশের জালে বল ফেলেছিল। দুর্বল পূর্ব তিমুরও দুই বার বাংলাদেশ দলের হাফ রেখা বারবর ডিফেন্স লাইনকে ভেঙ্গে গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল। কোচ বাটলারের ভাবা উচিত ছিল লাওস, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা এবং পূর্ব তিমুরের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২১ এ থাকা এবং দুই বারের এএফসি অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবলের চ্যাম্পিয়নদের ফরোয়ার্ড লাইন। কিন্তু কোচ তাঁর পুরোনো স্টাইলেই খেলাতে থাকেন। তাই তাঁরা লাল-সবুজদের হাই লাইন ডিফেন্স ভেঙ্গে একে একে গোল আদায় করেছে কোরিয়ান মেয়েরা। আর বেশি গোল হতে পারতো। যদি গোলরক্ষক স্বর্ণা রানী মন্ডল কয়েকটি সেভ না করতেন। সে সাথে কোরিয়ার ফরোয়ার্ডরা মিস না করতেন। ২০১৯ সালে এই কোরিয়ার কাছে বাংলাদেশ ০-৭ গোলে হেরেছিল। আর এবার তাঁদের কাছে ১-৬ গোলে হার। এতে বড় দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের দুর্বলতা থেকেই গেল। অবশ্য এবার বাংলাদেশের বিপক্ষে না জিতলে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ কোরিয়াকে রানার্সআপ হতে হতো।

নবীরনের প্রথম আন্তর্জাতিক গোল

সাবেক স্ট্রাইকার নবীরন খাতুন এখন ডিফেন্ডার। লাল-সবুজ জার্সিতে এই ফুটবলার আগে কখনই গোল করতে পারেননি। এবার সেই গোল তিনি পেলেন পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে। শান্তি মার্ডির কর্নারে তাঁর হেড চলে যায় জালে।

মনিকার পর অলিম্পিক গোল শান্তি মার্ডির

সরাসরি কর্নার কিক থেকে গোল। একে বলা হয় অলিম্পিক গোল। বাংলাদেশের পুরুষ ফুটবলে ২০০৮ সাফে এভাবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে গোল করেছিলেন মামুনুল ইসলাম। নারী ফুটবলে ২০১৯ সালে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবলের দ্বিতীয় রাউন্ডের বাছাই পর্বে মিয়ানমারের বিপক্ষে সরাসরি কর্নার থেকে গোল করেছিলেন মনিকা চাকমা। এবার পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে এই অলিম্পিক গোল করলেন দিনাজপুরের মেয়ে শান্তি মার্ডি।

লাওসের বিপক্ষে খেলা বাংলাদেশ দল :

স্বর্ণা রানী মন্ডল, আফঈদা খন্দকার প্রান্তি, নবীরন খাতুন, জয়নব বিবি রিতা, পুজা দাস, স্বপ্না রানী মন্ডল, তৃষ্ণা রানী, সাগরিকা, সিনহা জাহান শিখা, শান্তি মার্ডি (বন্যা খাতুন ৬৭ মি.), মুনকি আক্তার।

পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে খেলা দল

স্বর্ণা (ফেরদৌসি আক্তার সোনালী ৮৫ মি.) আফঈদা প্রান্তি (রুমা আক্তার ৬৫ মি.), পুজা (নাহিদা আক্তার যুথী ৬৫ মি.), শান্তি (কানন রানী বাহাদুর ৬৫ মি.), নবীরন (সুরমা জান্নাত ৭৮ মি.), সাগরিকা, তৃষ্ণা, স্বপ্না, শিখা, রিতা, মুনকি।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে খেলা দল

স্বর্ণা, আফঈদা, নবীরন, রিতা, পুজা (যুথী ৩১ মি.) (সুরমা ৬৪ মি.), মুনকি (কানন ৬৪ মি.) , শান্তি (বন্যা ২৪ মি.), সাগরিকা, তৃষ্ণা, শিখা, স্বপ্না।

এক নজরে ম্যাচের ফল

বাংলাদেশ ৩-১ লাওস (সাগরিকা ২, মুনকি)
বাংলাদেশ ৮-০ পূর্ব তিমুর (তৃষ্ণা ৩, সাগরিকা , নবীরন, শান্তি, শিখা, মুনকি)
বাংলাদেশ ১-৬ দক্ষিণ কোরিয়া (তৃষ্ণা)

এইচ গ্রুপের পয়েন্ট টেবিল

দল	খেলা	জয়	ড্র	পরা	গোল	পার্থক্য	পয়েন্ট
দ: কোরিয়া	৩	৩	০	০	১৬/১	+১৫	৯
বাংলাদেশ	৩	২	০	১	১২/৭	+৫	৬
লাওস	৩	১	০	২	৩/৪	-১	৩
পূর্ব তিমুর	৩	০	০	৩	০/১৯	-১৯	০

যেভাবে সেরা তিন রানার্সআপে থাকলো বাংলাদেশ

দল	পয়েন্ট	গোল পার্থক্য
জর্ডান	৭	+১১
বাংলাদেশ	৬	+৫
চাইনিজ তাইপে	৬	+৪
হংকং	৬	−৩
ইরান	৬	−৬
লেবানন	৬	-৬।

নারী ফুটবলে বাংলাদেশ এখন আর আন্ডারডগ নয়

মো. সামীম সরদার

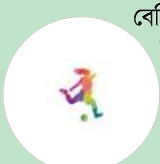

বেশি দিন হয়নি আন্তর্জাতিক ফুটবলে পা পড়েছে বাংলাদেশের মেয়েদের। দিন তারিখের হিসেবে ১৫ বছর। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হয়েছিল ২০১০ সালে ঢাকা এসএ গেমসে নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। দিনটি ছিল ২৯ জানুয়ারি। অভিষেক ম্যাচের ফল ছিল ১-০ গোলে হার। পনের বছর আগের সেই বাংলাদেশে কী আছে? সোজাসাপ্টা উত্তর নেই। বাংলাদেশের নারী ফুটবল অনেক বদলে গেছে। এই পনের বছরে বাংলাদেশ দুই বার দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পড়েছে। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল এবং বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দল এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বয়সভিত্তিক দলের ঝুলিও সাফল্যে ঠাঁসা। এক কথ ায় নারী ফুটবলে বাংলাদেশের এখন জয়জয়কার।

৪৫ বছর আগে পুরুষ ফুটবল দল প্রথম ও শেষবার এশিয়ান কাপ খেলেছিল। এশিয়ান কাপ কি তা ভুলতেই বসেছিলেন দেশের মানুষ। নারী ফুটবলারদের কল্যাণে নতুন করে এশিয়ান কাপের স্বাদ পেতে যাচ্ছে দেশের মানুষ। দক্ষিণ এশিয়ায় বিজয়ের পতাকা ওড়ানোর ভুলতে যাওয়া স্মৃতি আবার ফিরে এসেছে এই নারী ফুটবলারদের কল্যাণেই। ২০০৩ সালে পুরুষ দল প্রথম ও শেষবার সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০২২ সালে প্রথম দক্ষিণ এশিয়া জয় করেছেন মেয়েরা। দুই বছর পর আরও একবার। এমন সাফল্য পুরুষ ফুটবলে দেখা যায়নি কখনো।

নারী ফুটবলে সাফল্য আনার কৌশলটা একটু ব্যতিক্রমই ছিল। ভাবুন তো একটা দেশ দুই বিভাগে এশিয়ান কাপ খেলবে। অথচ সেই দেশের ঘরোয়া ফুটবলের কোনো কাঠামোই নেই। লিগ অনিয়মিত। তাও নামকাওয়াস্তে কিছু দল নিয়ে। দেশের পেশাদার ক্লাবগুলো নারী ফুটবল দল গঠনের দিকে হাটে না। ঢাল নেই তলোয়াড় নেই নিধিরাম সর্দার-এমন কিছু দল এনে লিগ আয়োজন করে বাফুফে। অথচ সেই দেশটি কি না এশিয়ার সেরা ১২ দলের একটি। তাও দুই বিভাগে। সাফল্য আনার কৌশলকে ব্যতিক্রম বলেছিলাম এ জন্য যে, কিছু মেয়েকে সাড়া বছর অনুশীলন করিয়েই আজ বাংলাদেশ এ অঞ্চলের সেরা। দক্ষিণ এশিয়ার গন্ডি টপকে বাংলাদেশের মেয়েরা এখন এশিয়ার মঞ্চেও আলো ছড়াতে শুরু করেছেন।

নারী ফুটবলে বাংলাদেশ হঠাৎ করে আলো ছড়ায়নি। এক যুগ এই মেয়েদের পেছনে শ্রম দিতে হয়েছে বাফুফেকে, প্রচুর বিনিয়োগ করতে হয়েছে। আজ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সেরা। এশিয়ার শীর্ষ ১২ দলের একটি। অথচ এই বাংলাদেশে নারী ফুটবলে চর্চার শুরুর দিকের একটি ম্যাচের ফল সবাইকে আঁতকে দেবে। বিশেষ করে যারা প্রথম জানবেন। জাতীয় দলের অভিষেক ২০১০ সালে হলেও তার আগে থেকেই বয়সভিত্তিক আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলছিল বাংলাদেশ। ২০০৫ সালে বাফুফে অনূর্ধ্ব-১৭ দল পাঠিয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া এশিয়ান কাপে। বাংলাদেশ 'বি' গ্রুপে পড়েছিল জাপান, গুয়াম ও হংকংয়ের সাথে। বাংলাদেশ ৩ ম্যাচই হেরেছিল। এর মধ্যে জাপানের বিপক্ষে ম্যাচে বাংলাদেশের হার ছিল ২৪-০ গোলে।

তখন অনেকে নাক সিঁটকিয়ে বলেছিলেন, নারী ফুটবলে চর্চা করে লাভ নেই। তবে 'মেঘ দেখে করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে' এই মন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে হাল ধরেই রেখেছিলেন বাফুফের কর্মকর্তারা। একটা সময় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল দেশের নারী ফুটবল। এক ম্যাচে ২৪ গোল খেয়ে দমে না যাওয়া বাংলাদেশ এখন প্রতিপক্ষকে গোলে ভাসায়। কাগজ-কলমের যে পার্থক্য তা মাঠে তুরি মেরে উড়িয়ে দেন বাংলাদেশের মেয়েরা। সবশেষ উদাহরণ গত এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাহরাইন ও মিয়ানমারের বিপক্ষে এবং এই তো অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে লাওসকে হারানো।

যে কোনো পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় কোনো প্রতিপক্ষের জালে ২৪ গোল দিয়ে ২০০৫ সালের ১৮ এপ্রিল জাপানের বিপক্ষে লজ্জাজনক সেই হারের প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি বাংলাদেশের মেয়েদের। তবে এ পর্যন্ত গোল দেওয়ার স্কোরটা ১৭ পর্যন্ত উঠেছে। ২০১৮ সালে ভুটানের থিম্পুর চাংলিমিথান স্টেডিয়াম বাংলাদেশের সেই বড় জয়ের স্বাক্ষী। সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে বাংলাদেশের মেয়েরা গুনেগুনে ১৭ বার বল পাঠিয়েছিল পাকিস্তানের জালে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ গোলের জয় আছে ভুটানের বিপক্ষে। ২০১৫ সালে কাঠমান্ডুতে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ১৬-০ ব্যবধানে জিতেছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে। ২০১৮ সালে ভুটানে অনূর্ধ্ব-১৫ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের মেয়েরা ১৪-০ গোলে হারিয়েছিল পাকিস্তানকে, ২০২১ সালে ঢাকায় সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ১২-০ গোলে হারিয়েছিল শ্রীলঙ্কাকে, ২০১৮ সালে ঢাকায় এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ১০-০ গোলে হারিয়েছিল বাহরাইনকে, একই বছর ঢাকায় এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ১০-০ গোলে হারিয়েছিল কিরগিজস্তানকে, ২০১৯ সালে মিয়ানমারে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ১০-০ গোলে হারিয়েছিল ফিলিপাইনকে, ২০১৮ সালে হংকংয়ে জকি কাপে বাংলাদেশ ১০-০ গোলে হারিয়েছিল মালয়েশিয়াকে।

জুলাই থেকে আগস্ট-এই দুই মাসেই নারী ফুটবলে

বাংলাদেশ নিজেদের দুটি ইতিহাস গড়েছে। প্রথমে সিনিয়র দল এশিয়ান কাপে নাম লিখিয়েছে, পরে অনূর্ধ্ব-২০ দল। আগামী বছর মার্চ ও এপ্রিলে দুটি এশিয়ান কাপ হবে। প্রথমে সিনিয়র দলের এশিয়ান কাপ অস্ট্রেলিয়াতে, পরে অনূর্ধ্ব-২০ দলের এশিয়ান কাপ থাইল্যান্ডে। বাংলাদেশের মেয়েরা জানান দিয়েছেন তাঁরা পিছিয়ে নেই। আরও জানান দিয়েছেন যে, নারী ফুটবলে বাংলাদেশ এখন আর আন্ডারডগ নয়। সিনিয়র হোক কিংবা জুনিয়র প্রতিযোগিতা-বাংলাদেশ খেলে যাচ্ছে প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে।

নারী ফুটবলে বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তার আরেকটি ফল এসেছে হাতেনাতে। মাঠের ফলাফলের সাথে কাগজ-কলমের শক্তির মিল ছিল না বাংলাদেশের। সেই জায়গায় বড় পরিবর্তন এসেছে। গত ৭ আগস্ট সর্বশেষ ঘোষিত ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এক লাফে ২৪ ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ এখন ১০৪ নম্বরে। অথচ কয়েক বছর আগে র‍্যাঙ্কিং তালিকায় বাংলাদেশের নামই ছিল না। আগস্টে ঘোষিত র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ দুনিয়াজুড়েই তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ফিফা তাদের ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের এই এগিয়ে যাওয়াকে ফলাওভাবে প্রচার করেছে। প্রশংসা করেছে নারী ফুটবলের অগ্রযাত্রাকে।

র‍্যাঙ্কিংয়ের এই উন্নতিকে শুধু কাগজ-কলমের হিসেবে দেখলেই চলবে না-এই সাফল্যের ইতিবাচক কিছু প্রাপ্তিও আছে। এই যেমন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দেওয়ায় উচ্ছ্বসিত। বাংলাদেশ সব সময়ই চেষ্টা করে নিজেদের চেয়ে শক্তিশালী দলের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে। তবে চাইলেও পারা যায় না। র‍্যাঙ্কিংয়ে বেশি পিছিয়ে থাকার দলের বিপক্ষে অনেক শক্তিশালী দল ম্যাচ খেলতে চায় না। এই উন্নতি সেই অবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবে। সভাপতির কথা এরকম 'এক সময় আমরা অনেক দেশকে আমন্ত্রণ করেও ম্যাচ খেলার জন্য রাজি করাতে পারতাম না। এখন অনেক দেশ ম্যাচ খেলার জন্য বাংলাদেশকেই আমন্ত্রণ জানাবে। যার অর্থ নারী ফুটবলারদের ম্যাচ খেলার সুযোগ বেড়ে যাবে।'

আগামী বছর মার্চ ও এপ্রিলে দুটি এশিয়ান কাপ খেলতে হবে বাংলাদেশকে। এতে বাফুফের বড় আর্থিক সংশ্লিষ্টতা। এর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো একই কোচিং স্টাফ দিয়ে দুটি এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি চলবে কিভাবে? কেবল জাতীয় দলের জন্যই নয়, প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করতে হবে অনূর্ধ্ব-২০ দলের জন্যও। তখন পিটার বাটলার দুই দিক কিভাবে সামলাবেন? সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ আর এশিয়ান কাপ এক কথা নয়। এশিয়ার সবচেয়ে বড় এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হলে তেমন প্রস্তুতি নিয়েই যেতে হবে।

সবারই জানা যে, এক সময় বাংলাদেশের নারী ক্রীড়াবিদরা একসাথে একাধিক খেলায় অংশ নিতেন। ফুটবলের পাশাপাশি অ্যাথলেটিকস, কাবাডি, সাঁতার ও হ্যান্ডবলসহ আরও কিছু খেলা খেলতেন। এখনো অনেক মেয়ে একাধিক খেলায় অংশ নেন। তবে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) কয়েক বছর আগে থেকেই সে সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। পেশাদার যুগে ফুটবলের পাশাপাশি অন্য খেলায় অংশ নেওয়ার সুযোগ নেই। ফুটবলের মেয়েরা এখন শুধু ফুটবলই খেলছেন।

এখন সময় এসেছে নারী ফুটবলের কোচিং স্টাফও আলাদা করে দেওয়ার। এখন যেমন জাতীয় দল থেকে শুরু করে তার নিচের সব ধরণের বয়সের খেলোয়াড়দের পরিচর্চা হয় একজন কোচের নেতৃত্বে। আগে সে দায়িত্ব ছিল গোলাম রাব্বানী ছোটনের, এখন ইংলিশ কোচ পিটার বাটলারের। বয়সভিত্তিক ফুটবলে বাংলাদেশের মেয়েরা আগে এশিয়ান কাপ খেললেও জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দল এবারই প্রথম। এশিয়ার সবচেয়ে বড় মঞ্চে দেখা যাবে বাংলাদেশের দুটি দলকে। নানা বাস্তবতায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে অনেক কিছু ম্যানেজ করে চলতে হয়। এক যুগ ধরে নারী ফুটবলারদের তৈরি করে বড় সাফল্য পাওয়া গেছে। দুটি বিভাগে এশিয়ান কাপে ওঠার পর আরেকটি সংকটও চোখে পড়েছে সবার। সেটা হলো খেলোয়াড় স্বল্পতা। এই যেমন এখনো বাংলাদেশকে জাতীয় দল তৈরি করতে হয় সিনিয়র-জুনিয়র খেলোয়াড় মিলিয়ে। অনূর্ধ্ব-২০ যে দলটি প্রথমবার এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করে ইতিহাস গড়লো সেই দলের ৯ জন ফুটবলার জাতীয় দলেরও সদস্য। জাতীয় দলের আর অনূর্ধ্ব-২০ দলের অধিনায়ক একজনই আফঈদা খন্দকার। কোচ পিটার বাটলারকে সামলাতে হচ্ছে দুটো দলই।

একটি কোচিং স্টাফ দিয়ে নারী ফুটবলারদের পুরো ক্যাম্প পরিচালনা করতে হচ্ছে বাফুফেকে। এই টেকনিক্যাল ঘাটতির কথা বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল কিছুদিন আগে স্বীকারও করেছেন। তবে এখন কোনো যুক্তি সামনে এনে এশিয়ান কাপের অনুশীলনে ঘাটতি রাখার সুযোগ নেই। বাফুফে তাইতো নতুন পথে হাটার পরিকল্পনা করছে। সভাপতি তাবিথ আউয়াল বলেছেন, নারী ফুটবলে দুটি কোচিং স্টাফ তৈরি করা হবে। দুটিই চলবে পিটার বাটলারের পরিকল্পনায়। জাতীয় দলকে একটি কোচিং স্টাফ ও বয়সভিত্তিক সব দলকে আরেকটি কোচিং স্টাফ পরিচালনা করবে।

এরই মধ্যে বাফুফে মেয়েদের কোচিং স্টাফ আরও শক্তিশালী করতে পিটারের সাথে যোগ করতে যাচ্ছে আরও তিনজন বিদেশি। বর্তমান স্টাফ বহাল রেখে তাঁর সাথে একজন সহকারী কোচ, একজন গোলরক্ষক কোচ ও একজন ফিটনেস ট্রেনার বিদেশ থেকে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বাফুফে। এশিয়ান কাপে গিয়ে বাংলাদেশ হয়তো বেশিদূর এগুতে পারবে না। তবে দুটি এশিয়ান কাপ থেকেই সুযোগ আছে বিশ্বকাপ খেলার। সিনিয়র এশিয়ান কাপ থেকে অলিম্পিকে যাওয়ার রাস্তাও আঁকা আছে। তাই তো বাংলাদেশকে সেই দিকে চোখ রেখেই অনুশীলন করতে হবে। বাংলাদেশ ফিফা র‍্যাঙ্কিয়ে একশ'র কাছাকাছি। এখন বাংলাদেশকে যে আন্ডারডগ ভাবার সুযোগ নেই তা লাল-সবুজের মেয়েদের মাঠেই প্রমাণ করতে হবে।

হিমেল ও সাগর

ব্রজেন মালেক মোশাররফের পর সাগর-হিমেল

রফিকুল ইসলাম

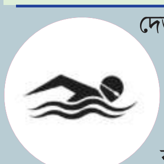

দেড়শত বছর আগে প্রথম কোনো সাঁতারু সফলভাবে পাড়িয়ে দিয়েছিলেন ইংলিশ চ্যানেল। এবার চ্যানেল বিজয়ের দেড়শত বছর উদযাপনের জন্য বিশেষ আয়োজন ছিল চ্যানেল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের। বাংলাদেশের দুই সাঁতারু মাহফিজুর রহমান সাগর ও নাজমুল হক হিমেল এই বিশেষ বছরেই পাড়ি দিয়েছেন ইংলিশ চ্যানেল। এই বছর যাঁরা সফলভাবে চ্যানেল পাড়ি দিচ্ছেন তাঁদের জন্য চ্যানেল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের থাকছে বিশেষ উপহার। সনদপত্র অর্থ দিয়ে নিতে হলেও আয়োজকদের পক্ষ থেকে এবার দেওয়া হয়েছে সৌজন্য পদক।

ইংলিশ চ্যানেলের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস। ১৯৫৮ সালে এশিয়ার প্রথম সাঁতারু হিসেবে চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন বাংলাদেশের (তৎকালীন পাকিস্তান) ব্রজেন দাস। এরপর এক এক করে আরও চার সাঁতারু এই চ্যালেঞ্জে বিজয়ী হয়েছেন। লম্বা একটা বিরতির পর গত ২৯ জুলাই মাহফিজুর রহমান সাগর ও নাজমুল হক হিমেল চ্যানেল বিজয়ী বাংলাদেশীদের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। ১৯৫৮ সালে ব্রজেন দাস প্রথমবার চ্যানেল অতিক্রম করে তিন বছরে আরও পাঁচবার এই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সর্বশেষ ১৯৬১ সালে ব্রজেন দাস চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন। ১৯৬৬ সালে এ মিশনে সফল হয়েছিলেন আবদুল মালেক।

আবদুল মালেকের পর লম্বা একটা গ্যাপ। ২২ বছর পর ১৯৮৮ সালে মোশাররফ হোসেন খান পাড়ি দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক এই চ্যানেল। এর পর কেটে যায় ৩৭ বছর। বাংলাদেশ থেকে কি আর কোনো সাঁতারু চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নেবেন না? চারিদিকে যখন সেই আপসোসের সুর তখন মাহফিজুর রহমান সাগর ও নাজমুল হাক হিমলে লম্বা গ্যাপটা ভাংলেন। ব্রজেন দাস, আবদুল মালেক ও মোশাররফ হোসেনের পর ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের নাম ছড়িয়েছেন সাগর ও হিমেল।

একজন সাঁতারুর কাছে এই চ্যানেল পাড়ি দেওয়া যেমন রোমাঞ্চকর ও মর্যাদার তেমন কঠিন, চ্যালেঞ্জিং ও ঝুঁকিপূর্ণও। সেই নেশাতেই বিশ্বের অনেক দেশ থেকে বহু সাঁতারু এ চ্যালেঞ্জ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকেন। ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার কাঁটার সিডিউল পাওয়াও সময়সাপেক্ষ বিষয়। এই যেমন সাগর ও হিমেল ইংল্যান্ড যাওয়ার ২৬ দিন পর সিডিউল পেয়েছিলেন। ইংলিশ চ্যানেলের পানি এমনিতেই ২০ ডিগ্রির কাছাকাছি (কম-বেশি) থাকে। আর যদি আবহাওয়া প্রতিকূল থাকে তাহলেতো নামার অনুমতিই পাওয়া যায় না। প্রতিকূল আবাহওয়ার কারণেই ইংল্যান্ড গিয়ে ২৬ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল বাংলাদেশের দুই সাঁতারুকে।

আটলান্টিক মহাসাগরের যে অংশটি যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সকে আলাদা করেছে সেই অংশই হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল। আটলান্টিক মহাসাগর ও উত্তর সাগরের সংযোগ স্থলটি সবচেয়ে সরু। এই চ্যানেলের ইংল্যান্ডের ডোভার থেকে ফ্রান্সের সালাইস পর্যন্ত দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটারের মতো। ১৯৭৫ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাঁতারুরা এই চ্যানেল পাড়ি দিয়ে কৃতিত্ব অর্জন করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া প্রথম সাঁতারু হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন। ১৮৭৫ সালের ২৫ আগস্ট ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন ম্যাথু ওয়েব। ১৮৮৩ সালের ২৪ জুলাই নায়াগ্রা নদীতে নায়াগ্রা ফলসের নিচের অংশ দিয়ে সাঁতার কাটার দু:সাহসিক প্রচেষ্টার সময় তিনি মারা যান। পানির প্রচন্ড স্রোত আর চাপে প্যারালাইসিস হয়ে ডুবে গিয়েছিলেন ওয়েব। চারদিন পর তাঁর মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল। তারপর ময়না তদন্ত করে মৃত্যুর কারণ চিহ্নিত করা হয়েছিল।

এই চ্যানেল পাড়ি দেওয়া এশিয়ার প্রথম সাঁতারু ছিলেন বাংলাদেশের (তৎকালীন পাকিস্তান) ব্রজেন দাস। তিনি ১৯৫৮ সালে প্রথমবার এই চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন। চ্যানেল পাড়ি দেয়া এশিয়ার প্রথম নারী সাঁতারু ছিলেন ভারতের আরতি সাহা। তিনি ১৯৫৯ সালে তিনি চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সাল থেকে ২০২৫ সাল-এই ৬৭ বছরে বাংলাদেশের ৫ জন সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন। তার মধ্যে ব্রজেন দাস সর্বাধিক ৬ বার। একবার করে আবদুল মালেক, মোশাররফ হোসেন খাঁন, মাহফিজুর রহমান সাগর ও নাজমুল হক হিমেল চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার এই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বাংলাদেশের যে পাঁচ সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ দুইজন সাগর ও হিমেল রিলে টিমের অংশ হিসেবে এই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাংলাদেশের দুই, ভারতের ৩ ও মেক্সিকোর একজন মিলে ৬ জনের ইন্দো-বাংলা রিলে টিম করে চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন তাঁরা। প্রথমে বাংলাদেশের দুই ও ভারতের দুইজন মিলে ৪ জনের রিলে টিম হওয়ার কথা থাকলেও পরে সদস্য হন ৬ জন। রিলে টিমের চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার নিয়ম হলো একজন এক ঘণ্টা করে সাঁতার কাঁটবেন। এভাবে একজনের এক ঘণ্টা শেষ হলে তিনি বোর্ডে উঠবেন এবং দ্বিতীয়জন নামবেন। সাগরদের টিমের চ্যানেল পাড়ি দিতে সময় লেগেছে ১২ ঘণ্টা ১০ মিনিট। শুরু করেছিলেন সাগর, তারপর হিমেল। এভাবে ক্রমানুসারে ৬ জন সাঁতরিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি ৩ বার সাঁতরিয়েছেন মাহফিজুর রহমান সাগর। ফিনিশিংয়েও ছিলেন বাংলাদেশের এই অলিম্পিয়ান সাঁতারু।

বাংলাদেশের পাঁচ সাঁতারুর টাইমিংয়ে সবার চেয়ে এগিয়ে মোশাররফ হোসেন খাঁন। ১৯৮৮ সালে তিনি চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন ১০ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে। ইতিহাস গড়া ব্রজেন দাস ১৯৫৮ সালে প্রথমবার ১৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিটে, ১৯৫৯ সালে দ্বিতীয়বার ১৩ ঘণ্টা ২৬ সেকেন্ডে, একই বছর তৃতীয়বার ১৩ ঘণ্টা ৫৩ মিনিটে, ১৯৬০ সালে চতুর্থবার ১৪ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে, ১৯৬১ সালে পঞ্চমবার ১১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে এবং একই বছর শেষবার ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে আবদুল মালেক চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন ১৩ ঘণ্টা ৪২ মিনিটে। সর্বশেষ সাগর-হিমেলদের সময় লেগেছে ১২ ঘণ্টা ১০ মিনিট।

ব্রজেন দাসের ৬৭ বছর আগের সেই ইতিহাস গড়ার কীর্তির কথা এই প্রজন্মের মানুষ বইয়ে পড়েছেন। ইতিহাসে ব্রজেন দাসের কীর্তির কথা জেনেই অনেক সাঁতারুর হৃদয়ে চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছা জাগে, স্বপ্ন জাগে। মাহফিজুর রহমান সাগরেরও তাই। চ্যানেল পাড়ি দিয়ে সাগর বলেছেন, ছোটবেলা থেকে তিনি ব্রজেন দাসের ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার কথা জেনেছিলেন। তখন থেকেই তাঁর আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। ২০১৫ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নারী সাঁতারু তাহরিনা নাসরিন যখন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিলেন তখন থেকেই সাগরের মনে স্বপ্ন জাগ্রত হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের একজন নারী যখন চ্যানেল পাড়ি দিতে পেরেছেন তখন তিনিও পাড়ি দেবেন। নাসরিন যখন চানেল পাড়ি দিয়েছিলেন তখন মাহফিজুর রহমান সাগর ক্যারিয়ারের মধ্যগগনে। নিজ থেকেই তিনি পশ্চিমবঙ্গের ওই নারী সাঁতারুর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে চ্যালেন পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকেন। যদিও নাসরিনের সাথে আর সাঁতরানো হয়নি। ব্যক্তিগত কারণে নাসরিন পারেননি।

রিলেতে ফিনিশারের উচ্ছ্বাসটা বেশিই থাকে। সবার চোখও থাকে তাঁর দিকে। সাগর সেই দিক দিয়ে ভাগ্যবানই। সেই মুহূর্তে কেমন ছিল সাগরের মানসিক অবস্থা? সাগর বলছিলেন.'চ্যানেলের দূরত্ব ৩৪-৩৫ কিলোমিটারের মতো হলেও সাঁতরানো হয় প্রায় ৪০ কিলোমিটারের মতো। যখন দুর থেকে যখন মেইনল্যান্ড দেখা যাচ্ছিল, তখন বোর্ডের চালক বলছিলেন ঠিক সময়মতো পৌছে যাবো আমরা। ধারণা করা হয়েছিল, আরও ঘণ্টাখানেক লাগতে পারে। এক সময় মনে হয়েছিল হিমেলকে নামা লাগতে পারে। শেষ পর্যন্ত ১০-১২ মিনিটের মধ্যেই আমি পৌছে যাই। ফ্রান্সের পাড়ে গিয়ে আমি শুকরিয়া আদায় করে বলেছিলাম-আমরা পেরেছি।'

এই চ্যানেল অতিক্রম করতে হলে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়। বিশেষ করে অসুস্থ হওয়ার শঙ্কা থাকে। অনেকের প্রচুর বমিও হয়। যেমন বাংলাদেশের সাগর ৭ থেকে ৮ বার বমি করেছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে সাগর বলছিলেন, ' বেশি বমি হওয়ায় আমার মধ্যে একটু শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবে আমি এক মুহূর্তের জন্য সাহস হারাইনি, হাল ছাড়িনি। আমি সাঁতারু। আমাকে সাঁতরাতেই হবে। এমন মনোবল নিয়ে মিশন শেষ করেছি সফলভাবে।'

এই স্বপ্নপূরণের পর ভবিষ্যতে গল্প লিখতে চান সাগর 'এটা বিশাল একটা ব্যাপার। অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেছি। ফ্রান্সের উপকূলে দাঁড়িয়ে যখন পতাকা হাতে দাঁড়ালাম তখন মনে হলো আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আমি আগামীতে এই সাফল্যের দিনগুলো নিয়ে গল্প লিখতে পারবো।'

দেশে ফেরার পর বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের কর্মকর্তারা কীর্তিমান দুই সাঁতারুকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। তাঁদের এই সাফল্যে দেশের সাঁতার অঙ্গনে খুশির জোয়ার বয়ে গেছে। ৩৭ বছর পর বাংলাদেশের সাঁতারুরা যে আবার জয় করলেন ইংলিশ চ্যানেল।

এশিয়াডে পদক খরা ঘুচাতে চাই : জিনাত ফেরদৌস

ওমর ফারুক রুবেল

তাঁর জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। চাকরি করেন বিশ্বখ্যাত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি গুগলের প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে বাংলাদেশ। ছোটবেলায় খেলাধুলা করেননি। অথচ আজ বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। ২৭ বছর বয়সে দেরিতে হলেও আন্তর্জাতিক বক্সিংয়ে নাম লেখান। মাত্র চার বছরে সাতটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জিতেছেন পাঁচটি পদক, যার তিনটি স্বর্ণ। সেই জিনাত ফেরদৌস এবারই প্রথম খেললেন বাংলাদেশের ঘরোয়া বক্সিংয়ে।

প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আগেই খেলেছেন। এই প্রথম বাংলাদেশের ঘরোয়া আসর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ খেললেন। অভিষেক টুর্নামেন্টেই স্বর্ণপদক জয়। অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল?

জিনাত ফেরদৌস : খুবই ভালো লাগছে, আমি এখন বলতে পারি আমি বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন। যদিও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দুই বছর ধরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি। প্রথমবার দেশের ভক্ত-সমর্থক, আত্মীয়স্বজন, বক্সিং পরিবারের সামনে সফলতা পেলাম। ভবিষ্যতে এটা প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

প্রশ্ন : ফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসেবে আনসারের আফরা খন্দকারকে পেয়েছিলেন। যিনি জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকারের বোন। ফেবারিট হিসেবেই রিংয়ে নেমেছেন। কিছুটা চাপ অনুভব করেছেন কী না?

জিনাত : প্রতিটি লড়াই কঠিন। ক্যারিয়ারে এই ধরনের চাপ মোকাবিলা করে আমি অভ্যস্ত। যখন রিংয়ে প্রবেশ করি প্রতিপক্ষ নিয়ে ভাবি না।

প্রশ্ন : বক্সিংয়ে আসতে আপনাকে কে অনুপ্রেরণা দিয়েছে?

জিনাত : আমার স্বামীও নিউইয়র্কেই জন্মেছেন, মালয়েশিয়ান বংশোদ্ভূত। তিনি বক্সিং পছন্দ করেন। আমি তখন ২১ বছরের, একদিন উনি আমাকে জিমে নিয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে খেলাটার প্রতি আগ্রহ জন্মাল। ২০১৯ সালে নিউইয়র্কে একটা ফাইট দেখে মনটা ছুঁয়ে গেল। সেদিনই ঠিক করি, আমিও বক্সার হব।

প্রশ্ন : বিশ্বের নানা প্রান্তে বক্সিংয়ের টুর্নামেন্ট খেলে বেড়ান। বাংলাদেশে এবারই প্রথম খেলছেন। অন্যদের সঙ্গে বাংলাদেশের পার্থক্য কতটুকু?

জিনাত : বাংলাদেশি বক্সারদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি, জেদ ও ধৈর্য আছে। জয়ের ক্ষুধা প্রবল। তবে ঘাটতি দেখেছি স্কিল ও টেকনিকের জায়গাগুলোতে। এটাই বড় পার্থক্য। যখন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে খেলি, তখন এগুলোই বিচারকরা দেখেন। মুভমেন্ট, পাঞ্চ সিলেকশনের ক্ষেত্রে দেশীয়দের সর্তক হওয়া উচিত। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সব সমস্যা কেটে যাবে। বাংলাদেশি ছেলে-মেয়ে যাঁরা আছে, সত্যিকার অর্থেই ওরা আরও খেলতে চায়। টেকনিক যদি আরও ভালোমতো রপ্ত করতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে ওরা অনেক ভালো করবে।

প্রশ্ন : অনেক নারী বক্সার যে বয়সে অবসরে যান, আপনার দিব্যি পদক জিতে যাচ্ছেন সেই বয়সে। এটা কী বাড়তি অনুপ্রেরণা দেয়?

জিনাত : দেরি তো অবশ্যই। এখন আমি ৩১। তরুণ বলার সুযোগ নেই। তবে আমি কঠিন পরিশ্রম করি। আমার ডিফেন্স ভালো। বয়স যতই হোক, পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না। দেখুন, এটাই প্রথম নয়, চার বছরের ক্যারিয়ারে ১০টি পদক জিতেছি। এটা ঠিক, প্রতিটি টুর্নামেন্টে জিতলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। আমিও ব্যতিক্রম নই।

প্রশ্ন : ক্যারিয়ারে অনেক পদক জিতেছেন। কোনটাকে এগিয়ে রাখবেন?

জিনাত : আন্তর্জাতিক অনেক পদক জিতেছি। কিন্তু কোনো দেশের চ্যাম্পিয়ন ছিলাম না। তবে এখন বলতে পারি, আমিও বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন। তাই এই স্বর্ণপদককেই এগিয়ে রাখব।

প্রশ্ন: হাংজু এশিয়ান গেমসে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরম্যান্স করতে পারেননি। প্রথম রাউন্ডে বাই পাওয়ার পর দ্বিতীয় রাউন্ডে মঙ্গোলিয়ান বক্সার ইয়ুসগেনের কাছে ৫-০ পয়েন্টে হেরে গেমস থেকে বিদায় নিয়েছেন। এরপর নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করেছেন?

জিনাত : ওই সময় আমি যখন হেরে যাই, তখন নিজের কাছে প্রশ্ন রাখি এটা (বক্সিং) আমি করতে চাই নাকি চাই না। কিছুদিন সময় নিয়েছিলাম। এরপর সিদ্ধান্ত নিই বক্সিং করব। আমার মধ্যে একটা জেদ আছে। জেদ থেকে আমি ধীরে ধীরে ভালো করার চেষ্টা করছি এবং এখন তা করছি। মানসিকভাবে নিজেকে শক্তিশালী করেছি।

প্রশ্ন: পরের এশিয়ান গেমসে তাহলে বাংলাদেশ আপনার কাছে পদক পেতে পারে? জানেন নিশ্চয়ই, বক্সিং বাংলাদেশের একমাত্র খেলা, যেখানে এশিয়ান গেমসে একটা ব্যক্তিগত পদক এসেছে ১৯৮৬ সালে। আপনি কি মনে করেন দ্বিতীয় জন হবেন?

জিনাত : এটাই আমার লক্ষ্য। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যক্তিগত পদকটা আমার হাত ধরে আসতে পারে। ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকও আছে। এর আগে ২০২৬ সালটা অনেক বড়। কারণ এসএ গেমস আছে, এশিয়ান গেমস আছে, কমনওয়েলথ গেমস আছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে আমি ৭টি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি। যার ৫টিতে মেডেল জিততে পেরেছি। চেষ্টা করব সব আসরে মেডেল জিততে। ২০২৬ সালের গেমসগুলোর পদকেও চোখ থাকবে আমার।

প্রশ্ন : বক্সিংয়ে বাংলাদেশের তরুণদের কীভাবে

প্রেরণা দিতে পারেন?

জিনাত : আমি খুব দেরিতে বক্সিং শুরু করেছি। আমার বয়স যখন ২৭, তখন আমি বক্সিং খেলা শুরু করি। আমেরিকাতে ভালো ট্রেনিং করি। সেখানকার অনেককে দেখেছি ১৮ বছর বয়সে বক্সিং প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছে। যাঁরা আগে শুরু করেছেন, তাঁদের মতো আমার অনেক অভিজ্ঞতা নেই। বক্সিংয়ে আমার অভিজ্ঞতা মাত্র চার বছর। তাই তরুণদের উদ্দেশে আমার বার্তা যদি বক্সিংয়ে তোমার মন থাকে, তাহলে শুরু করো। বয়স কোনো বিষয় নয়। বক্সিংয়ে অনেক রকম ট্রেনিং আছে। একটা ফিজিক্যাল ট্রেনিং, একটা মানসিক ট্রেনিং। সবসময় চেষ্টা করে যাবে।

প্রশ্ন : যারা বক্সিংয়ে আসতে চায় তাঁদের উদ্দেশ্যে আপনার কী বার্তা থাকবে?

জিনাত : যদি এক শতাংশ ইচ্ছাও থাকে, তবে চেষ্টা কর। একটা জিম ও রিংয়ের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হলে তোমার দুয়ারও খোলা। অনেকে মনে করেন বক্সিং একক কোনো খেলা। কিন্তু বাস্তবে এমনটা নয়। বক্সিং মূলত দলগত খেলা। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, শুধু সুযোগ খুঁজবেন।

প্রশ্ন : আপনি গুগলে চাকরি করেন। এর সঙ্গে বক্সিংটা কীভাবে করেন?

জিনাত : চেষ্টা করি, তবে দুটো একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। এখন আমি বাংলাদেশে খেলছি, রাতে কাজ করব। কোম্পানি আমাকে খুব সাপোর্ট দেয়। তাঁরা জানে আমি কী করছি।

প্রশ্ন : দেশের বক্সিংকে আরও বড় পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে করণীয় কী?

জিনাত : তৃণমূল পর্যায়ে বক্সিংকে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমার খেলা দেখতে দুজন ছোট ছেলেমেয়ে এসেছে। আমি তাঁদের বলেছি, তোমরাও বক্সিং শুরু করতে পারো। আত্মবিশ্বাস দিয়ে বক্সার তৈরি করা সম্ভব।

প্রশ্ন : বক্সার না হলে কোন খেলাকে বেছে নিতেন?

জিনাত : একক খেলা আমার বেশ পছন্দের। মনে হয়, টেনিস খেলতাম।

প্রশ্ন : বক্সিং নিয়ে সামনের দিনগুলোতে আপনার স্বপ্নটা জানতে চাই?

জিনাত : আমি পদক জিততে চাই। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নারীদের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। সাফ ও এশিয়ার মঞ্চে স্বর্ণ জিতে দেশের সম্মান বাড়ানোই আমার স্বপ্ন।

প্রশ্ন: খেলেছেন রিংয়ে। দর্শকরাও বেশ উৎফুল্ল নিয়ে আপনার খেলা দেখেছে। কেমন লেগেছে দর্শকদের দেখে?

জিনাত : গ্যালারিতে অনেক দর্শক দেখে ভীষণ ভালো লেগেছে। সবাই অনেক সাপোর্টিভ। বাংলাদেশের হয়ে একজন খেলতে এসেছে, সবাই আগ্রহভরে দেখছে। আমার জন্য বিষয়টা খুব এক্সাইটিং। খুব মজা মজা লাগছে। এটা কেবল শুরু। বক্সিংয়ে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন : ফুটবলে হামজা আসায় উন্মাদনা বেড়েছে। বক্সিংয়েও আপনার আগমনে তাই দেখলাম। আপনার স্বপ্নটা কী?

জিনাত : আমার মনে হয় যদি একজন শুরু করে সেটা ভালো। হামজা করছে ফুটবলের জন্য, আমি যদি বক্সিংয়ের জন্য কিছু করতে পারি তাহলে ছোট ছোট বাচ্চারা অনুপ্রাণিত হবে। বক্সিং ছড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্নটাও আমার পূর্ণ হবে।

জাতীয় বক্সিংয়ে চ্যাম্পিয়ন সেনাবাহিনী

ওমর ফারুক রুবেল

গত ২৭ থেকে ৩১ জুলাই মোহাম্মদ আলী বক্সিং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ৩১তম জাতীয় সিনিয়র পুরুষ ও ৭ম জাতীয় মহিলা বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপই ছিল বর্তমান কমিটির প্রথম বড় অ্যাসাইনমেন্ট। ৭১টি দলের প্রায় আড়াই শতাধিক বক্সারের অংশগ্রহণে ২৭ জুলাই মোহাম্মদ আলী বক্সিং স্টেডিয়ামে শুরু হয় ৩১তম জাতীয় সিনিয়র পুরুষ ও ৭ম জাতীয় মহিলা বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। পাঁচ দিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় ২৪টি পদকের জন্য লড়েন বক্সাররা।

দুই 'প্রথম'-এর ঘটনা

চার বছর পর অনুষ্ঠিত এবারের জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে দু'টি 'প্রথম'-এর ঘটনা ঘটেছে। এক, প্রথমবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বক্সার জিনাত ফেরদৌস। যদিও জাতীয় টুর্নামেন্টের আগেই আন্তর্জাতিক আসরেও অভিষেক ঘটেছে তাঁর। ২০২৩ সালে হাংজু এশিয়ান গেমসে খেলেছিলেন। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে ও পর্তুগালের ব্রাগা ওপেনে দু'টি স্বর্ণ এবং পোল্যান্ডের একটি টুর্নামেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। এবার বাংলাদেশের ঘরোয়া বক্সিংয়ের সর্বোচ্চ আসর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপেও তাঁর অভিষেক ঘটল। চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় আসরেও নিজেকে রাঙালেন এই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বক্সার। দুই, প্রথমবার পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই তাঁদের আধিপত্য ছিল চোখে পড়ার মতো।

চ্যাম্পিয়ন সেনাবাহিনী ও রানার্সআপ আনসার

জাতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতায় দলগতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীই। পাঁচ দিনের খেলা শেষে তাঁরা ১৭টি স্বর্ণ, পাঁচটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জ জিতে সেরা হয়। এর মধ্যে পুরুষ বিভাগে ১২টি স্বর্ণ ও ১টি ব্রোঞ্জ এবং মেয়েদের বিভাগে পাঁচটি করে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং একটি ব্রোঞ্জ ছিল। রানার্সআপ আনসার দলগতভাবে জিতেছে ছয়টি স্বর্ণ, ১১টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ। পুরুষ বিভাগে একটি স্বর্ণ, ৬টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ এবং মেয়েদের বিভাগে ৫টি করে স্বর্ণ ও রৌপ্য জিতেছে তাঁরা। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বক্সিং ফেডারেশনের সভাপতি লে. কর্নেল (অব.) এমএ লতিফ খান, সাধারণ সম্পাদক এমএ কুদ্দুস খান, পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান জজ ভূঁইয়া গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফায়জুর রহমান ভূঁইয়া।

অভিষেকেই বাই অতঃপর ফাইনাল

আগের দিন রওয়ানা হয়ে ২৭ জুলাই দুপুরেই ওজন দিতে হাজির হন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বক্সার জিনাত ফেরদৌস। ভ্রমণ ক্লান্তি যেন তাঁকে ছুতে পারেনি। অবশ্য ওই দিনই বাই পেয়ে সেমিফাইনালে উঠে যান তিনি। তবে ২৯ জুলাই সেমিফাইনালে সেনাবাহিনীর আসিয়া খাতুনের সঙ্গে লড়াই করেন রিংয়ে। ৫২ কেজি ওজন শ্রেণির সেমিফাইনালে তিন রাউন্ডের খেলায় সরাসরি আসিয়া খাতুনকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেন জিনাত।

অভিষেকেই স্বর্ণজয়

৩১ জুলাই দুপুর থেকেই লোকারণ্য মোহাম্মদ আলী বক্সিং স্টেডিয়াম। উদ্দেশ্য জিনাত ফেরদৌসের খেলা দেখা। দর্শকরা এক টিকিটে দুটি আনন্দ স্বাদ নিয়েই ফিরেছেন। জিনাতের খেলা দেখেছেন। সঙ্গে বোন আফরার খেলা দেখতে আসা জাতীয় নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকারকেও দেখে গেলেন। ছোট মেয়ে আফইদা খন্দকারকে সঙ্গে নিয়ে বড় মেয়ের খেলা দেখতে এসেছিলেন তাঁদের বাবা-মা'ও। আফইদার সঙ্গী হন জাতীয় নারী ফুটবল দলের শাহেদা আক্তার রিপা, ইয়ারজান বেগম। বেলা পৌনে পাঁচটায় শুরু হয় জিনাত ও আফরার লড়াই। তিন রাউন্ডের প্রত্যেকটিতেই জিনাতের কাছে মার খেয়েছেন আফরা। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে জিনাতেরই।

সেই সেলিমের স্বর্ণজয়

দুই বছর আগে হাংজু এশিয়ান গেমসে দুর্দান্ত খেলেছিলেন বক্সার সেলিম হোসেন। অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছিল তাঁর। সেই সেলিম জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অবশ্য হতাশ করেননি। দু'বছর পর হওয়া জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জিতেছেন তিনি। মোহাম্মদ আলী স্টেডিয়ামে সেনাবাহিনীর হয়ে ৬৭ কেজি ওজন শ্রেণিতে সেলিম খুলনা জেলার ইমন মেহেদী হাসানকে পরাস্ত করেছেন। দ্বিতীয় রাউন্ডের শুরুর দিকে সেলিমের কাছে ধরাশায়ী হন ইমন। টানা তিনটি জাতীয় আসরে সেরা হয়ে ৩৩ বছর বয়সী সেলিম সোনা জিতে উচ্ছ্বসিত।

জুয়েলের চমক

জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ১৩টি ইভেন্টের মধ্যে কেবল একটি স্বর্ণ পেয়েছে আনসার। সেটাও এসএ গেমসে স্বর্ণজয়ী বক্সার জুয়েলের মাধ্যকে। একেতো চমকই বলা যায়। ২০১০ ঢাকা এসএ গেমসে বক্সিংয়ে বাংলাদেশ দুটি স্বর্ণপদক জেতে। যার একটি জুয়েলের। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপেও হতাশ করেননি ৩৫ বছরের এই বক্সার। ৮০ কেজিতে বরগুনার তাহেদুল ইসলামকে হারিয়ে স্বর্ণ জেতেন তিনি। তবে স্বর্ণ জেতার পরই গাঁদা ফুলের মালা জুয়েল আহমেদের গলায় জড়িয়ে

দেন কেউ একজন। হাতে ফুলের তোড়াও তুলে দিলেন। জুয়েলের ভাগ্নে আরেক তারকা বক্সার উৎসব আহমেদও মামার অবসরের গুঞ্জন উসকে দেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। কিন্তু জুয়েলের অবসর দৃশ্যের বিষয়ে শেষ পর্যন্ত জানা যায় ভিন্ন কিছু।

উৎসবের কান্না

জাতীয় বক্সিংয়ে খেলতে এসে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির খেলোয়াড়দের হতাশা। কান্নায় ভেঙে পড়েন আনসারের বক্সার উৎসব। ৫৪ কেজি ওজন শ্রেণিতে লড়ছিলেন তিনি। সম্প্রতি তিনি বিদেশে এক আমন্ত্রিত আন্তর্জাতিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ জিতেছেন। তবে জাতীয় আসরে হেরে গিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েন। চেয়ারে বসে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমি বিদেশে চ্যাম্পিয়ন হই আর দেশে চ্যাম্পিয়ন হতে পারি না। খেলায় আমি জিতেছি, কিন্তু আমাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে।' প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার প্রদান পর্বে রৌপ্যপদক পাওয়া আনসারের উৎসব আহমেদ মঞ্চে যাননি পুরস্কার গ্রহণ করতে।

জাহিদুলের অভিনব প্রতিবাদ

জিনাত ও আফরার ফাইনালের আগে অভিনব প্রতিবাদ জানাতে দেখা গেছে আনসারের বক্সার জাহিদুল হককে। ফাইনালে তাঁকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে মনে করে রিংয়ের ভেতরেই বসে পড়েন তিনি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বক্সার জনি ভদ্র ঘুষিতে কপালে চোট পেয়ে চিকিৎসা নিয়েছিলেন জাহিদুল। রেফারির রায় মানতে না পেরে রিংয়ে বসে প্রতিবাদ জানান তিনি।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ

৪৮ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর অনিক হাওলাদার স্বর্ণ, আনসারের লিমন রৌপ্য এবং রাজশাহীর সারওয়ার জাহান সাকিব ও নরসিংদী গুডউইল বক্সিং ক্লাবের মেহেদী হাসান মিম ব্রোঞ্জপদক জেতেন।

৫১ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর আরিফুল ইসলাম স্বর্ণ, রাজশাহী সিটি বক্সিং ক্লাবের রাসেল রৌপ্য এবং সুলতান উদ্দিন বক্সিং ক্লাবের শাওন ইমরোজ ও রাজশাহী উত্তরবঙ্গ বক্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শফিকুল ইসলাম রবিন ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

৫৪ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর রাকিব হোসেন স্বর্ণ, আনসারের উৎসব রৌপ্য এবং যশোরের মঈন স্মৃতি রহিম ও রাজশাহীর হিরোজ স্পোর্টিং ক্লাবের মনির হোসেন ব্রোঞ্জপদক জেতেন।

৫৭ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর রুহিন রেজা স্বর্ণ, আনসারের আবু তালহা রৌপ্য এবং ঝালকাঠি রমজানকাঠি কারিগরি কৃষি কলেজের সামিউল ইসলাম পরশ ও খিলগাঁও প্রগতি সংসদের হোসেন আলী ব্রোঞ্জপদক জিতেছেন।

৬০ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর বেলাল হোসেন স্বর্ণ, রাঙামাটি জেলার সুদিপ্ত তালুকদার রৌপ্য এবং রাজশাহী সিটি বক্সিং ক্লাবের মিরাজুল ইসলাম ও ইউনাইটেড বরিশাল বক্সিং ক্লাবের অর্জুন চাকমা ব্রোঞ্জ জেতেন।

৬০.৩ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর হোসেন আলী স্বর্ণ, আনসারের আল সানি রৌপ্য এবং রাজশাহীর আবুল মাহমুদা বক্সিং একাডেমির আবদুল হামিদ নুর ও পটুয়াখালী বক্সিং ক্লাবের রায়হান হোসেন ব্রোঞ্জপদক জিতেছেন।

৬৭ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর সেলিম হোসেন স্বর্ণ, খুলনা জেলার ইমন মেহেদী হাসান রৌপ্য এবং পিরোজপুর জেলার দিহান আবারার ও আনসারের আল আমিন ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

৭০ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর সৌরভ নাজমুল ইসলাম স্বর্ণ, নরসিংদী পোলস্টার ক্লাবের তামিম ভুঁইয়া রৌপ্য এবং দিনাজপুর জেলার লাবিব আল মাহমুদ ও বান্দরবান জেলার আলী আশরাফ আবদুল্লাহ ব্রোঞ্জ জেতেন।

৭৫ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর রুবেল হোসেন স্বর্ণ, আনসারের আরিফ হোসেন রৌপ্য, পুলিশের রাহাত আলী ও বরগুনা গৌরিচন্না বক্সিং ক্লাবের ফজলে রাব্বি ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

৮০ কেজি ওজন শ্রেণি: আনসারের জুয়েল আহমেদ স্বর্ণ, বরগুনা গৌরিচন্না বক্সিং ক্লাবের জাহেদুল ইসলাম রৌপ্য এবং সেনাবাহিনীর মেহেদী হাসান ও গাইবান্ধার পলাশ হোসেন ব্রোঞ্জপদক জিতেছেন।

৮৬ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর শুভ কুমার ভাদুরী স্বর্ণ, রাজশাহী এসসিবির মেহেদী রানা কমল রৌপ্য এবং আনসারের শাহরিয়ার শান্ত ও ইউনাইটেড বরিশাল বক্সিং ক্লাবের মাহফুজুল ইসলাম ব্রোঞ্জ জেতেন।

৯২ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর জনি ভদ্র স্বর্ণ, আনসারের জাহিদুল ইসলাম রৌপ্য, রাজশাহী অ্যামেচার বক্সিং ক্লাবের মেহেদি হাসান ও রাজশাহী বাসাবো তরুণ সংঘের আবু বক্কর ব্রোঞ্জপদক জিতেছেন।

৯২+ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর মেহেদি হাসান স্বর্ণ, রাজশাহী এমবিসির কাইয়ুম আলী রৌপ্য এবং আনসারের কাওসার আলী ও খুলনা জেলার সাব্বির মেহেদি ব্রোঞ্জপদক জেতেন।

মহিলা বিভাগ

৪৮ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর জান্নাতুল ফেরদৌস স্বর্ণ, আনসারের তানজিলা রৌপ্য এবং রাজশাহীর আবুল মাহমুদা বক্সিং একাডেমির পাপড়ী এক্কা ও গোলবাড়িয়া যুব সংঘের সালমা আক্তার ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন।

৫০ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর কায়মা খাতুন স্বর্ণ, আনসারের রহিমা রৌপ্য এবং ইউনাইটেড বরিশাল বক্সিং ক্লাবের জান্নাতুল ফেরদৌস ও প্রগতি সংঘ সংসদের বিথি আক্তার নূর ব্রোঞ্জ জিতে নেন।

৫২ কেজি ওজন শ্রেণি : নরসিংদীর গুডউইল বক্সিং ক্লাবের যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বক্সার জিনাত ফেরদৌস স্বর্ণ, আনসারের আফরা খন্দকার রৌপ্য এবং সেনাবাহিনীর আসিয়া খাতুন ও তূর্য বক্সিং ক্লাবের সেজুতি ইসলাম ব্রোঞ্জ জিতে নেন।

৫৪ কেজি ওজন শ্রেণি : আনসারের অন্তরা আক্তার বৃষ্টি স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর সিমা রৌপ্য এবং গোরহান মৈত্রী সংঘের সাদিয়া ও পুলিশের আখি আক্তার ব্রোঞ্জ জেতেন।

৫৭ কেজি ওজন শ্রেণি : আনসারের শামীমা আক্তার স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর বৃষ্টি খাতুন রৌপ্য এবং পুলিশের তানজিলা নওরিন ও মঈন স্মৃতি সংসদের রাবেয়া আক্তার ব্রোঞ্জ জেতেন।

৬০ কেজি ওজন শ্রেণি : আনসারের সাকি আক্তার স্বর্ণ, নৌশিন তাসনিম রৌপ্য এবং মঈননগর স্মৃতি পরিষদের শিল্পি খাতুন ও ওস্তাদ আমজাদ আলী বক্সিং ক্লাবের শশি সিসিলিয়া মূর্মূ ব্রোঞ্জপদক জিতে নিয়েছেন।

৬৩ কেজি ওজন শ্রেণি : আনসারের সোনিয়া আক্তার খুকুমনি স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর তানজিলা রৌপ্য এবং বাংলাদেশ বক্সিং ক্লাবের সাউদা আহমেদ ও পুলিশের জহুরা খাতুন ব্রোঞ্জ জেতেন।

৬৬ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর নীলা আক্তার স্বর্ণ, আনসারের রিতা বিশ্বাস রৌপ্য এবং উত্তরণ ক্রীড়াচক্র ক্লাবের সুমিয়া আক্তার ও পুলিশের মনিরা আক্তার ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন।

৭০ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর আনিতা ইসলাম স্বর্ণ ও আনসারের ফাতেমা আক্তার রৌপ্যপদক জেতেন।

৭৫ কেজি ওজন শ্রেণি : আনসারের ফারজানা আক্তার স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর পারভীন খাতুন রৌপ্য এবং রাজশাহীর জান্নাতুল ফেরদৌস ও গোলবাড়িয়া যুব সংঘের সুমি আক্তার ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

৮০ কেজি ওজন শ্রেণি : সেনাবাহিনীর আসমা খাতুন স্বর্ণ ও পুলিশের সুবর্ণ আক্তার রৌপ্যপদক জিতেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে সরব ক্রীড়াঙ্গনও

ওমর ফারুক রুবেল

গত বছর জুলাইয়ে শুরু হয়েছিল ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অর্জিত বিজয়কে আনন্দে রূপ দিতে দেশে পালিত হচ্ছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বিজয় উৎসবের প্রথম বার্ষিকী। একইভাবে ক্রীড়াঙ্গনেও বিভিন্ন খেলাধুলার মাধ্যমে পালিত হয়েছে।

প্রদর্শনী কাবাডি ম্যাচ

বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন ৫ আগস্ট বিশেষ প্রদর্শনী কাবাডি ম্যাচের আয়োজন করে। পল্টনের জাতীয় কাবাডি স্টেডিয়ামে পুরুষ ও নারী উভয় দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় এই ম্যাচ। প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় নারী দলের ম্যাচ। লাল ও সবুজ দলে ভাগ হয়ে খেলেন তারা। খেলার পুরস্কার তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম।

সাঁতার ও ওয়াটার পোল

বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৫ আগস্ট জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্স সাঁতার ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বয়সভিত্তিক বালক ও বালিকায় সাঁতারে ৬টি ইভেন্ট এবং সিনিয়র বিভাগের পুরুষ ও মহিলা ৮টি ইভেন্ট এবং ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্বাহী পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি।

মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যক্রম

২ আগস্ট র‌্যালি এবং ৮ আগস্ট দিনব্যাপী ঢাকা বিভাগের রোলার স্কেটিং অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কর তুলে দেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক (ক্রীড়া) মোহাম্মদ আমিনুল এহসান। ৯ আগষ্ট ঢাকা বিভাগের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। ধানমন্ডির রিয়া গোপ মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত খেলায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সেলিম ফকির। এ সময় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী ডা. ইসমত আরা হায়দার, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা প্রকৌশলী ফিরোজা করিম নেলী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ২২ ও ২৩ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনব্যাপী বয়সভিত্তিক মেয়েদের সাঁতার প্রতিযোগিতা।

হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন নীল দল

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের আয়োজনে ৬ আগস্ট পল্টনস্থ জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় নীল দল। ট্রফি তুলে দেন বাংলাদেশ হ্যান্ডবল

ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. সালাউদ্দিন আহাম্মেদ।

ক্যারমে চ্যাম্পিয়ন আফসানা-রবিন

২ আগস্ট আয়োজিত 'জুলাই স্মৃতি ক্যারম টুর্নামেন্ট'-এর পুরুষ বিভাগে মো. আলী রবিন ও মহিলা বিভাগে আফসানা নাসরিন চ্যাম্পিয়ন হন। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামের ক্যারম রুমে তিন দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্টে পুরস্কার বিতরণ করেন ক্যারম ফেডারেশনের সভাপতি সরকারের যুগ্ম সচিব এ এফ এম এহতেশামুল হক (তুহিন)। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু তৈয়ব মো. হাসান।

টেনিসে রুস্তম আলী চ্যাম্পিয়ন

বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় এম এন্ড জে গ্রুপ এর পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্সে ৫ আগস্ট 'জাগো জুলাই ২০২৫ টেনিস টুর্নামেন্ট'-এর ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের সভাপতি আবদুল হাই সরকার বিজয়ী খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। উপস্থিত ছিলেন এম এন্ড জে গ্রুপের পরিচালক মুনির আহমেদ, ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মো. সেলিম, সাধারণ সম্পদক ইশতিয়াক আহমেদ (কারেন)। প্রতিযোগিতায় পুরুষ এককে ৭৩ জন ও মহিলা এককে ৮ জনসহ ৮১ জন খেলোয়াড় অংশ নেয়।

সেপাক টাকরোতে সাতক্ষীরা চ্যাম্পিয়ন

৫ আগস্ট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে বাংলাদেশ সেপাক টাকরো অ্যাসোসিয়েশন। সকালে বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। পরে নকআউট পদ্ধতিতে সেপাক টাকরো কোয়াড খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ৮ দলের এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় সাতক্ষীরা জেলা। ফাইনালে তারা ২-১ সেটে ঢাকা জেলা দলকে হারায়। পুরস্কার বিতরণ করেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. ফারুক ঢালী।

উন্মুক্ত কুস্তি

বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১০ আগস্ট দিনব্যাপী 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উন্মুক্ত কুস্তি প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে আয়োজিত দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় মহিলা ও পুরুষ ২০টি ওজন শ্রেণিতে ১৫০জন কুস্তিগির অংশ নেন। বিজয়ীদের হাতে পদক তুলে দেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মেসবাহ উদ্দিন আজাদ।

বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের দাবা

বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন তিন দিনব্যাপী জুলাই স্মৃতি বধির দাবা টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। উদ্বোধন করেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি লিমিয়া দেওয়ান।

খো খোতে লেক সার্কাস বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

৫ আগস্ট প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করে বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন। প্রীতি ম্যাচে সিদ্ধেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়কে ৫-৪ পয়েন্টে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় লেক সার্কাস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। খেলা শেষে পুরস্কার তুলে দেন খো খো ফেডারেশনের সভাপতি এএইচএম জিয়াউল হক। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মীর কায়ছার সাদিক সজীব।

এশিয়ান গেমসে পদক জয়ের স্বপ্ন দেখছেন বিথী চাকমা

মোরসালিন আহমেদ

ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে সেপাক টাকরো নামের খেলাটি এখনো জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। অথচ আন্তর্জাতিক আঙিনায় থেকে একের পর এক সাফল্য ঠিক আসছে। আর এ সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন রাঙ্গামাটির মেয়ে বিথী চাকমা। ইতোমধ্যে ছোট খেলার বড় তারকা হয়ে উঠছেন। অসাধারণ ক্রীড়াশৈলী দেখিয়ে ২২ বছরের এই তরুণী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেপাক টাকরোয় সাফল্যের হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে দেখে পার্বত্য জেলায় নতুন করে একটা ক্রেজ তৈরি হয়েছে। বিথী বলেন, আমার বাবা একজন কৃষিজীবি হলেও ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। পরিবারের অনুপ্রেরণা থেকে খেলাধুলায় এসেছি। একসময় বড় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু সেপাক টাকরোর সৃজনশীলতা আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল। যে কারণে এটির সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলি। শুরুতে খেলাটা কঠিন মনে হলেও তেমনটি আসলে নয়। মজার একটি খেলা। আমি খুব এনজয় করি।

জাতীয় দলের অপরিহার্য উদীয়মান তারকা বিথী এক প্রশ্নে বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদিও সেপাক টাকরো একটি নতুন খেলা। তবে তা ক্রমশ : জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। বিশেষ করে স্কুল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেখান থেকে ভবিষ্যতের পাইপলাইন তৈরি হচ্ছে। অপর প্রশ্নে জানান, ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে সেপাক টাকরোর ভালো করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রমাণ আমরা আন্তর্জাতিক পরিসরে অনেক সাফল্য পেয়েছি। বর্তমানে জাতীয় পর্যায় বিথী রাঙ্গামাটি জেলার নারী দলের অধিনায়কত্ব করে আসছেন। তবে রেগু ইভেন্টে তিনি জাতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর হাত ধরে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সাফল্য পেয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশ সেপাক টাকরো অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. ফারুক ঢালী বলেন, বিথী প্রকৃতিগতভাবেই অসাধারণ মেধা সম্পন্ন একজন প্লেয়ার। তাঁর মধ্যে সবসময়ই অদম্য জয়ের স্পৃহা কাজ করে। প্রতিপক্ষের কাছে তিনি একজন আতঙ্কের নামও বটে। অসাধারণ সৃজনশীলতা দেখিয়ে ইতোমধ্যে সবার নজর কেড়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ার গন্ডি ছাড়িয়ে বিথী এখন এশীয় সেপাক টাকরোর তারকা হয়ে উঠছেন। তাঁর উপস্থিতি দলকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে তোলে। দলের জয়ে বরাবরই ভূমিকা রাখে আসছেন। এক প্রশ্নে সেপাক টাকরোর এ সংগঠক বলেন, আমার বিশ্বাস মেয়েটি যেভাবে এগিয়ে চলেছে ফর্ম ধরে রাখতে পারলে আরো বহুদূর এগিয়ে যাবে। বিশ্বপরিসরে নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হবেন।

বিথী অবশ্য নিজের পারফরম্যান্স সর্ম্পকে বলেন, সেপাক টাকরোয় এখনো আমি নবীণ। প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিখছি। পড়াশোনার পাশাপাশি কঠোর অনুশীলন করে যাচ্ছি। আমার ভবিষ্যৎ ইচ্ছে দু'টি। আগে দেশসেরা হয়ে এশিয়ান পর্যায় নিজের নাম লেখাতে চাই। দ্বিতীয়ত আগামী বছর জাপানের নায়োগা শহরে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আমরা পদক জিততে চাই। সেই লক্ষ্যে এখন থেকেই আমরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি। সেপাক টাকরো অ্যাসোসিয়েশন সেভাবেই আমাদের পরিচর্যা করছে। টিম হিসেবে আমরা পদক জয়ের আশা করতেই পারি। বাকিটা বাস্তবে পরিণত করতে চাই।

একনজরে...

নাম	: বিথী চাকমা
ডাক নাম	: হাম্মোবি
পিতা	: কৃষ্ণ সেন চাকমা
মাতা	: রূপা চাকমা
জন্ম তারিখ	: ৩১.০১.২০০২
জন্মস্থান	: কাউখালী
জেলা	: রাঙ্গামাটি
ভাই-বোন	: এক ভাই এক বোন
উচ্চতা	: ৫ ফুট ২ ইঞ্চি
ওজন	: ৪৯ কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: বিএ অধ্যয়নরত
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: কাউখালী সরকারি ডিগ্রি কলেজ
পরিচিতি	: সেপাক টাকরো প্লেয়ার
খেলার পজিশন	: স্ট্রাইকার
খেলা শুরু	: ২০১৬
প্রথম ক্লাব	: রাঙ্গামাটি
প্রিয় কোচ	: রুবেল হাসান স্যার
প্রিয় খেলোয়াড়	: ফাতিমা পারভিন হাসি
অন্য প্রিয় খেলা	: ফুটবল
প্রিয় খাবার	: বাঁশকোড়ল
প্রিয় রং	: গোলাপী, নীল
প্রিয় শখ	: ছবি আঁকা
পছন্দ	: বাবা-মা এর সেবা করা
অপছন্দ	: মিথ্যা কথা বলা
অবসরে	: গল্প করা
আদর্শ	: বাবা-মা
বিদেশ ভ্রমণ	: ভারত, নেপাল ও থাইল্যান্ড

জেলা পর্যায় সাফল্য : চ্যাম্পিয়ন

জাতীয় পর্যায় সাফল্য: রানার্সআপ

আন্তর্জাতিক পর্যায় সাফল্য: ২০২৫ সালে ৩৮তম থাই কিংস কাপ হুপ ইভেন্টে স্বর্ণ, রেগু ইভেন্টে রৌপ্য, কোয়াড ইভেন্টে রৌপ্য ও মিক্সড কোয়াড ইভেন্টে ব্রোঞ্জপদক লাভ।

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য : এশিয়ান গেমসে পদক জয়।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৯ ♦ সংখ্যা ৩ ♦ ১৬ আগষ্ট ২০২৫ ♦ ১ ভাদ্র ১৪৩২

গৌরবের ধারাবাহিকতায় নতুন প্রজন্ম ২৮

জাতীয় নারী দলের সাফল্যের রোদের ঝলক এবার এসে পড়েছে অনূর্ধ্ব-২০ নারী দলের কপালে। আর সেই আলোয় ঝলমল করার অপেক্ষায় মহাদেশের সর্বোচ্চ মঞ্চ -এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্ব। বড়দের জয় দেখে এই মেয়েরা গড়ে তোলে নিজেদের স্বপ্নের ভিত। বড়দের হাত ধরে ছোটদের উড়াল, অভিজ্ঞতার বীজ থেকে নতুন প্রজন্মের ফুল ফোটা। দুই প্রজন্মের এই সাফল্য একটি ক্রীড়া ইভেন্টের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। এটি উন্মোচন করেছে বাংলাদেশের নারীরা স্বপ্নযাত্রার দিগন্ত। লাল-সবুজের গল্প থেমে নেই, আছে শুধু নতুন প্রজন্মের দিকে আলোর রিলে এগিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার।

সূচিপত্র

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের	২	এশিয়াডে পদক খরা ঘুচাতে চাই	৩৪
সম্পাদকীয়	৩	জাতীয় বক্সিংয়ে চ্যাম্পিয়ন	৩৬
আমরা ক্রীড়ামোদী	৪	জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে সরব	৩৮
এশিয়ান কাপ : নারী ফুটবলের	৬	এশিয়ান গেমসে পদক জয়ের স্বপ্ন	৪০
ত্রিদেশীয় সিরিজে জুনিয়র	৮	বিশ্ব সাঁতারে ক্যারিয়ার সেরা	৪১
বসুন্ধরা কিংস পেরেছে	১০	টিটি বিশ্বকাপে বাছাইয়ে	৪২
এবারও শ্রীলঙ্কা এবং	১২	বাংলাদেশ ‘এ’ দলের গুরুত্বপূর্ণ	৪৩
বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন দল	১৪	সঙ্কট উত্তরণের পথ খোঁজার চেষ্টা	৪৪
বাংলাদেশের এশিয়া কাপ	১৬	একেই বলে সুযোগের সদ্ব্যবহার	৪৬
অক্রিকেটীয় আচরণ ক্রিকেটে	১৮	এ ছবি কার	৪৭
ঢাকায় ৬ দেশের আন্তর্জাতিক	১৯	কুইজমালা	৪৯
বিশ্বকাপে লড়াকু দল গড়তে	২০	টি-টোয়েন্টিতে ‘ছক্কাপ্রিয়’ হয়ে	৫০
এশিয়ান ইয়ুথ গেমস নিয়ে	২২	টেস্টের জয়গান	৫২
এবার কি হবে ভুটান জয়	২৪	খেলোয়াড় খুঁজতে পাইওনিয়ার	৫৪
একনজরে অনয়	২৫	শব্দজট	৫৫
১৪টি উপজেলায় মিনি	২৬	রান তাড়ায় দুর্বলতার সমাধান	৫৬
বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের স্বপ্ন	২৭	শান্তর অধিনায়কত্বে	৫৮
গৌরবের ধারাবাহিকতায় নতুন	২৮	ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা	৬০
নারী ফুটবলে বাংলাদেশ এখন	৩০	ফুটবলে গোলমেশিন ক্রিস্টিয়ানো	৬২
ব্রজেন মালেক মোশাররফের পর	৩২	ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা	৬৪

বসুন্ধরা কিংস পেরেছে ১০

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে কাতারের দোহার হামাদ স্টেডিয়ামে সিরিয়ার ক্লাব আল কামরাহকে হারিয়ে গ্রুপ পর্বে খেলার যোগ্যতা করে নিয়েছে বসুন্ধরা কিংস। আর ঢাকা স্টেডিয়ামে কিরগিজস্তানের মুরাস এফসির কাছে হেরে থেমে গেছে ঢাকা আবাহনীর যাত্রা।

ব্রজেন মালেক মোশাররফের ৩২

৬৭ বছর আগে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করেন সাঁতারু ব্রজেন দাস। তারই পথ বেয়ে সফল হন আবদুল মালেক। বাংলাদেশ হওয়ার পর এই কৃতিত্ব দেখান মোশাররফ। প্রায় ৩৭ বছর পর এবার তাঁকে অনুসরণ করেছেন সাগর আর হিমেল।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এক বছর : ক্রীড়াঙ্গনের যত সফলতা

ফারজানা ইয়াসমীন

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন বরাবরই এক সম্ভাবনাময় সেক্টর, কিন্তু বিগত সরকারের বহুদিনের অব্যবস্থাপনা এবং রাজনীতিকরণের ফলে ক্রীড়াঙ্গনে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতির তৈরি হয়। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। এমন এক পরিস্থিতিতে গত বছরের ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এক বছর পূর্ণ হয়। বিগত এক বছরে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার দক্ষ নেতৃত্বে ক্রীড়াঙ্গনে এক নতুন আশার আলো তৈরি করেছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিনি যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং বাস্তবায়নে যে গতিশীলতা দেখিয়েছেন, তা ক্রীড়াঙ্গনে নতুন যুগের সূচনা করেছে বলাই চলে। বিগত এক বছরে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করার মতো ঘটনা বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের প্রথমবার এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা। এশিয়ান কাপে ভালো করলে অলিম্পিক ও বিশ্বকাপে খেলার হাতছানি দিচ্ছে ঋতুপর্ণাদের। ফুটবল তথা ক্রীড়াঙ্গনে এত বড় সাফল্য এর আগে কখনও আসেনি। দুর্নীতির অন্ধকার থেকে ক্রীড়াঙ্গনকে মুক্ত করা এবং আলোকিত ক্রীড়াঙ্গন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বেশ কিছু সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের হাওয়া

দেশের ক্রীড়াঙ্গনে ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন, বোর্ড ও সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব সরকারের নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে গত বছরের ২৯ আগস্ট সার্চ কমিটি গঠন করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে বলা হয়, 'ক্রীড়াঙ্গনে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের মাধমে সুশাসন নিশ্চিতকরণে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অধিভুক্ত ফেডারেশনসমূহের গঠনতন্ত্র ও অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্তির বিদ্যমান নীতিমালা যুগোপযোগী করণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো।' সংস্কারের ধারাবাহিকতায় ৫৫টি ফেডারেশন এবং অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা বাদে বাকি সব কমিটি ভেঙে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। এ ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে সকল ক্রীড়া সংস্থার (বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা এবং মহিলা ক্রীড়া সংস্থা) কমিটিও ভেঙে দেওয়া হয়। অ্যাডহক কমিটিতে গ্রহণযোগ্য ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে অ্যাডহক কমিটির নেতৃত্বে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন আশার আলো সঞ্চার হচ্ছে এবং যুবসমাজ মাঠের সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে।

তারুণ্যের উৎসব

তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশজুড়ে 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' প্রতিপাদ্যকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয় তারুণ্যের উৎসব ২০২৫। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, এ উৎসবে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ২৭ লক্ষ ৪০ হাজার নারী ও তরুণী প্রায় তিন হাজার খেলাধুলার ইভেন্ট ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অন্তত ৮৫৫টি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। অন্তর্বর্তী সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দেশের ৫০০ টিরও বেশি জেলা ও উপজেলায় নারীদের ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উৎসবমুখর পরিবেশে হাজার হাজার দর্শক এসব অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এ ছাড়াও এই উৎসবের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন আয়োজন করে চা শ্রমিক ও খাসিয়া জনগোষ্ঠীদের অংশগ্রহণে সিলেটে দিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা, কক্সবাজারে বিচ ফুটবল, অ্যামপিউটি ফুটবল ফেস্টিভাল, তিন পার্বত্য জেলায় সুবিধাবঞ্চিত নারী ফুটবলারদের ফুটবলের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ, সিরাজগঞ্জের চরাঞ্চলে ফুটবল ফেস্টিভাল, ঢাকায় বিভিন্ন দূতাবাসের ইয়াং ডিপ্লোমেটদের নিয়ে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ইত্যাদি। এই তারুণ্যের উৎসব দ্বিতীয় মেয়াদে এ বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

আট বিভাগে হবে স্পোর্টস হাব

ক্রীড়াঙ্গনকে বৃহৎ আকারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে স্পোর্টস ভিলেজ বা হাবের পরিকল্পনা বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের। সেই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার। এতে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশা ব্যক্ত করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া স্পোর্টস হাব সর্ম্পকে বলেন, বাংলাদেশের স্পোর্টস হাব নিয়ে চীনের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করলেও পরবর্তীতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আরব আমিরাত সফরে এটি নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি আরও জানান, আরব আমিরাত আমাদের এই বিষয়ে সহায়তা করতে আগ্রহী। ইতোমধ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয় স্পোর্টস হাব নিয়ে বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নিঃসন্দেহে এই উদ্যোগ দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আন্তর্জাতিকভাবে আরও একধাপ এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রবাসী প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের খোঁজে বাংলাদেশ

হামজা চৌধুরী বাংলাদেশে আসার পরে ফুটবল তো বটেই, পুরো ক্রীড়াঙ্গনের আবহই যেন বদলে দিয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সকল ফেডারেশনকে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রবাসী ক্রীড়াবিদ চিহ্নিত করে বাংলাদেশের পক্ষে খেলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দিয়ে চিঠি প্রদান করেছে। এরই অংশ হিসেবে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে বাফুফে আয়োজন করে 'বিএফএফ নেক্সট গ্লোবাল স্টার'। ২৮, ২৯ ও ৩০ জুন ঢাকাতে রেকর্ড সংখ্যক ১৪ দেশের ৫২ জন ফুটবলার ট্রায়ালে অংশ নেন। এমন উদ্যোগ ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায়নি।

আলো দেখাচ্ছে নারী ফুটবল দল

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের সাফল্য অজানা নয়। সাফ পর্যায় জয় করে নারীদের ফুটবলকে এবার এশীয় পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নেওয়ার এই অর্জন শুধু দেশের ক্রীড়াঙ্গন নয়, বরং গোটা জাতির জন্য গর্বের। সামনে বিশ্বকাপে খেলারও হাতছানি দিচ্ছে বাংলার বাঘিনীদের সামনে। বাংলার মেয়েদের এ ঐতিহাসিক অর্জন ক্রীড়াঙ্গনের নবীন ক্রীড়াবিদদের প্রেরণার রসদ জোগাবে।

সর্বোপরি, নানাবিধ বাঁধা-বিপত্তি সত্ত্বেও অর্ন্তবর্তীকালীর্ন সরকারের গত এক বছরের নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, তা দীর্ঘদিন পর ক্রীড়াপ্রেমীদের মনে আশার আলো জ্বেলেছে। প্রশাসনিক সংস্কার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্রীড়া এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলনে বাংলাদেশ এখন সত্যিকার অর্থে একটি ক্রীড়া জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথে।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

বাজেট-কাম-অডিট অফিসার

মো. তাইজুল ইসলাম

আলোকচিত্র শিল্পী

আশীক আল অনিক

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

উচ্চমান সহকারী

মুহাম্মদ শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. ফরিদুল ইসলাম

প্রচার সহকারী

রাকিবুল হাচান

সিনেমা প্রজেকশনিস্ট

বিকাশ তনচংগ্যা

প্রুফ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ
রিমা আক্তার

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

একই স্বপ্নের মঞ্চে দাঁড়িয়ে দুই প্রজন্ম

বাংলাদেশের নারী ফুটবলে এখন বইছে পূবালী হাওয়া। মাসখানেকের ব্যবধানে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলকে অনুসরণ করে এবার অনূর্ধ্ব-২০ নারী দল খেলবে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে। এটাকে কী বলা যায়? পরম্পরা? না কি অবিকল পায়ের পদচ্ছাপ মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প? একই ধারায় খেলার মাঠে সমান তালে পায়ে পায়ে ছন্দ মিলানো নিঃসন্দেহে নারী ফুটবলের অগ্রগতির উদাহরণ। ধারাবাহিকতার চমৎকার নিদর্শন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে অবিচল দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন বয়সী নারী ফুটবলাররা। গত মাসের শুরুতে দেশের ফুটবলে নতুন এক ইতিহাস লিখেছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল। দাপটের সঙ্গে খেলে প্রথমবার এএফসি নারী এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হয় দলটি। জাতীয় নারী দলের পর আফঈদা খন্দকারের নেতৃত্বেই এবার অনূর্ধ্ব-২০ নারী দলও ছুঁয়ে ফেলেছে সেই কাঙ্ক্ষিত শিখর। কাকতালীয় হলেও একই পতাকার দুই প্রজন্ম, একই স্বপ্নের মঞ্চে দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশের ফুটবলে এমন ঘটনা ইতোপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। যদিও গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক দিয়ে দুই দলের মধ্যে বেশ বিভাজন রয়েছে, তবে তাৎপর্যময় হচ্ছে, অধিনায়কসহ নয় জন খেলোয়াড় উভয় দলেই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, দলের শক্তিমত্তা এবং বয়সের ব্যবধানে খুব একটা হেরফের নেই। জাতীয় দলের সাফল্যের উত্তাপ, মর্ম ও স্পন্দন বয়সভিত্তিক দলের খেলোয়াড়রা সমানভাবেই অনুভব করতে পারছেন। অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে খেলার সময় স্ট্যামিনা, গতি ও ছন্দের তেমন কোনো মাত্রাভেদ হয়নি। দুইবারের চ্যাম্পিয়ন শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে প্রথমে গোল দিয়েও খেই হারানোর আগে তাল হারায়নি বয়সভিত্তিক দলের বাংলার বাঘিনীরা। এ ম্যাচের পূর্বে দলটি অপরাজেয় ছিল টানা ১২ ম্যাচে।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষিক্ত হওয়ার পর থেকে নারী ফুটবলারদের ছন্দময় ক্রীড়াশৈলী, দুর্দান্ত স্ট্যামিনা আর অপরিমেয় সাহস প্রশংসারযোগ্য। মাঠের ভেতরে যে উদ্যম, শৃঙ্খলা আর দলীয় সংহতি দেখা যায়, তাতে আমাদের আশাবাদী না করে পারে না। তাঁদের অকুতোভয় মনোভাব, অনমনীয় দৃঢ়তা ও অভূতপূর্ব বীরত্ব চমকে দিয়েছে। কারও কারও খেলায় দেখা যায় নিজস্ব স্ট্যাইল। ফুটবল খেলায় এই পরিপক্বতা রপ্ত করা মোটেও সহজ নয়। মাঠের বাইরে জীবনযুদ্ধে লড়াই করে আসা এই মেয়েরা কীভাবে ফুটবল ময়দানে মুগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়? কোথায় পায় জীবনের কাছে পরাভব না মানার লড়াকু এই মানসিকতা? বল পাসিং, রিসিভিং, ডজিং, ড্রিবলিং, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে চমকপ্রদ সব গোল করার কৌশল দেখে কে বলবে এই মেয়েদের পেটে দুবেলা ভাত ছিল না, মাথার উপর শক্ত ছাউনি ছিল না, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছিল না। ভাবা যায়! অজপাড়াগাঁ থেকে এত দূর এসেছে শুধু অসম্ভব আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে। অবাক হওয়ার মতো হলেও বাস্তবতা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ফুটবলে সাফল্যের পথে হাঁটলেও তাঁদের জীবন থেকে অনিশ্চয়তা কিন্তু দূর হয়ে যায়নি। কেউ কেউ হয়তো খানিকটা স্বাচ্ছল্য বা স্বাচ্ছন্দ্যের দেখা পেয়েছেন, বেশিরভাগ ফুটবলারের জীবন দুলছে অনিশ্চয়তার দোলাচলে। এই মেয়েদের দেখে অসংখ্য কিশোরী ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। ফুটবল খেলে যদি জীবনে অনিশ্চয়তা রয়ে যায়, তাহলে এই আকর্ষণ থিতিয়ে যেতে পারে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। নারী ফুটবলের এই জাগরণকে ধরে রাখতে হলে নিতে হবে কার্যকর পদক্ষেপ।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।
e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

সেরা চিঠি

পানিতে মৃত্যুর শঙ্কাই নয়,আছে সম্ভাবনাও

ইংলিশ চ্যানেল জয়ের জন্য প্রথমেই আন্তরিক অভিনন্দন পাবনার মাহফিজুর রহমান সাগর আর কিশোরগঞ্জের নাজমুল হক হিমেলকে। একসময়ের কিংবদন্তি ব্রজেন দাস, আবদুল মালেক ও মোশাররফ হোসেন খানের পর ২৯ জুলাই ইংলিশ চ্যানেলের হিমশীতল প্রতিকূল স্রোত ডিঙ্গিয়ে ভাসিয়ে তোলেন লাল-সবুজের পতাকা। তাঁদের এ কৃতিত্বে বিশ্বের বুকে আরেকবার গৌরবান্বিত হলো বাংলাদেশ। সাগর আর হিমেল এমন সময় ইংলিশ চ্যানেল জয় করলেন, যখন বন্যার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে দেশের কোথাও কোথাও। বন্যায় বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় নানান দুর্ভোগ। তদুপরি সাঁতার না জানাদের জন্য বন্যা হয়ে উঠে 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে। বর্তমান প্রজন্ম প্রতিকূল পরিবেশের কারণে এমনিতেই সাঁতার শিখতে পারে না। ফলে পুকুর-ডোবায় ডুবে মৃত্যুর ঘটনা এখন অহরহ ঘটছে। যে কারণে পুকুর, ডোবা, পানি,বন্যা দেশে এখন ভয়াবহ এক আতঙ্কের নাম হয়ে ওঠেছে। এই আতঙ্ক দূরীকরণের দায়িত্ব কে নেবে? সাঁতার শেখার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা দেশে এখন নেই, তাই সরকারিভাবে শিশু-কিশোরদের বাধ্যতামূলক সাঁতার শেখানোর আয়োজন করা উচিৎ। তাহলে বন্যায় আর কাউকে অকালে তুলে নেওয়ার সুযোগ পাবে না। সাগর আর হিমেলের ইংলিশ চ্যানেল জয় বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের মাথা উঁচু করার পরও যাঁদের স্বজন পানিতে ডুবে মারা গেছেন, তাঁদের জন্য এ খবর দীর্ঘশ্বাসের নামান্তর। পানিকে মৃত্যুদূতের পরিবর্তে সম্ভাবনার জোয়ারে পরিণত করতে সাগর আর হিমেলকে অনুপ্রেরণা হিসেবে নেওয়া যেতে পারে।

সাবিকুন নাহার ঐশী
প্রযত্নে: ওবায়েদ-উল হক ভবন (দ্বিতীয় তলা), গ্রাম: জামালপুর, ডাকঘর: বারইয়ারহাট, থানা: জোরারগঞ্জ, উপজেলা: মীরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৫৮০৩৮৫৪২৫।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পুরস্কার পাবেন। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে পাঠনোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

মুল্ডারের কীর্তি মনে রাখবে পৃথিবী !

ক্রিকেট হলো ভদ্রলোকের খেলা, এটা আবারও প্রমাণ করে দেখালেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার উইয়ান মুল্ডার। রেকর্ড ভাঙার জন্যই গড়া হয় ক্রিকেট! এমন অনেক রেকর্ড অনেকেই ভেঙেছেন। কিন্তু এটা ব্যতিক্রম! লারার সেই রেকর্ড কেউ ভেঙে দিতে পারেন,তা সম্ভবত কারও মাথায় আসেনি। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয়ও শেষ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাট হাতে অপরাজিত ৩৬৭ রান করেন তিনি। দ্বিতীয় দিন সকালের সেশনে মুল্ডার যখন ট্রিপল সেঞ্চুরি পেলেন, ওই মুহূর্তে সবার মতো লারাও নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, তাঁর রেকর্ড সম্ভবত টিকবে না! একটু কি অসহায় লেগেছে কিংবদন্তির?ব্যক্তিগত ৩৬৭ রানে অপরাজিত থেকে লাঞ্চ বিরতিতে গিয়েছিলেন মুল্ডার। গোটা পৃথিবী তখন দ্বিতীয় সেশনে তাঁর বিশ্ব রেকর্ড দেখার অপেক্ষায়। কিন্তু অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো, সবাইকে অবাক করে দিয়ে দ্বিতীয় সেশনে দক্ষিণ আফ্রিকা আর ব্যাটিংয়ে নামেনি। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচেই ট্রিপল সেঞ্চুরি করে ইতিহাস তো প্রথম সেশনেই গড়েছেন মুল্ডার। সেটাকেই ব্যক্তিগতভাবে সবকিছুর উর্ধ্বে নেওয়ার সুযোগ ছিল তাঁর। কিন্তু কেন মুল্ডার তখন ইনিংস ঘোষণা করলেন প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া গেল দিনের খেলা শেষে। মাঠেই শন পোলকের প্রশ্নের উত্তরে মুল্ডার বলেছেন, 'বাস্তবতা হচ্ছে ব্রায়ান লারা কিংবদন্তি। তাঁর ৪০০ রান ছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। তাঁর মতো কারও এই রেকর্ড থাকাটা বিশেষ কিছু। আমার মনে হয়, যদি আবার সুযোগ পাই, সম্ভবত একই কাজ করব। আমি শুকসের (দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাড) সঙ্গেও কথা বলেছি। সেও বলেছে, কিংবদন্তিকে এই রানের রেকর্ডটা ধরে রাখতে দাও। ব্রায়ান লারার কাছেই রেকর্ডটা থাকা উচিত।'

মোহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত
দ্বিবা-নৈশ কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ঐতিহাসিক অর্জন

বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে নিজেদের নাম লিখিয়েছে। প্রথমবার এএফসি নারী এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়ে তাঁরা বিশ্বে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করেছে। মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত বাছাই পর্বে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাংলার বাঘিনীরা ২০২৬ সালের মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ার এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে। এই অর্জন কেবল ফুটবলের মাঠে একটি জয় নয়, বরং বাংলাদেশের নারীদের সংগ্রাম, অধ্যবসায় ও সম্ভাবনার এক অসাধারণ গল্প। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের এই সাফল্য কোনো হঠাৎ ঘটনা নয়। এটি বহু বছরের সংগ্রাম, বঞ্চনা ও অবহেলার মধ্য দিয়ে অর্জিত একটি ফল। একসময় এই দলের খেলোয়াড়রা সমাজের প্রশ্নবিদ্ধ দৃষ্টি, 'মেয়ে হয়ে ফুটবল খেল কেন?' এই ধরনের মন্তব্য তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবুও তাঁরা হার মানেনি। ঘাম, অশ্রু আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে তাঁরা আজ এই ঐতিহাসিক অবস্থানে পৌঁছেছে। ঋতুপর্ণা চাকমা, তহুরা খাতুন, মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, শামসুন্নাহার, স্বপ্না এই নামগুলো এখন বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসের অংশ। অধিনায়ক আফঈদা খন্দকারের নেতৃত্বে এবং কোচ পিটার বাটলারের কৌশলগত দিকনির্দেশনায় দলটি প্রতিটি ম্যাচে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।

রাশেদ আহমেদ
গুলশান, ঢাকা-১২১২।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন

এদেশের অন্যতমজনপ্রিয় খেলা হচ্ছে ক্রিকেট। এ খেলাতে কোথাও সাফল্য পেলে জাতি বাহবা দেয়। আর লজ্জাজনক হার দেখলে সমালোচনা করতে দেরি হয় না। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীলঙ্কা সফরে এবার টেস্ট এবং ওয়ানডে সিরিজ পরাজিত হলেও সবশেষ টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ২-১ সিরিজ জিতে নিয়েছে টিম বাংলাদেশ।যার জন্য আমরা ক্রিকেটপ্রেমীরা ভীষণ খুশি। লিটন দাসের নেতৃত্বে এবার উক্ত সিরিজটি জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ দল। লিটন দাস ম্যান অব দ্য সিরিজ এবং শেষ ম্যাচে মিরাজ চার উইকেট নেওয়ায় তিনি ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন।এ সিরিজ জয়ের ফলে জয়ের ধারায় ফিরে আসতে সক্ষম হলো বাংলাদেশ দল। অথচ এ সিরিজটি জেতা এত সহজ ছিল না বাংলাদেশের জন্য। কেননাটেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ হারায় এক প্রকার দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল টিম বাংলাদেশের। তাই অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজটি জিতে এখন বাংলাদেশ দল যে জয়ের ধারায় ফিরে আসতে পেরেছে সেটাই জাতির জন্য এখন বড় কিছু এবং এ জয়ের ধারাটা যেন সামনেও অব্যাহত রাখা যায় সেই চেষ্টা করে যেতে হবে লিটন, মিরাজদের।আশাকরি পরবর্তী সিরিজগুলোতেও এই জয়ের ধারাটা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করবে সব খেলোয়াড়েরা।

মোহাম্মদ রাসেল আলম
প্রযত্নে-আলম মনজিল, কালাম উল্লাহ বাড়ি, মাইজভান্ডার, আমতলী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২। মোবা-০১৮১৫৩৯৪০৫১

বাংলাদেশের ক্রিকেটে শিক্ষার শেষ নেই

বাংলাদেশ টেস্ট খেলুড়ে দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অনেক মর্যাদা পেয়েথাকে। বাংলাদেশ টেস্ট 'রজতজয়ন্তী' পালন করেছে। এই দীর্ঘ সময়আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করা বাংলাদেশের দায়অনেক। অসংখ্য পরাজয়ের মাঝেও ক্রিকেটাররা খুঁজে নেয়অভিজ্ঞতা। আর কত অভিজ্ঞতা হলে বাংলাদেশ ক্রিকেট শক্তিশালী হবে তা ক্রিকেটারদের অজানা। বাংলাদেশের পরে অনেক দেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলা শুরু করলেও সেইসব দেশ ক্রিকেটে অনেক শক্তিশালী। অথচ বাংলাদেশের ক্রিকেটে শিক্ষার শেষ নেই। বাংলাদেশের ক্রিকেটে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন খুব কঠিন। ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটে ভিন্ন অধিনায়ক এনেও বাংলাদেশের ক্রিকেটে সুফলআনা সম্ভব হয়নি। দলের দুঃসময়েঅধিনায়কদের বিদায়নিতে হয়করুণভাবে। আর ক্রিকেটারদের বিদায়হয়নীরবে। ক্রিকেটারদের মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব থেকেই যায়। শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষে খেলার আগে প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলতে গিয়ে বাংলাদেশকে হিমশিম খেতে হয়। বোলাররা ভালো বোলিং করে প্রতিপক্ষকে অল্প রানে আটকালেও ব্যাটসম্যানদের দায়িত্বহীন ব্যাটিংয়ের কারণে কখনও বা দলকে জিতানো সম্ভব হয়না। অন্যদিকে ব্যাটসম্যানরা বেশি রান করলে কখনও বোলারা বোলিংয়েনিজেদের জায়গা খুঁজে পায়না। টেস্ট খেলুড়ে দেশ হয়েও সীমিত ওভার ক্রিকেটে সহযোগী দেশের বিপক্ষে বাংলাদেশ অসহায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজিত ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টগুলোতে তাঁদের সুযোগ পাওয়া যেন নিজেদের যোগ্যতারই বহিঃপ্রকাশ।

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের ২৫ বছরের পথ চলায়জয়ের সংখ্যা খুব নগণ্য। ক্রিকেটে প্রিয়ফরম্যাট ওয়ানডেতেও বাংলাদেশের অধঃপতন হয়েছে। আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিং-এ বাংলাদেশ যেভাবে নেমে গেছে তাতে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ নিয়েশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। আর টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকার পরও এই ফরম্যাটে বাংলাদেশের অবস্থা আরও শোচনীয়। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা নয়দেশের মধ্যে প্রথম দেশ হিসেবে সহযোগী সদস্যদের কাছে ১০টি টি-টোয়েন্টি হেরেছে বাংলাদেশ। সিরিজ বিবেচনায়তৃতীয়সিরিজ হার। জিম্বাবুয়েব্যতীত একমাত্র টেস্ট খেলুড়ে দেশ হিসেবে সহযোগী দেশের কাছে একাধিক টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায়বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েদলকে জয়ী করতে হবে।

তোহা বকর
প্রবাহ ভবন (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত)
উপজেলা-কাহালু, জেলা-বগুড়া।

টার্গেট-পরবর্তী এশিয়া কাপ টুর্নামেন্ট

আর মাত্র কয়েক মাস পরই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এশিয়া কাপ টুর্নামেন্ট। যেটি আপাতত টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ দলও এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে। প্রতিবার বাংলাদেশ দল অংশ নিলেও সবসময়ই ফলাফলের পাল্লা থাকে শূন্য। ২০২৫ সালটা দলগুলোর জন্য সাফল্যের বছর। যেমন আইপিএলে ব্যাঙ্গারুলুর দল অনেক বছরের ব্যর্থতা কাটিয়ে এবার চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছে। আবার এদিকে যে দলটি চোকার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, সেই দক্ষিণ আফ্রিকা দল হঠাৎ বড় অঘটন আর নাটকীয়তা দেখিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ক্রিকেটপ্রেমীরা এবার আশায় বুক বেঁধেছি। এবার এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টে বড় কোনো অঘটনের জন্ম দিবে আমাদের টাইগাররা।আমাদের কিন্তু বর্তমানে ভালো ভালো কিছু খেলোয়াড় রয়েছে। তাঁদের প্রতি দেশবাসীর আশাটা বেশি রয়েছে।সবাই ভালো করলেই কিন্তু ম্যাচ জেতা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। তাই আমাদের খেলোয়াড়দের প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ রইল, অন্তত পক্ষে একটি এশিয়া কাপ এনে দেওয়ার জন্য প্রতিটি ম্যাচ ভালো খেলে।বাংলাদেশ দলের জন্য একটি কাপ নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত বছর ক্রিকেট খেলেও আমাদের দেশের নেই কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের কাপ।এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টটি যেহেতু এশিয়ার দেশগুলোর ভেতর হয়ে থাকে, সেহেতু কোনো অঘটন ঘটিয়ে দেওয়ার চান্স পেতেও পারেন লিটন, শান্তরা।

খাদিজাতুল কোবরা
ঠুকু ভিলা, টেকনিক্যাল, টেক্সটাইল, বায়জিদ,চট্টগ্রাম।
মোবাইল ০১৮৩০৩৫৯০৪৪

আসিফ মাহমুদের নেতৃত্বে ক্রীড়াঙ্গনে ভবিষ্যতের বৃহৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে সময় এখন পরিবর্তনের। ক্রীড়ার অগ্রগতিকে টেকসই, প্রাতিষ্ঠানিক ও সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে কাজ করে যাচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদেরচেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি ক্রীড়াখাতে কাঠামোগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণব্যবস্থা ঢেলে সাজানো ও খেলাধুলার সার্বিক সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও পরিকল্পনার আওতায় ক্রীড়াঙ্গনে এসেছে নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত।উল্লেখযোগ্য একটি উদ্যোগ, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলোর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ফান্ডের একটি নির্দিষ্ট অংশ খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যয় করাকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে সরকারিভাবে নীতিমালা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে ক্রীড়াখাতের অর্থনৈতিক সক্ষমতা যেমন বাড়বে, তেমনি গ্রামীণ ও জেলা পর্যায়ে খেলাধুলার অবকাঠামোও হবে আরও মজবুত। ইতোমধ্যে ফুটবলের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জাতীয় মানের মাঠ এবং রাজশাহী ও রংপুরে বিপিএল আয়োজনের উপযোগী ক্রিকেট মাঠ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা লুকানো প্রতিভাগুলোকে খুঁজে বের করে তাঁদের সামনে খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অনেকেই আর্থিক সংকট বা প্ল্যাটফর্মের অভাবে হারিয়ে যেত, এখন তাঁরা প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে উঠার সুযোগ পাচ্ছে। ছোট বয়স থেকেই খেলায় আগ্রহী করে তোলার পাশাপাশি সেন্ট্রাল ডেটাবেজের মাধ্যমে প্রতিভাগুলোকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা যাবে। এতে ভবিষ্যতের জন্য একটি দক্ষ ও প্রস্তুত ক্রীড়াবিদদের দল তৈরি হবে।প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যার জন্য প্রতিটি ইভেন্টভিত্তিক ফেডারেশনকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতি ৬ মাস অন্তর পুনঃমূল্যায়নের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রশিক্ষণার্থীদের সহযোগিতায় 'ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' থেকে সহায়তা নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছেন উপদেষ্টা। এটি শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, বরং ক্রীড়াঙ্গনে অন্তর্ভুক্তির পথও প্রশস্ত করছে।

অভিভাবকদের উদ্দেশ্যেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেন, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক আত্মবিশ্বাস গঠনে খেলাধুলা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। তাই অভিভাবকদের উচিত তাঁদের সন্তানদের নিয়মিত ক্রীড়া চর্চায় উৎসাহ দেওয়া। ভবিষ্যতের ক্রীড়া উন্নয়নকে আরও বিস্তৃত, বিজ্ঞানসম্মত ও টেকসই করতে ইতোমধ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নতুন নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছে, যার বাস্তবায়নে সামনে থাকবে আরও বড় পরিসরের পরিকল্পনা।

মো. নাসরল্লাহ সাকিব
পূর্ব রামপুরা, ঢাকা- ১২১৯

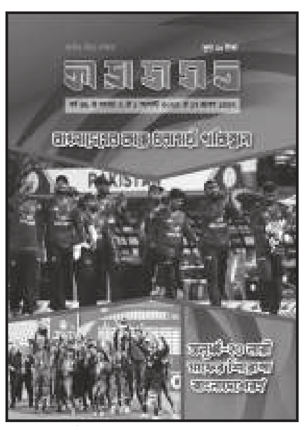

১ আগস্ট ২০২৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ

এশিয়ান কাপ : নারী ফুটবলের স্বপ্নযাত্রা

পরাগ আরমান

এক ঢিলে দুই পাখি মারার সময় এসে গেছে বাংলাদেশের নারী ফুটবলে। নিজেদের পারফরম্যান্স দিয়ে আফিঈদা-ঋতুপর্ণাদের সেই কাজটি করতে হবে। এমনিতেই এএফসি নারী ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে উঠে ইতিহাস গড়েছে লাল-সবুজের দল। মূল পর্বে সেই রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার হাতছানি তাঁদের সামনে। পারফরম্যান্সের সঙ্গে কিছুটা কৌশল মিলিয়ে দিতে পারলেই কেল্লাফতে। তাতে রথ দেখা আর কলা বেচা দুটোই হয়ে যাবে একসাথে। ২০২৬ এএফসি নারী এশিয়ান কাপের ড্র সেই সুযোগ করে দিয়েছে বাংলাদেশকে। সুযোগ হাতছানি দিলে কি হবে, সবচেয়ে কঠিন গ্রুপে পড়েছে পিটার বাটলারের দল। ২০২৬ সালের ১ মার্চ স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া ও ফিলিপাইনের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে এএফসি নারী এশিয়ান কাপের ২১তম আসরের। ২১ মার্চ ফাইনালের মধ্যদিয়ে পর্দা নামবে আসরের। এসব কথা তো সবার আগে থেকেই জানা। আসল খবর হলো, এশিয়ান কাপের পথটি ধরে বাংলাদেশের নারীদের জন্য খুলে যেতে পারে ২০২৭ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপের খেলার দুয়ার। অবশ্য এখানেই থেমে থাকা নয়, ২০২৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক গেমসে খেলার সুযোগও ডাকছে বাংলাদেশ নারী দলকে।

প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে খেলার সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশ নারী দলকে কেউ এমনি এমনি এমন সুযোগ করে দেবে না। সম্ভাবনা আছে, তবে নিজ যোগ্যতায় সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করতে হবে খেলোয়াড়দেরকেই। এশিয়ান কাপে ভালো করতে পারলে বাঘিনীরা এসব সুযোগ পাবে। অভাবনীয় নৈপুণ্য দেখিয়ে সেরা ৬ দলে থাকতে পারলেই ২০২৭ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপের টিকিট চলে আসবে আফঈদা খন্দকারদের হাতের মুঠোয়। বলা যতটা সহজ তা কাজে পরিণত করা তারচেয়েও কঠিন। রীতিমতো হিমালয়ের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর টপকাতে হবে বাংলাদেশের মেয়েদের। অবশ্য এ আর এমনকি তাঁরা তো বাছাইপর্বেই প্রাচীরের পর প্রাচীর পেরিয়ে এশিয়া কাপের মূল পর্বে নাম লিখিয়েছে। এবার যদিও প্রতিযোগিতা অনেকটা কঠিন, বাঁধার প্রাচীর আরও সুউচ্চ, তাই পারা না পারার শঙ্কাটা দুলছে পেন্ডুলামের মতো করে। কাজটা কঠিন হলেও কাগজ-কলমে অসম্ভবকে সম্ভাব করার সম্ভাবনা তো থাকছেই বাংলাদেশের সামনে। কেননা বাছাইপর্বে তুলনামূলক শক্তিশালী দল মিয়ানমারকে হারিয়ে নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণ করেছে লাল-সবুজের দল। আরও একবার সেই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে আফঈদা-ঋতুপর্ণাদের। এশিয়ান কাপে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে গ্রুপের প্রতিটি দল প্রত্যেকের বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলবে। গ্রুপ পর্বের খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে। তিন গ্রুপের ৬টি দল শেষ আটে যাবে এভাবে। বাকি দুই দল আসবে প্রত্যেক গ্রুপের তৃতীয় স্থানে থাকা দলগুলোর মধ্যকার আরও একটি রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতির লড়াইয়ের মাধ্যমে। সেখানে তিন দলের লড়াই শেষে শীর্ষ দুই দল যোগ দেবে কোয়ার্টার ফাইনালের ফাঁকা দুই আসনে। যেখানে আগেই জায়গা করে নিয়েছে তিন গ্রুপের ৬টি দল। কোয়ার্টার ফাইনালের পর যথারীতি সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে শেষ হবে টুর্নামেন্ট।

নারী এশিয়ান কাপের মূলপর্বে বাংলাদেশের গ্রুপে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চীন। শুধু তারা বর্তমান চ্যাম্পিয়নই নয়, নয়বারের শিরোপা জয়ীও। তারা জিতেছে ১৯৮৬, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৩, ১৯৯৫, ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০৬ ও ২০২২ সালে। অর্থাৎ টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল চীনের গ্রুপে পড়েছে ডেব্যুটেন্ট বাংলাদেশ। আছে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কোরিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষও। উত্তর কোরিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ২০০১, ২০০৩ ও ২০০৮ সালে। এশিয়ান কাপ ফুটবলের ২১তম আসরে বাংলাদেশের নারীদের আরেক প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তান। গ্রুপ পর্বের বাঁধা পাড় হতে না পারলেও তারা পাঁচবার খেলেছে মূলপর্বে। ২০০৩ সালে শেষবারের মতো নারী এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলেছে উজবেকিস্তান। এর আগে তারা খেলেছে ১৯৯৫, ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০১ ও ২০০৩ সালে। ফিফা র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী প্রতিযোগিতার সবচেয়ে দুর্বলতম দল বাংলাদেশ।

র‍্যাঙ্কিং ১২৮। বাংলাদেশের উপরেই অবস্থান ভারতের। তাদের র‍্যাঙ্কিং ৭০। র‍্যাঙ্কিং হিসেবে বাংলাদেশের নারীদের গ্রুপ পর্বের বাধা টপকানোই বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কোচের মুখে ভিন্ন কথা। আশার দিপালী জ্বালিয়ে বসে আছেন পিটার বাটলার। অস্ট্রেলিয়ায় সাফল্য পাওয়ার পথটা কঠিন মানছেন তিনি। তবে দলের ক্রমোন্নতিতে এই ইংলিশ কোচ আশায় বুক বাধছেন। তিনি জানান, 'আমাদের গ্রুপটা খুবই কঠিন, তবে আমি মুখিয়ে আছি। আমার মনে হয়, এটা মেনে নেওয়া ও উপভোগ করা উচিত। আমার ও দলের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ১২ মাস আগে আমরা চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে খেলেছিলাম এবং তখন ভালো পারফর্ম করেছিলাম। তারপর থেকে আস্তে আসে দলে পরিবর্তন এনেছি, উন্নতি করেছি এবং ধারাবাহিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়েছি। বিশ্বাস করি, আমরা উন্নতির পথে আছি। চীনের বিপক্ষে খেলা খুব কঠিন হবে, উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষেও তাই, কিন্তু সবকিছুই সম্ভব। আমি এই চ্যালেঞ্জ নিতে চাই এবং সবাইকে বলতে চাই আমরা লড়াই করবো, নিজেদের সর্বোচ্চটা দেব।'

বেশ কিছুদিন থেকেই নজরকাড়া পারফরম্যান্স করে আসছে বাংলাদেশের মেয়েরা। তবে বড় আসরে খেলার তেমন সুযোগ হয়ে ওঠেনা তাঁদের। কাজী সালাউদ্দিনের আমলে নারী ফুটবলের কোনো বিষয় আসলেই টাকার অভাবের দোহাই দিয়ে নিবৃত্ত করা হতো। টাকার অভাবে যাওয়া হয়নি অলিম্পিক বাছাইপর্বের খেলা খেলতে মিয়ানমারে। এই সংবাদ প্রকাশ হলে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এবং তৎকালীন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সাথে বাদানুবাদও হয়। একে অন্যকে দোষারোপ করতে থাকেন। বলা হয়ে থাকে, এসবের মুল কাজী ছিলেন বাফুফের নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ। তিনিই নাকি তৎকালীন

সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনকে নানা রকমের বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে পরিচালনা করতেন। বিদেশি লিগে মেয়েদের খেলার প্রস্তাব এলে তিনি জানতেও দিতে চাইতেন না। নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান কিরণের বিরুদ্ধে এমনি সব অভিযোগ ছিল। তবে নির্বাচনের পর তাবিথ আউয়ালের কমিটি আসার পর অবস্থা পাল্টেছে। বেশি করে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন নারী ফুটবলাররা। এমনকি নিয়মিত তাঁরা বিদেশি লিগেও খেলতে যাচ্ছেন এখন। আশার কথা হলো, অস্ট্রেলিয়ার দলও এখন বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বিদেশি এবং র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা দলগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরে নিজেদের পারফরম্যান্সেরও উন্নতি করতে পারছে এখন নারীরা। যে কারণে তাঁদের জয়-জয়কার। সাফল্য ছিনিয়ে আনছে তাঁরা ক্ষুরধার পারফরম্যান্স দিয়ে।

গত মে মাসের কথাই বলা যাক, জর্ডানের আম্মানে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে খেলতে যায় আফঈদা-ঋতুপর্ণারা। সেখানে শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষে রীতিমতো আলো ছড়িয়েছেন তাঁরা। সেই আলোতে আরও বড় আসরে ভালো করার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে তাঁদের। কিং আব্দুল্লাহ স্টেডিয়ামে ইন্দোনেশিয়ার সাথে গোল শূন্য ড্র করেছে বাংলাদেশ। অথচ র‍্যাঙ্কিংয়ে তাদের অবস্থান ৯৪। ১৩৩ র‍্যাঙ্কিংয়ে থাকা বাংলাদেশ তাদের চেয়ে ৩৯ ধাপ পিছিয়ে। খেলার মাঠে অবশ্য ইন্দোনেশিয়ারই ছিল প্রাধান্য। ৬৯ শতাংশ ভাগ বল ছিল স্বাগতিকদের দখলে। আর ৩১ ভাগ ছিল বাংলাদেশের। সব সময় আক্রমণই যেমন যুদ্ধ জয়ের কৌশল হতে পারে না, মাঝে মধ্যে পিছু হটতে হয়, ডিফেন্সও করতে হয়। পিছু হটে যাওয়া মানে পরাজিত হওয়া নয়, বরং জয়ের শক্তি সঞ্চয় করা। দলকে সে শিক্ষাটা ভালোভাবেই দিয়েছেন ইংলিশ কোচ পিটার বাটলার। এরপর বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক জর্ডান। ফলের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ম্যাচ ড্র। এবার গোল শূন্য নয়, ড্র হয়েছে ২-২ গোলে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে জর্ডানের অবস্থান তখন ৭৪। বাংলাদেশের চেয়ে ৫৯ ধাপ এগিয়ে। কিন্তু এখানেও অকুতোভয় বাংলাদেশের নারীরা। দুই দুই বার পিছিয়ে পড়েও ২-২ গোলে সমতায় শেষ হয় ম্যাচ। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে খেলার আগে এমনই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে বাংলাদেশের নারীরা। শেষ পর্যন্ত ইতিহাস গড়ে যে চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ সেটা তো ইতোমধ্যে সবার জানা হয়ে গেছে।

অস্ট্রেলিয়া মিশনে যাওয়ার আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে শক্তিধর দলের বিপক্ষে খেলতে চান কোচ পিটার বাটলার। কিন্তু চাইলেই তো হবে না, সামর্থ কিংবা অর্থায়নে বাফুফের ইতিবাচক মনোভাবের উপর নির্ভর করবে সবকিছু। কোচ কেবল পরিকল্পনা ও কৌশলের কথা জানাতে পারেন কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু সেটা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর নয়, দায়ভার ফেডারেশনের। কোনো কিছুতে সফল হলে যেমন মানুষের মনোযোগ আরও বেড়ে যায়, তেমনি মেয়েরা সফল হওয়ায় নিশ্চয়ই তাঁদের খেলা এবং সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে বাফুফের মনযোগও বেড়েছে। আর একটু পরিচর্যা পেলে কিংবা পরিশ্রম করার সুযোগ পেলে নারী ফুটবলে খুলে যেতে পারে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নের দ্বার। অথবা অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার গৌরব। মেয়েরা যেভাবে এগিয়ে চলছে, একের পর এক সাফল্যের পালক যোগ করছে দেশের ফুটবলে। আশা করা যেতেই পারে, আরও বড় সাফল্য যাতে আনতে পারে তাঁরা সেজন্য কিছু প্রস্তুতি ম্যাচ কিংবা প্রীতি ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করে বাফুফেকর্তারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন। আর সেই সুবিধা কাজে লাগিয়ে মেয়েরাও দেশের ফুটবলের জন্য নতুন উপাখ্যান রচনা করবেন।

ঋতুপর্ণার অবদান

ফারুক হোসেন খান

রাঙামাটির মগাছড়ির
ছোট সবুজ গ্রাম
সেই গ্রামের সোনার মেয়ে
ঋতুপর্ণা তাঁর নাম।

ক্যানসারেতে পিতা মরেন
ভাই মরে দুই হাজার বাইশ সালে
মিয়ানমারকে হারিয়ে দিল
ঋতুপর্ণার দুই গোলে।

মেয়েরা সব খেলছে দারুণ
অস্ট্রেলিয়া যাবে
তাসনিম সাগর পাড়ি দিয়ে
স্বপ্নের দেখা পাবে।

সেখান থেকে জিতে গেলে
ব্রাজিল কঠিন পথ
সাবিনাকে দলে পেলে
পুরবে মনোরথ।

প্রতিভা তো প্রতিদিন
জমে না প্রতিঘরে
প্রতিভাকে যতন করে
রাখতে হবে ধরে।

ম্যারোডোনা মেসি পেলে
থাকবে চিরদিন
কোচের রক্তে শোধ হবে না
তাঁদের অমোঘ ঋণ।

জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় সিরিজে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি নিয়ে বাংলাদেশি যুবাদের উল্লাস...

ত্রিদেশীয় সিরিজে জুনিয়র টাইগারদের শিরোপা

মো. মুলতানুর রহমান

দুর্দান্ত দাপট দেখিয়ে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পেয়ে ফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। জিম্বাবুয়ের হারারেতে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজের লিগ পর্বে জুনিয়র টাইগাররা পাঁচ ম্যাচ জেতার ফাঁকে কেবল একটা ম্যাচেই হেরেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। আজিজুল হাকিমের দল ঠিকই সেই 'প্রতিশোধ' নিয়েছে ফাইনালে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে প্রোটিয়া যুবাদের ৩৩ রানে পরাজিত করে ট্রফি নিয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে দেশটির যুব দলের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর জিম্বাবুয়ের টুর্নামেন্টেও একই প্রতিপক্ষকে হারিয়ে শেষ হাসি হেসেছে জুনিয়র টাইগাররা। আগামী বছরের শুরুতে অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে চোখ রেখে যে প্রস্তুতির লক্ষ্যে আফ্রিকার দেশ দুটিতে সফর করেছে বাংলাদেশের যুবারা, সেটি ভালোমতোই পূরণ হয়েছে।

হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে ফাইনালের মঞ্চে টসে জিতে শুরুতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা যুব দলের অধিনায়ক মুহাম্মদ বুলবুলিয়া। শুরুর ৬৩ রানের মধ্যে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশকে একটু টেনশনেই ফেলে দিয়েছিলেন প্রোটিয়া বোলাররা। বিশেষ করে ব্যাটিংয়ের দুই ভরসা মারকুটে ওপেনার জাওয়াদ আবরার (২১) ও অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম (৭) সুবিধা করতে না পারায় কিছুটা চাপে পড়ে দল। কিন্তু কালাম সিদ্দিকী ও রিজান হোসেন দৃঢ়তার সঙ্গে হাল ধরে চতুর্থ উইকেটে ১১৭ রানের জুটি গড়ে উদ্ধার করেন দলকে। ৭৬ বলে ৬ বাউন্ডারিতে ব্যক্তিগত ৬৫ রানের মাথায় কালামের বিদায়ে ভেঙে যায় এই জুটি। পরে রানের জন্য মরিয়া রিজান রান-আউটের ফাঁদে কাটা পড়েন ৯৫ রানে। মাত্র ৫ রানের জন্য সেঞ্চুরি বঞ্চিত হওয়া এই ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানের ৯৬ বলের ইনিংসে ছিল ১০ চারের মার। শেষ দিকে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (২৯ বলে অপরাজিত ৩৮) ও সামিউন বশিরের (৮ বলে অপরাজিত ১৩) কার্যকরী ইনিংসের সুবাদে নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষে সব মিলিয়ে বাংলাদেশ গড়ে তোলে ৫ উইকেটে ২৬৯ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর। দক্ষিণ আফ্রিকার ডানহাতি পেসার বান্ডিলে এমবাথা ৫০ রান খরচে তুলে নেন ২ উইকেট এবং বায়ান্ডা মাজোলা ৪১ রানে পান ১ উইকেট।

রান তাড়ায় প্রোটিয়াদের শুরুটা ছিল বেশ ভালোই। উদ্বোধনী জুটিতে ৫৯ রান ওঠার পর ৭ রানের ব্যবধানে আদানান লাজাডিয়েন (৪০) ও জরিখ ফন স্কালভিক (১৯), দুই ওপেনারকেই তুলে নেন বাংলাদেশের মিডিয়াম পেসার আল ফাহাদ। তৃতীয় উইকেটে ৪৫ রান যোগ করে যখন ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, তখনই মুহাম্মদ বুলবুলিয়াকে (৩১) প্যাভেলিয়নে পাঠান রিজান হোসেন। অধিনায়ককে হারিয়ে সেই যে দিকভ্রান্ত হয় প্রোটিয়ারা, একটু পর তারা ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে গুনতে থাকে পরাজয়ের অপেক্ষার প্রহর। পরের সময়টা বল হাতে প্রায় একাই দাপিয়ে বেড়িয়েছেন রিজান। ব্যাট হাতে যে ৫ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছিলেন, মিডিয়াম পেসের ক্যারিশমায় একে একে ওই ৫ উইকেটই তুলে নেন এই বাংলাদেশি অলরাউন্ডার। ১৬৪ রানের মাথায় ৭ উইকেট খোয়ানো দক্ষিণ আফ্রিকা অষ্টম উইকেটে ৫৯ রানের সৌজন্যে হারের ব্যবধান কমাতে পারলেও আস্কিং রেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলতে গেলে কখনোই জয়ের সম্ভাবনা জাগাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৪৮.৪ ওভারে ২৩৬ রানে অলআউট হয়ে ৩৩ রানের ব্যবধানে ম্যাচটা হেরে বাংলাদেশের হাতে শিরোপা তুলে দেয় প্রোটিয়া যুবারা। রিজানের (৫/৩৫) পাশাপাশি ভালো বল করেছেন আল ফাহাদ (৩/৫০) ও লেগ স্পিনার স্বাধীন ইসলাম (২/৩৪)।

এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নাটকীয়তায় পূর্ণ রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ১ উইকেটের রোমাঞ্চকর জয়ে টুর্নামেন্টে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশি যুবাদের মিশন। পরের সাক্ষাতে তো প্রোটিয়াদের কাছে ৫ উইকেটে হেরেই গিয়েছিল জুনিয়র টাইগাররা, যদিও তৃতীয় মোকাবিলায় জিতেছিল সহজেই ৫ উইকেটে। অন্যদিকে মুখোমুখি হওয়া তিন ম্যাচের কোনোটিতেই আজিজুল হাকিম বাহিনীর সামনে ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়তে পারেনি জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ দল। বিশেষ করে বাংলাদেশের বোলাররা স্বাগতিক যুবাদের ব্যাটিং লাইনআপের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে দলের জয় সহজ করেছেন। লিগ পর্বে টানা ৬ ম্যাচেই পরাজিত হয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে জিম্বাবুয়ে। ৫ জয়ে সর্বোচ্চ ১০ পয়েন্ট অর্জন করা বাংলাদেশ এবং ৮ পয়েন্ট পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার ফাইনালে ফেভারিট হিসেবেই ট্রফি নিজেদের করে নেয় জুনিয়র টাইগাররা।

রিজান হোসেনের কীর্তি...

নিজের সেরা খেলাটা যেন ফাইনালের জন্যই 'জমা' করে রেখেছিলেন রিজান হোসেন। টুর্নামেন্টের লিগ পর্বের ম্যাচগুলোয় তেমন একটা সুবিধা করতে না পারলেও শিরোপা-নিষ্পত্তির ম্যাচে ব্যাটে-বলে অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যে বলতে গেলে একাই প্রোটিয়া যুবাদের হারিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রথমে ৬ নম্বরে নেমে ৯৬ বলে ৯৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে বাংলাদেশকে ২৬৯ রানের লড়াকু সংগ্রহ গড়তে রেখেছেন সবচেয়ে বড় অবদান। এরপর রিজান বল হাতে 'ফাইফার' অর্জন (৮.৪-১-৩৪-৫) করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৩৬ রানে গুটিয়ে নিশ্চিত করেছেন দলের শিরোপা। অনুমিতভাবেই প্লেয়ার অব দ্য ফাইনালের পুরস্কার উঠেছে তাঁর হাতে।

যুব ওয়ানডের কোনো প্রতিযোগিতার ফাইনালে ৫

ব্যাটিং-বোলিংয়ে অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যে প্লেয়ার অব দ্য ফাইনালের পুরস্কার জিতেন রিজান হোসেন

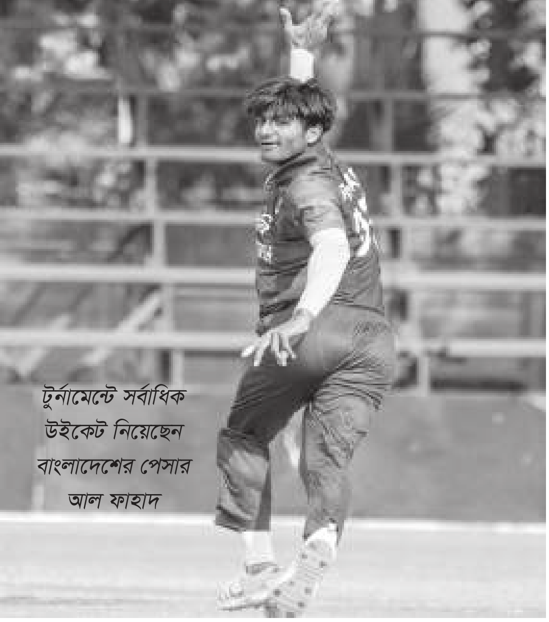

টুর্নামেন্টে সর্বাধিক উইকেট নিয়েছেন বাংলাদেশের পেসার আল ফাহাদ

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জয়ের পর ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টেরও শিরোপা জিতে সফল একটা সফর শেষ করে এসেছে বাংলাদেশের যুবারা

একনজরে টুর্নামেন্টে বাংলাদেশি যুবাদের ম্যাচগুলোর ছোট-চিত্র...

পর্ব	প্রথমে ব্যাটিং করা দল	পরে ব্যাটিং করা দল	ম্যাচের ফল
লিগ পর্ব	দ.আফ্রিকা ১২৮/১০(৩৪.৪)	বাংলাদেশ ১২৯/৯ (২৮.৪)	বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ১ উইকেটে জয়ী
লিগ পর্ব	বাংলাদেশ ২৭৪/৮ (৫০)	জিম্বাবুয়ে ১৮৩/১০ (৪২.২)	বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৯১ রানে জয়ী
লিগ পর্ব	বাংলাদেশ ১৭৫/১০ (৪৪.৫)	দ.আফ্রিকা ১৭৬/৫ (৩৬.৫)	দ.আফ্রিকা অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৫ উইকেটে জয়ী
লিগ পর্ব	জিম্বাবুয়ে ৮৯/১০ (২২.৩)	বাংলাদেশ ৯১/2 (১৫.১)	বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৮ উইকেটে জয়ী
লিগ পর্ব	দ.আফ্রিকা ১৪৭/১০ (৩৭.২)	বাংলাদেশ ১৪৮/৫ (২৯.৩)	বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৫ উইকেটে জয়ী
লিগ পর্ব	বাংলাদেশ ২৮৪/৬ (৫০)	জিম্বাবুয়ে ১২৪/১০ (৩৫)	বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ১৬০ রানে জয়ী
ফাইনাল	বাংলাদেশ ২৬৯/৫ (৫০)	দ.আফ্রিকা ২৩৬/১০(৪৮.৪)	বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৩৩ রানে জয়ী

উইকেট নেওয়া বাংলাদেশের দ্বিতীয় ক্রিকেটার রিজান। ২০২৩ সালে আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে খেলা ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে ২৯ রানে ৬ উইকেট পেয়েছিলেন বাঁহাতি স্পিনার মাহফুজুর রহমান রাব্বি। শিরোপা নির্ধারণী সেই লড়াইয়ে আফগানদের ৬ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। তবে, এবার রিজানের কীর্তি দেশের রেকর্ডের গণ্ডি পেরিয়ে স্থান করে নিয়েছে রেকর্ডের পাতায়ও। বাংলাদেশের তৃতীয় এবং বিশ্বের নবম ক্রিকেটার হিসেবে যুব ওয়ানডের একই ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি ও ৫ উইকেট শিকারের কীর্তি গড়েছেন

জুনিয়র টাইগারদের পক্ষে সর্বোচ্চ রান এসেছে অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিমের ব্যাট থেকে

টাঙ্গাইলের এই উদীয়মান প্রতিভা। অন্য আটজনের তুলনায় আরেকটা জায়গায় অনন্য রিজান, নব্বইয়ের কোটায় আউট হওয়ার পর 'ফাইফার' নেওয়া একমাত্র খেলোয়াড় তিনি। পাকিস্তানের কাশিম আকরাম অবশ্য সেঞ্চুরির পিঠে বসিয়েছেন ৫ উইকেট এবং শ্রীলঙ্কার দুনিথ ওয়েল্লালাগে একাই দুবার এমন অর্জনের পাতায় নাম লিখিয়েছেন।

এবার তাহলে পুরো তালিকাটা একনজরে দেখে নেওয়া যাক- ইংল্যান্ডের রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ (৫০ রান ও ৫/১৮), বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইস্টবোর্নে, ৩১ আগস্ট ১৯৮২; শ্রীলঙ্কার জীবন মেন্ডিস (৫৭ রান ও ৭/১৯), বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, ক্রাইস্টচার্চ, ২৪ জানুয়ারি ২০০২; দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়েইন পার্নেল (৫৭ রান ও ৬/৮), বিপক্ষ বাংলাদেশ, কুয়ালালামপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮; বাংলাদেশের আল-আমিন (৬৫ রান ও ৫/৩৩), বিপক্ষ ইংল্যান্ড, মিরপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২; বাংলাদেশের আফিফ হোসেন (৫০ রান ও ৫/৪৩), বিপক্ষ কানাডা, লিংকোলন, ১৫ জানুয়ারি ২০১৮; ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিয়েম ইয়ং (৬৬ রান ও ৫/৪৫), বিপক্ষ ইংল্যান্ড, কিম্বার্লি, ২০ জানুয়ারি ২০২০; শ্রীলঙ্কার দুনিথ ওয়েল্লালাগে (৫/৩০ ও ৬৮ রান), বিপক্ষ ইংল্যান্ড, কলম্বো, ৩০ নভেম্বর ২০২১ এবং দ্বিতীয় বার (৫/২৮ ও ৫২ রান), বিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, বাসেটেরে, ১৭ জানুয়ারি ২০২২; পাকিস্তানের কাশিম আকরাম (অপরাজিত ১৩৫ রান ও ৫/৩৭), বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, নর্থ সাউন্ড, ফেব্রুয়ারি ২০২২ এবং সর্বশেষ বাংলাদেশের রিজান হোসেন (৯৫ রান ও ৫/৩৫), বিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, হারারে, ১০ আগস্ট ২০২৫।

সর্বাধিক উইকেট শিকারি ফাহাদ

টুর্নামেন্টের ব্যক্তিগত পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, ব্যাটিংয়ে সর্বোচ্চ রান (৬ ইনিংসে ৫৩.০০ গড়ে ৩১৮) এসেছে রানার্সআপ দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার জরিখ ফন স্কালভিকের ব্যাট থেকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০১ রান করেছেন প্রোটিয়া যুবাদের অধিনায়ক মুহাম্মদ বুলবুলিয়া। আসরের তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৯৩ রানের (ইনিংস ৭, গড় ৩২.১৬) মালিক বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম। বল হাতে দাপট দেখিয়েছেন আল ফাহাদ। বাংলাদেশের এই প্রতিশ্রুতিশীল ডানহাতি পেসার দুটি ম্যাচ কম খেললেও অন্য ৫ ম্যাচে শিকার করেছেন সবচেয়ে বেশি ১৪ উইকেট, গড় ১২.১৪ এবং ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৩.৯৫ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার ফাস্ট বোলার বায়ান্ডা মাজোলা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩ উইকেট নিয়েছেন ১৩.১৫ গড়ে এবং জিম্বাবুয়ের শেল্টন মাজভিটেরোরা পেয়েছেন তৃতীয় সর্বোচ্চ ১১ উইকেট।

প্রোটিয়া যুবাদের সঙ্গে প্রথম ম্যাচে ৩২ রানের বিনিময়ে ৪ উইকেট নিয়ে আসর শুরু করা আল ফাহাদ পরের ম্যাচে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৩৯ রানে পান ২ উইকেট এবং তৃতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ২৯ রানে ৩ উইকেট। চতুর্থ ম্যাচে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বিশ্রাম দেওয়া হয় তাঁকে, পঞ্চম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ফিরে ২০ রানে তুলে নেন ২ উইকেট এবং আগেই বাংলাদেশের ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় নিয়মরক্ষার ষষ্ঠ ম্যাচে ফাহাদকে একাদশের বাইরে রাখা হয়। গুরুত্বপূর্ণ ফাইনালে ৫০ রানে ৩ উইকেট নিয়ে দলের শিরোপা জয়ে অবদান রেখে ধারাবাহিকতা ধরে রাখেন এই পেসার।

সিরিয়ার ক্লাব আল কামারাহ ক্লাবের বিপক্ষে ইমানুয়েল সানডে গোল করার পর উল্লসিত বসুন্ধরা কিংসের খেলোয়াড়রা

বসুন্ধরা কিংস পেরেছে পারলো না আবাহনী

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

একই দিনে বাংলাদেশি দুই ক্লাবের দুই ম্যাচ। এক ম্যাচের ভেন্যু থেকে অপর ম্যাচের মাঠের দূরত্ব ৩৯২৫ কিলো মিটার বা ২৪৩৯ মাইল। ম্যাচ দুটি শুরুর সময়ের ব্যবধান সাড়ে ছয় ঘণ্টা। দিনের আলো শেষে সন্ধ্যায় যখন জাতীয় স্টেডিয়ামের ম্যাচ শেষ তখন ঢাকা আবাহনী তথা বাংলাদেশি ফুটবল সমর্থকদের মনে হাতাশা। নিজ মাঠে জাতীয় স্টেডিয়ামে কিরগিজস্তানের মুরাস এফসির কাছে ০-২ গোলে হেরেছে ঢাকা আবাহনী। অন্যদিকে কাতারের দোহার হামাদ স্টেডিয়ামে সিরিয়ার ক্লাব আল কামারাহ ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বসুন্ধরা কিংস। ফলে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে-অফের গণ্ডি পেরিয়ে বসুন্ধরা কিংস এখন আসরের গ্রুপ পর্বে। আর আবাহনী ছিটকে পড়েছে। প্লে-অফ থেকেই তাদের হারিয়ে গ্রুপ পর্বে মুরাস এফসি। ১২ আগস্ট এই ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রুপ পর্ব শুরু হবে অক্টোবরে।

দ্বিতীয় চেষ্টায় সফল বসুন্ধরা কিংস

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ৫ বারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস। এই লিগ শিরোপা জয়ের সুবাদেই তারা খেলেছিল এএফসি কাপে। তবে চার বারের প্রচেষ্টাতেও তারা এএফসি কাপের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি। গত বছরতো ক্লাবটি এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে-অফে খেলেছিল। সেখানে ব্যর্থ হওয়ার পর খেলার সুযোগ পায় প্রথমবার এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে। কিন্তু ভুটানের মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ পর্বের ম্যাচে কোনো ম্যাচেই জিততে পারেনি। সর্বশেষ লিগেও বসুন্ধরা পারেনি লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে। যে বাংলাদেশের ফুটবলের গত সাত বছরের নতুন এই শক্তির এবারের এএফসির আসরে খেলারই কথা ছিল না। কিন্তু মোহামেডানের এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলার লাইসেন্স না থাকায় ও নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের ক্লাবগুলো এই লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ায় সুযোগ আসে বসুন্ধরা কিংসের সামনে। এএফসি বাংলাদেশের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে চ্যালেঞ্জ লিগে খেলার অনুমতি দেয় বসুন্ধরা কিংসকে। বসুন্ধরা কিংস গত লিগের তৃতীয় স্থান পাওয়া দল। আর আবাহনী সুযোগ পায় মোহামেডানের ব্যর্থতা ও নিজেরা গত লিগের রানার্সআপ হিসেবে। তবে প্লে-অফে আবাহনী না পারলেও সফল হয়েছে বসুন্ধরা কিংস। অনেক ঝড় ঝাপটা গেছে বসুন্ধরা কিংসের উপর। তারা গত বছর ভালো দল গড়তে পারেনি অর্থ সংকটে। এবারও তারা সেভাবে দল সাজাতে পারেনি। ব্রাজিলের কোচকে নিয়োগ দেয়াটা চূড়ান্ত করলেও শেষ সময়ে তার অন্য দলে চলে যাওয়া। দলটি শুরু করতে পারছিল না অনুশীলন। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় সৈয়দ গোলাম জিলানী এবং মাহাবুর হোসেন রক্সিকে দিয়ে অনুশীলন শুরু করা।

বিদেশি হিসেবে ঢাকা আবাহনীতে খেলা ব্রাজিলিয়ান রাফায়েল অগাস্তো, আগে খেলে যাওয়া আরেক ব্রাজিলিয়ান ডরিয়েলটন গোমেজ এবং মোহামেডান থেকে নেওয়া নাইজেরিয়ান ইমানুয়েল সানডে ও ইমানুয়েল টনি। এদের নিয়েই সিরিয়ান ক্লাব আল কারামাহকে হারিয়েছে বসুন্ধরা কিংস। প্রথমার্ধের শুরুতে কর্নার থেকে আসা বলে বক্সে জটলায় ডান পায়ের দারুণ এক সাইড হিলে গোলটি করেন ইমানুয়েল সানডে। অবশ্য পরে আরও দুটি চান্স মিস করেন তিনি। গোল মিস করেছেন তাজ উদ্দিন, রাকিব, রাফায়েলরাও। আবার ডিফেন্সে তপু বর্মন, সাদ উদ্দিনরা যেমন দুর্বার ছিলেন তেমনি গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণও। পোস্টের নিচে শ্রাবন কয়েকটি দারুণ সেভ করেছেন। তবে মানের দিক থেকে অতোটা ভালো ছিল না গৃহযুদ্ধ এবং নিত্য ইসরাইলী হামলায় বিপর্যস্ত সিরিয়ার ক্লাব দলটিও। ম্যাচে বদলী হিসেবে

দোহার হামাদ স্টেডিয়ামে আল কামারাহ ক্লাব-বসুন্ধরা কিংসের খেলার একটি মুহূর্ত

ঢাকা স্টেডিয়ামে কিরগিজস্তানের মুরাস এফসি আর ঢাকা আবাহনীর বল দখলের লড়াই

খেলতে নামেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী ফুটবলার কিউবা মিচেল। এবারের ঘরোয়া ফুটবলে তিনি খেলবেন বুসন্ধরা কিংসেও। অন্য দিকে মধ্য এশিয়ান ক্লাব গুলো ঢাকা আবাহনীর জন্য আতংকই রয়ে গেল। পাঁচ বারের চেষ্টায় কখনই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশের ক্লাবের বিপক্ষে জয়ের দেখা পেল না বাংলাদেশি ক্লাবটি। যার সর্বশেষ ঘটনা ১২ আগস্ট জাতীয় স্টেডিয়ামে। এবারই প্রথম এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে অভিষেক ঢাকা আবাহনীর। আগে তারা এএফসি প্রেসিডেন্টস কাপে খেলেছিল। অংশ নিয়েছিল এএফসি কাপেও। ২০১৯ সালে এএফসি কাপের গ্রুপ পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এরপর সেফিইনালের হোম ম্যাচে জিতেওছিল। যদিও উত্তর কোরিয়ায় গিয়ে ফিরতি ম্যাচে হেরে বিদায়। মধ্য এশিয়ার দেশ তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান ও কিরগিজস্তানের ক্লাবের বিপক্ষে আগেও খেলেছে আবাহনী। তবে প্রতিবারের মতো এবারও জিততে না পারা। বাংলাদেশি ক্লাবটি মতোই এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে অভিষেক কিরগিজস্তানের মুরাস এফসির। এই শতাব্দীতে সেই ২০০৮ সালে এএফসির আসরে খেলা আবাহনীর। সেই পুরোনো ঐতিহ্য বজায় রেখেই আবাহনীর বিপক্ষে অপরাজিত থাকলো কিরগিজ ক্লাব। আকাশি-নীল শিবিরদের ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বে উন্নীত হলো ২০২৩ সালে ফুটবলে আসা মুরাস। আর আবাহনী এক ম্যাচেই প্লে-অফে হেরেই ছিটকে গেল। ইউক্রেনের কোচ এবং ১২ বিদেশি ফুটবলার নিয়ে বাংলাদেশে আসে মুরাস। বিপরীতে মাত্র এক বিদেশি মালির সোলেমান দিয়াবাতেকে নিয়ে মাঠে নামে বাংলাদেশি ক্লাবটি। লম্বা সময় ধরে মোহামেডানে খেলা মালির এই স্ট্রাইকার আবার দলের সাথে যোগ দেন ম্যাচ শুরুর দুই দিন আগে। তাঁর উপর দেশে এখনও ঘরোয়া লিগ শুরু হয়নি। চলছিল দলবদলের টাইম। কোচ মারুফুল হকও প্রস্তুতির ৪ সপ্তাহ ট্রেনিংটা পাননি। আর মুরাস কিরগিজস্তানের চলমান লিগ রেখে এসেছে। ফলে অতিথিরাই এগিয়েই ছিল। কিরগিজ ক্লাবটি প্রথম ১০ মিনেটে ঝড় বইয়ে দিলেও গোলরক্ষক মিতুল মারমা এবং ডিফেন্ডাররা সেই ধাক্কা দক্ষতার সাথেই সামলান। চার নতুন ফুটবলার মোহামেডান থেকে আসা সোলেমান দিয়াবাতে, পুলিশ থেকে আসা আল আমিন ও সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানী এবং বসুন্ধরা কিংস শেখ মোরসালিনরা চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে মোরসালিন ও আল আমিন এবং সোলেমান ছিলেন প্রতিপক্ষের আতঙ্ক। এরপরও প্রেসিং ফুটবল ও স্কিলে এগিয়ে থাকা কিরগিজ ক্লাবটিকে আটকানো যায়নি। ৪৮ ও ৯২ মিনিটে জোড়া গোল করেন তারা। তবে ইব্রাহিম, আল আমিন, সোলমান ও মোরসালিনদের চেষ্টা গুলো বিফলে না গেলে হয়তো এক দিনে দুই বাংলাদেশি ক্লাবের এএফসি কাপের ম্যাচ জয়ের রেকর্ড হতো। আসলে প্রস্তুতিতে ঘাটতি থাকায় এবং রিজার্ভ বেঞ্চে পর্যাপ্ত ফুটবলার না থাকার জেরেই টেনেছে আবাহনী। অন্যদিকে দেরিতে প্রস্তুতি শুরু করেও এবং দুই সহকারী কোচ দিয়েই সিরিয়ার কারামাহ ক্লাবকে হারিয়েছে বসুন্ধরা কিংস।

আবাহনী এর আগে তুর্কমেনিস্তানের এফসি আশাখাবাদ, তাজিকিস্তানের রেগার টাডাজ, কিরগিজস্তানের নেফটসি কসকোর আতা এবং দরদই ডায়নামোর বিপক্ষে খেলেছিল। এর মধ্যে রেগার টাডাজ ও নেফটসি কসকোর আতার কাছে হার। গোলশূন্য ড্র ছিল অন্য দুই ক্লাবের সাথে।

এক নজরে ফল

আবাহনী ০-২ মুরাস এফসি

বসুন্ধরা কিংস ১-০ আল কারামাহ

(ইমানুয়েল সানডে)

আবাহনী দল : মিতুল, ইয়াসিন, হাসান মুরাদ, আসাদুজ্জমান বাবলু, শাকিল, মোরসালিন, আল আমিন (এনামুল গাজী (৬৭ মি.), কাজেম শাহ (মিরাজুল ৬৭ মি.), সোলেমান, ইব্রাহিম (জাফর ইকবাল ৫৮ মি,), শাকিল (পাপন ৮৭ মি.)।

বসুন্ধরা কিংস দল : শ্রাবণ, তপু বর্মন, মো. সোহেল রানা , রাকিব (ফাহিম ৯২ মি,) ইমানুয়েল টনি, ডরিয়েলটন, তাজউদ্দিন, সোহেল রানা (হৃদয় ৫৯ মি.), সাদউদ্দিন, সানডে ইমানুয়েল (শাহরিয়ার ইমন ৯২ মি.), রাফায়েল (কিউবা মিচেল ৬৫ মি.)।

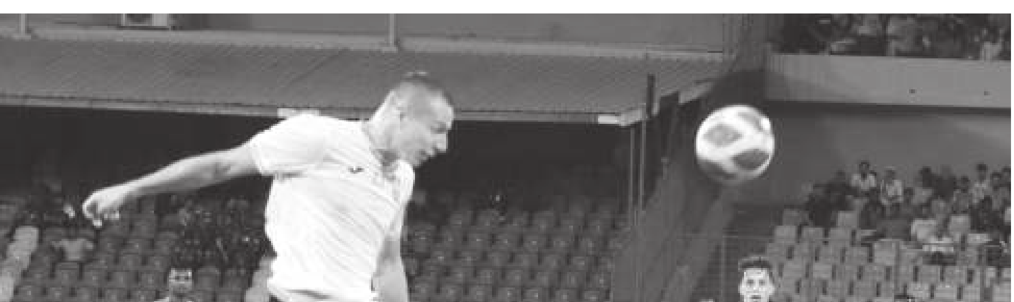

আবাহনীর গোলমুখে কিরগিজস্তানের মুরাস ক্লাবের গোল করার প্রচেষ্টা

এবারও শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানের গ্রুপে বাংলাদেশ

মো. মুলতানুর রহমান

এটা যেন এক প্রকার নিয়মিত চিত্রই যে, সংস্করণ যেমনই হোক না কেন; এশিয়া কাপ ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের গ্রুপেই থাকবে বাংলাদেশ! একটা সময় গ্রুপবিহীন হলেও ২০১৮ সাল থেকে নিয়মিতভাবে দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই চালুর পর গত তিন আসরের মতো এবারও ঘটছে একই ঘটনা। গ্রুপিং ও ফিকশ্চার চূড়ান্তের পর দেখা যাচ্ছে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাটিতে অনুষ্ঠেয় ১৭তম এশিয়া কাপে 'বি' গ্রুপে থাকা বাংলাদেশ সঙ্গী হিসেবে পাচ্ছে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকংকে। অন্যদিকে 'এ' গ্রুপের চারটি দল হলো ভারত, পাকিস্তান, ওমান ও আয়োজক সংযুক্ত আরব আমিরাত। আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এবারের এই মহাদেশীয় মহোৎসব হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটেই। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এবারই সবচেয়ে বেশি ৮টি দল অংশ নিচ্ছে। এর আগে এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ ৬টি দল খেলার নজীর রয়েছে।

রাজনৈতিক বিরোধের কারণে গত মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান সামরিক সংঘাতে জড়ালে এবারের এশিয়া কাপের ভাগ্যে অনিশ্চয়তার মেঘ জমে ওঠে। দ্রুত যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটলেও এসিসির এই দুই প্রভাবশালী দেশ একে অপরের বিরুদ্ধে ক্রিকেট খেলবে না, এমন আলোচনাও জমে ওঠে তখন। ফলে টুর্নামেন্টটই মাঠে গড়াবে না এ বছর, শোনা যাচ্ছিল এমন আশঙ্কার কথাও। এরপরও চলছিল নানা জল্পনা-কল্পনা। এক পর্যায়ে গলতে শুরু করে বরফ। মূলত গত ২৪ জুলাই ঢাকায় হয়ে যাওয়া এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) পরই কেটে যায় অনিশ্চয়তা। পরবর্তীতে এসিসির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি (যিনি পিসিবি প্রধানও) টুর্নামেন্ট শুরুর সময় জানালেও সূচি নিশ্চিত করতে পারেননি। কিছুদিন অপেক্ষার পর অবশেষে আট দলের এশিয়া কাপের দিন-তারিখ-ভেন্যু চূড়ান্ত করেছে এশীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

এমনিতে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ভারতেই হওয়ার কথা ছিল ২০২৫ এশিয়া কাপ। তবে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে ভারতের মাটিতে খেলতে অস্বীকৃতি জানায় পাকিস্তান। ফলে নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে, যদিও আয়োজকস্বত্ব থাকবে ভারতেই হাতে। অবশ্য ভারত কিংবা পাকিস্তানে কোনো টুর্নামেন্ট হলে প্রতিবেশি দেশের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে হবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে, এমন সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া ছিল। ইতিপূর্বে দেশটিতে আরও চারবার (১৯৮৪, ১৯৯৫, ২০১৮ ও ২০২২) অনুষ্ঠিত হয়েছে এই টুর্নামেন্ট।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও আবুধাবির শেখ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম- আরব আমিরাতের ২টি মাঠে হবে এবারের আসরের ১৯টি ম্যাচ। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের তিনটি ম্যাচেরই ভেন্যু আবুধাবি। টাইগাররা গ্রুপ রানার্সআপ হলে সুপার ফোরে উঠলে সব ম্যাচই খেলবে দুবাইয়ে। আর লিটন দাসের দল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারলে একটি ম্যাচ খেলবে আবুধাবিতে, বাকি দুটি দুবাইয়ে। একটি বাদে আসরের সবক'টি ম্যাচই শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত আটটায়।

৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে আফগানিস্তান ও হংকংয়ের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্টের পর্দা ওঠার পর শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে। আগের মতোই রাখা হয়েছে ফরম্যাট। প্রথমে দুই গ্রুপের দলগুলো রাউন্ড রবিন লিগ ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে একবার করে মোকাবেলা করবে। এরপর দুই গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি করে মোট চারটি দল নিয়ে হবে সুপার ফোর। এই পর্বে সবাই সবার মুখোমুখি হওয়ার পর পয়েন্ট তালিকার সেরা দুই দল খেলবে ফাইনালে। ১১ সেপ্টেম্বর অপেক্ষাকৃত দুর্বল হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের মাধ্যমে শুরু হবে বাংলাদেশের অভিযান। একদিন পর ১৩ তারিখ টাইগারদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা এবং গ্রুপ পর্বে

এশিয়া কাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি...

তারিখ	ম্যাচ	ভেন্যু	বাংলাদেশ সময়
৯ সেপ্টেম্বর	আফগানিস্তান বনাম হংকং	আবুধাবি	রাত ৮:০০
১০ সেপ্টেম্বর	ভারত বনাম আমিরাত	দুবাই	রাত ৮:০০
১১ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশ বনাম হংকং	আবুধাবি	রাত ৮:০০
১২ সেপ্টেম্বর	পাকিস্তান বনাম ওমান	দুবাই	রাত ৮:০০
১৩ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা	আবুধাবি	রাত ৮:০০
১৪ সেপ্টেম্বর	ভারত বনাম পাকিস্তান	দুবাই	রাত ৮:০০
১৫ সেপ্টেম্বর	আমিরাত বনাম ওমান	আবুধাবি	সন্ধ্যা ৬:০০
১৫ সেপ্টেম্বর	শ্রীলঙ্কা বনাম হংকং	দুবাই	রাত ৮:০০
১৬ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তান	আবুধাবি	রাত ৮:০০
১৭ সেপ্টেম্বর	পাকিস্তান বনাম আমিরাত	দুবাই	রাত ৮:০০
১৮ সেপ্টেম্বর	শ্রীলঙ্কা বনাম আফগানিস্তান	আবুধাবি	রাত ৮:০০
	সুপার ফোর		
২০ সেপ্টেম্বর	বি-১ বনাম বি-২	দুবাই	রাত ৮:০০
২১ সেপ্টেম্বর	এ-১ বনাম এ-২	দুবাই	রাত ৮:০০
২৩ সেপ্টেম্বর	এ-২ বনাম বি-১	আবুধাবি	রাত ৮:০০
২৪ সেপ্টেম্বর	এ-১ বনাম বি-২	দুবাই	রাত ৮:০০
২৫ সেপ্টেম্বর	এ-২ বনাম বি-২	দুবাই	রাত ৮:০০
২৬ সেপ্টেম্বর	এ-১ বনাম বি-১	দুবাই	রাত ৮:০০
	ফাইনাল		
২৮ সেপ্টেম্বর	সেরা দুই দল	দুবাই	রাত ৮টা

বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ আফগানিস্তানের সঙ্গে ১৬ সেপ্টেম্বর। এর ফাঁকে ১৪ সেপ্টেম্বর 'হাইভোল্টেজ ম্যাচে' মুখোমুখি হবে ক্রিকেটের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। হংকংকে হিসেবের বাইরে রাখলে শ্রীলঙ্কা কিংবা আফগানিস্তান, যেকোনো একটা দলকে হটিয়ে সুপার ফোরে নাম লেখানোর পরীক্ষায় নামতে হবে বাংলাদেশকে। ওদিকে 'এ' গ্রুপটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, আমিরাত ও ওমানকে ছাপিয়ে ভারত-পাকিস্তানের সুপার ফোরে ওঠা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা মাত্র!

প্রাথমিক দলে সৌম্য ও শান্ত

এশিয়া কাপকে সামনে রেখে সবার আগে প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। লিটন দাসের নেতৃত্বে ২৫ সদস্যের প্রাথমিক দলে গত কয়েকটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলা নিয়মিতদের সবাই

যেমন আছেন, তেমনি ফেরানোও হয়েছে কয়েকজনকে। চোটের কারণে সর্বশেষ শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে না থাকা সৌম্য সরকার ডাক পেয়েছেন। এই দুই সিরিজে দলের বাইরে থাকা নাজমুল হোসেন শান্ত ও নাহিদ রানাকে ফেরানো হয়েছে। ছন্দে না থাকলেও টিকে গেছেন নাঈম শেখ। এ ছাড়া রাখা হয়েছে বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়া পাঁচজনকে (নুরুল হাসান, সাইফ হাসান, নাঈম শেখ, মাহিদুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ)। এর মধ্যে একমাত্র উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মাহিদুলেরই বাংলাদেশের হয়ে এখনো টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয়নি। অন্যরা সবাই নানা সময়ে লাল-সবুজ জার্সি গায়ে এই সংস্করণে ম্যাচ খেলেছেন। গত মে-জুনে পাকিস্তান সফর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পর আর টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পাননি ফাস্ট বোলার নাহিদ রানা। ওই সফরের পর থেকেই এই সংস্করণে দলের বাইরে সাবেক অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। তাঁরা ফেরার লড়াইয়ে কিছুটা আশার আলো দেখতেই পারেন। দেশে থাকা খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরুর পর এই প্রাথমিক দলের মধ্যে থেকেই বেছে নেওয়া হবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিলেটে অনুষ্ঠেয় তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল। পরবর্তীতে এশিয়া কাপের স্কোয়াড চূড়ান্ত করবেন নির্বাচকরা।

* এশিয়া কাপে বাংলাদেশের প্রাথমিক দল : লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, মোহাম্মদ নাঈম শেখ, সৌম্য সরকার, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, মেহেদী হাসান মিরাজ, শামীম হোসেন পাটোয়ারি, নাজমুল হোসেন শান্ত, রিশাদ হোসেন, শেখ মেহেদী হাসান, তানভীর ইসলাম, নাসুম আহমেদ, হাসান মাহমুদ, তাসকিন আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, নাহিদ রানা, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, নুরুল হাসান সোহান, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ও সাইফ হাসান।

'ছদ্মবেশী' ভারত-পাকিস্তান সিরিজ!

১৯৮৪ সালে যাত্রা শুরুর পর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে এবারের আগে এশিয়া কাপ ক্রিকেট আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে মোট ১৬ বার। অনেকে মজা করে বলেন, এশিয়া কাপ তো নয়, যেন 'ছদ্মবেশী' ভারত-পাকিস্তান সিরিজ! বাস্তবেও এমন কথার সত্যতা মেলে। উভয় দলই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে ১৫ বার করে। ১৯৮৬ সালে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশিয়া কাপে ভারত অংশ নেয়নি। এরপর ১৯৯০-৯১ আসরে ভারতের মাটিতে খেলতে যায়নি পাকিস্তান।

২০০৪ সালে এশিয়া কাপে যখন প্রথমবার গ্রুপ পর্ব নিয়ে আসা হয়, সেবার আলাদা গ্রুপে ছিল ভারত ও পাকিস্তান। সেটি একেবারেই ব্যতিক্রম ঘটনা। এরপর যতবারই গ্রুপ ফরম্যাটে টুর্নামেন্ট মাঠে গড়ায়, পাকিস্তান-ভারত ছিল একই গ্রুপে। এর বাইরে গ্রুপবিহীন আসরে সবাই সবার মোকাবেলা করেছে বলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এই দু'দল একে অন্যের বিপক্ষে তো খেলেছেই।

ফলে এবারো ভারত ও পাকিস্তানের একই গ্রুপে থাকা এখন আর নতুন কোনো খবর নয়, বরং বেশ কয়েক বছর ধরেই চলা অবধারিত বাস্তবতা। এমনকি এই দুই দল যেন অনায়াসে পরের পর্বে যেতে পারে সেজন্য তাদের গ্রুপে আর বড় কোনো দলও রাখা হয় না। এই 'অলিখিত নিয়ম' চলে আসছে অনেক বছর ধরে। শুধু এশিয়া কাপেই নয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আইসিসি ইভেন্টগুলিতেও দেখা মিলেছে অভিন্ন চিত্র, টুর্নামেন্টে যেকোনোভাবে অন্তত একবার হলেও ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ নিশ্চিত করা হয়েছে। নিরপেক্ষ দর্শকরা বিষয়টি অপছন্দ করলেও বাস্তবতা মেনে নিয়েছেন সবাই। যে কারণে এশিয়ার বাকি তিন টেস্ট খেলুড়ে দেশের বোর্ডকেও এই ফরমেশন নিয়ে কখনো আপত্তি জানাতে দেখা যায় না। কেন? এর পেছনে রয়েছে বানিজ্যিক স্বার্থ।

রাজনৈতিক বৈরিতায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ক্রিকেট সিরিজ বন্ধ রয়েছে ২০১৩ সাল থেকে। এই দুই দেশের মধ্যে যত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, তার রেশ ভালোমতোই পড়ে ক্রিকেট মাঠে। ফলে ব্যাট-বলের লড়াইয়ের সমান্তরালে জায়গা করে নেয় অন্যরকম উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ। দর্শকরাও বুঁদ হয়ে থাকেন পাক-ভারত লড়াই দেখার জন্য। আইসিসি বা এসিসির ইভেন্টের সম্প্রচার সত্ত্ব যারা কেনেন, তাঁদের প্রধান চাহিদাই থাকে এই দুই দলের এক বা একাধিক ম্যাচ। কারণ, বিজ্ঞাপনদাতারা এই দ্বৈরথে নিজেদের পন্যের পসরা সাজাতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মূলত বাণিজ্যিক দৈত্যের যাঁতাবলেই নির্ধারিত হয় সূচির ফাঁকফোঁকর। যে কারণে ঘুরেফিরে একই গ্রুপে রাখা হয় ভারত ও পাকিস্তানকে, অন্তত একটা লড়াই তো নিশ্চিত হয় তাতে। এরপর যদি আরও বেশি মুখোমুখি করা যায় দু'দলকে, তাহলে তো পোয়াবারো! এবারের এশিয়া কাপে যেমন গ্রুপ পর্ব ও সুপার ফোরে (যদি মহা কোনো অঘটন না ঘটে!) একবার করে মোট দু'বার মোকাবেলা করবে ভারত-পাকিস্তান, এমনকি তাদের মধ্যে হতে পারে ফাইনালে তৃতীয় সাক্ষাতও!

বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে বিশ্বাস রাখতে হবে: রমিজ রাজা

পাকিস্তানের ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য রমিজ রাজা ক্রিকেটার হিসেবে অবসরের পর জনপ্রিয়তা পেয়েছেন ধারাভাষ্যকার হিসেবে। মাঝে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি হিসেবে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ছাড়াও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ও অন্যান্য টুর্নামেন্টে কাজ করতে নিয়মিতভাবেই বাংলাদেশে আসেন তিনি। তাই বাংলাদেশের ক্রিকেটকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। সম্প্রতি বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করার ফাঁকে **মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলামের** সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সেই আলোকে রমিজ কথা বলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে।

প্রশ্ন : খেলোয়াড় ও ধারাভাষ্যকারের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অনেকবার এসেছেন বাংলাদেশে। এখানে আপনার জনপ্রিয়তাও বেশ। বাংলাদেশ আপনার প্রথম সফর কবে ছিল আর সেই অভিজ্ঞতা কেমন যদি বলতেন?

রমিজ রাজা : দুর্দান্ত। খুব সম্ভবত ১৯৮৮ সালের কথা। সেবার এশিয়া কাপ খেলতে এসেছিলাম আমরা। ইমরান খান ছিলেন অধিনায়ক। সত্যি বলতে, এখন বাংলাদেশে ক্রিকেটের যে জোয়ার, তার ছিটেফোঁটাও ছিল না তখন। হ্যাঁ, ঘরোয়া ক্রিকেটে আবাহনী-মোহামেডান খুব বড় নাম ছিল বটে। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ কেবল যাত্রা শুরু করছে। স্বাগতিক হিসেবে অবশ্য বাংলাদেশ দারুণই ছিল। আমার মনে আছে, আমাদের অনুশীলন দেখতেও দল বেঁধে মানুষ হাজির হতো। ইমরান খানকে একনজর দেখার জন্য টিম হোটেলের বাইরেও অনেকে অপেক্ষা করত। মাঠে, মাঠের বাইরে মিলে সফরটা ভালোই ছিল।

প্রশ্ন : সেই সময় থেকে এই ২০২৫ সালে এসে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের ক্রিকেটে কেমন পরিবর্তন দেখছেন?

রমিজ রাজা : অবিশ্বাস্য। যা বললেন, ক্রিকেটার থেকে শুরু করে এখন ধারাভাষ্যকার হিসেবে কম তো আসিনি বাংলাদেশে। তাই খুব কাছ থেকেই দেখেছি এই উন্নতিটা। বিশেষ করে ২০১২ সালের এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলা বা ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে যে ক্রিকেট খেলেছে বাংলাদেশ, সেটা দুর্দান্ত ছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না, এটা ক্রিকেট নিয়ে লোকেদের মধ্যে আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আগেও এটা ছিল, সেই আকরাম-বুলবুলদের সময়েও। তবে তখন তো বাংলাদেশ সেভাবে জিততে পারত না। ফলে জনপ্রিয়তাটা মূলত বেড়েছে ২০১০ সালের পর থেকে। সেটাই ধীরে ধীরে উন্নতি করেছে। এখন তো বিশাল একটা বাজার হয়ে গেছে ক্রিকেটের। সাকিব-তামিমদের দেখে অসংখ্য তরুণরা ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, ক্রিকেটারদের আইডল মানছে, এগুলো বিশাল অর্জন।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতির কথা বললেন। ক্রিকেট সংস্কৃতি বলে এ কটা কথা আছে, যা একটা দেশের সামগ্রিক উন্নতির কথা বলে। সেটা কেমন দেখেন?

রমিজ রাজা : কঠিন প্রশ্ন। আমি তো বাংলাদেশের ক্রিকেটের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নই, তাই নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না। তবে দূর থেকে দেখে আর বাংলাদেশের বন্ধুদের কাছ থেকে শুনে যা বুঝি, তাতে মনে হয় এই জায়গায় এখনো উন্নতির সুযোগ আছে অনেক। যেমন ধরুন টেস্ট ক্রিকেটের কথা। এটা সত্যি যে তিন-চারটি দেশ বাদে এখন কোথাও টেস্ট ক্রিকেটের সেই রমরমা সময় নেই। তবে আসল ক্রিকেট তো এটাই। আর সেদিক থেকে চিন্তা করলে বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে। ২৫ বছরে তাদের এই ফরম্যাটে উল্লেখযোগ্য অর্জন সামান্যই। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশকে তারা হারিয়েছে বটে, তবে ধারাবাহিকতা তো নেই। বাংলাদেশের সেরা সব সাফল্য এসেছে ওয়ানডেতে। হয়তো তারা এই ফরম্যাটেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

প্রশ্ন : ক্রিকেট সংস্কৃতি গড়ে না ওঠার সঙ্গে টেস্টে ভালো না করার দিকটি যদি একটু স্পষ্ট করে বলতেন...

রমিজ রাজা : টেস্ট ক্রিকেট দেখতে যখন একটা দেশের দর্শকরা দলে দলে স্টেডিয়ামে হাজির হয়, প্রথম দিন থেকে পঞ্চম দিন পর্যন্ত খেলাটা উপভোগ করে, সেটা বলে দেয় সেই দেশে ক্রিকেট সংস্কৃতি কতটা পোক্ত। আমার কাছে মনে হয় এখানেই পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। এখানে ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হলেই গ্যালারি হাউসফুল হয়, কিন্তু টেস্টে সেভাবে তারা আসেন না। এখানে ফলাফল, গ্ল্যামার, ক্রিকেট বাণিজ্য অবশ্যই বড় বিষয়। তবে খেলোয়াড় থেকে শুরু করে বোর্ড, দর্শক সবাইকেই টেস্ট ক্রিকেটকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। এই যেমন মোস্তাফিজুর রহমান অবসর না নিলেও টেস্ট খেলা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে। আমি জানি না মূল কারণটা কি। হয়তো যৌক্তিক কারণ রয়েছে এর পেছনে। তবে দেশের অন্যতম সেরা পেসার ফিট থাকলে কেন আপনি তাকে টেস্টে খেলাবেন না? মিচেল স্টার্ককেই দেখুন না, এই বয়সেও টেস্টকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য ফরম্যাটে কিন্তু কম কম খেলছে।

প্রশ্ন : বোর্ডের কথা বললেন। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আপনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সময়ে আমরা দেখেছি আপনাকে ব্যতিক্রমী কিছু উদ্যোগ নিতে। এ ক্ষেত্রে বিসিবি বা একটা দেশের বোর্ডের করণীয় কি হতে পারে, টেস্ট ক্রিকেটকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য?

রমিজ রাজা : তালিকাটা তো অনেক লম্বা হয়ে যাবে। অত সময় আছে আপনার কাছে (হাসি)...। মূল কথায় আসি। দেখুন, বিসিবিকে কি করতে হবে, সেটা বলার আমি কেউ না। তবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বলব, লঙ্গার ভার্সনের ক্রিকেটকে যত বেশি সম্ভব পুরো দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। জাতীয় দলের পারফরম্যান্স অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে একই সঙ্গে আপনাকে উঠতি ক্রিকেটারদেরও টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। সবাই এখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলতে চায়। তাই আপনাকে এই বার্তাটা বয়সভিত্তিক ক্রিকেট, স্কুল ক্রিকেট থেকেই দিতে হবে যে টেস্ট ক্রিকেটই আসল খেলা। এর সুফল আপনি সঙ্গে সঙ্গে না পেলেও ভবিষ্যতে অবশ্যই পাবেন।

প্রশ্ন : এবার একটু জাতীয় দলের আলোচনায় ফিরি। গত বছর পাকিস্তানে গিয়ে টেস্ট সিরিজে তাদের হোয়াইটওয়াশ করেছে বাংলাদেশ, যা সাম্প্রতিক সময়ে শান্ত-লিটনদের অন্যতম সেরা অর্জন। তবে সেটার রেশ পরে বজায় থাকেনি। বিশেষ করে টেস্টে নেই ধারাবাহিক সাফল্য। এই অধারাবাহিকতার কারণ কী বলে মনে করেন?

রমিজ রাজা : প্রতিভার তো কোনো ঘাটতি নেই বাংলাদেশ দলে। আগেও ছিল না, এখনো নেই।

তবে একদম শুরু থেকেই ধারাবাহিকতার অভাব প্রকট। এর ফলে হয় কী, আপনার ভালো কীর্তিগুলো লোকেরা খুব দ্রুত ভুলে যায়। পাকিস্তানকে হারানোর সেই ঘটনাও তাই এখন সবাই ভুলে গিয়ে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনা করছে। এটাই বাস্তবতা। আমার কাছে মনে হয়, বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা মানসিকভাবে অনেক চাপ নিয়ে ফেলে। খেলোয়াড় ছিলাম বলে জানি, অতিরিক্ত মানসিক চাপ নিয়ে নামলে সেরাটা দেওয়া খুব কঠিন হয়ে যায়। এই ধরুন লিটন দাসের কথাই। কী চমৎকার ব্যাটিং করে, কিছু শট দেখলে আপনি বিস্মিত হতে বাধ্য। ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা ওর আছে। কিন্তু তার টেস্ট গড় কত? ওয়ানডেতেই বা চিত্রটা কি? সে যে মাপের ব্যাটসম্যান, তাতে এই দুই ফরম্যাটেই অন্তত ৪০ গড় আর ৩০ সেঞ্চুরি থাকা উচিত ছিল। কিন্তু ও সেটার ধারেকাছেও যেতে পারেনি। এর পেছনে অন্যতম কারণ হতে পারে তার অতিরিক্ত চাপে থাকা। সহজাত খেলাটা তাই খেলতে পারে কমই। ধারাবাহিকতাও তাই ধরে রাখতে পারে না। আমি নিশ্চিত, অন্যদের ক্ষেত্রেও হয়ত ব্যাপারটা একই হবে।

প্রশ্ন : সে ক্ষেত্রে সাকিব আল হাসানকে কীভাবে দেখা যেতে পারে? তাকে তো বছরের পর বছর লিটনদের চেয়েও অনেক বেশি চাপ নিয়ে খেলতে হয়েছে এবং তিনি পারফর্মও করেছেন শীর্ষ পর্যায়ে।

রমিজ রাজা : সাকিবের সঙ্গে অন্যদের তুলনা না দেওয়াই শ্রেয়। এটা তাঁদের প্রতি কিছুটা অন্যায় হবে। এই মাপের ক্রিকেটার মেলে কালেভদ্রে। তা ছাড়া সবার চাপ সামলে নেওয়ার ক্ষমতাও এক নয়। অনেকেই কিন্তু চাপের মুখে ভেঙে পড়েন। আবার কিছু খেলোয়াড় থাকেনই, যাঁরা কিনা জ্বলে ওঠে চাপের মুখেই। চাপ যত বেশি, তাঁরা ভালো করার তাগিদ যেন তখনই বেশি পেয়ে যান। চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার হতে হলে আপনাকে চাপকে জয় করতেই হবে। বাংলাদেশের অন্য ক্রিকেটাররা এ ক্ষেত্রে তাঁকে অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখতে পারে।

প্রশ্ন : চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার হওয়ার পাশাপাশি দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

রমিজ রাজা : এটা দুইভাবে দেখা যেতে পারে। ধরুণ, আপনার স্বপ্ন হচ্ছে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান বা বোলার হওয়ার। আপনি সে জন্য কাজ করবেন, সেরাটা দিতে চাইবেন প্রতি ম্যাচেই। তাতে একটা সময়ে আপনি ফল পেতেও পারেন। তবে সেটা দলের জয়ে যদি সেভাবে অবদান না রাখে, তাহলে কিন্তু সবটাই বৃথা। ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই আপনাকে ভালো করতে হবে, তবে দলের প্রয়োজন অনুযায়ী পারফর্ম করাটাও সমান গুরুত্বের। আমাদের ১৯৯২ বিশ্বকাপ জয়টা কিন্তু এভাবেই ধরা দিয়েছিল। কেউই আমাদের গোনায় ধরতে চায়নি। কিন্তু ইমরান খান আমাদের মাঝে বিশ্বাসটা দিয়েছিলেন যে আমরাও চ্যাম্পিয়ন হতে পারি। পুরো দল যখন থেকে সেটা ধারণ করতে শুরু করল, এরপর থেকেই আমরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলাম।

প্রশ্ন : এখন পর্যন্ত কোনো আইসিসি ইভেন্টের ফাইনাল না খেলা বাংলাদেশকেও বিশ্বকাপের আগে শিরোপার দাবিদার হিসেবে দেখা হয় না। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বা ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কেমন সম্ভাবনা দেখেন?

রমিজ রাজা : সবার আগে আপনাকে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আপনি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কিন্তু ভালোই খেলেছিল বাংলাদেশ, দারুণ সুযোগ ছিল সেমিফাইনালে যাওয়ারও। কিন্তু আফগানিস্তানের সঙ্গে তারা সেই চেষ্টাটাই করল না! আমি খুব অবাক হয়েছিলাম সেদিন। সেমিতে যাওয়া মানেই শিরোপা থেকে আপনি মাত্র দুটি ম্যাচ দূরে। হয়তো সুপার এইটে খেলার লক্ষ্য নিয়েই তারা খেলতে গিয়েছিল, তাই সুযোগ পেয়েও সেটা হেলায় নষ্ট করেছে। আমি সব সময় একটা কথা বলি, চূড়ায় উঠতে গেলে আপনাকে বড় স্বপ্ন দেখতেই হবে। আমি তো মনে করি বাংলাদেশের আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের ভালো সম্ভাবনাই আছে। দেশে আর আর দেশের বাইরে যে দলটা টানা তিন সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা আর পাকিস্তানের মতো দলকে হারিয়ে দেয়, সেই দলের অবশ্যই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন : আর ওয়ানডে বিশ্বকাপে?

রমিজ রাজা : এটা এখনই বলা একটু কঠিন। তামিম, মুশফিক, মাহমুদউল্লাহর মতো কিংবদন্তিরা অবসর নিয়েছে, এটা অবশ্যই বড় শূন্যতা। আমি জানি না ওয়ানডেতে সাকিবের ভবিষ্যৎ কি। ফলে চারজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ছাড়া একটা নতুন অধিনায়ক নিয়ে দল হিসেবে গড়ে উঠতে তাদের একটু সময় লাগতে পারে। তা ছাড়া এখন ওয়ানডে খেলাও হচ্ছে কম। তাই গুছিয়ে নিতে সময় লেগে যেতে পারে। তবে আমার বিশ্বাস, ২০২৭ বিশ্বকাপে ভালোই করবে বাংলাদেশ।

কোচিং নিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ এবার জয়া চাকমার

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

বাংলাদেশের নারী ফুটবল ও রেফারিং এ অনন্য এক নাম জয়া চাকমা। দেশের প্রথম ফিফা রেফারি হয়ে পেশাটিকে অসাধারণ এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। পাশাপাশি কোচ হিসেবে কাজ করেছেন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি)। ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন সম্প্রতি। লক্ষ্য কোচ হিসেবে ক্লাব ফুটবলে কাজ করবেন। সে হিসেবে এবার নতুন এক চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন তিনি। জয়া বাংলাদেশের একজন সাবেক মহিলা ফুটবলার এবং বর্তমানে ফিফা তালিকাভুক্ত রেফারি। ২০২৫ সালের জন্য তিনি ফিফা রেফারি পদ হারিয়েছেন। কারণ, তিনি চলতি বছরের জন্য ফিফার রেফারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। জয়া চাকমা এর আগে বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে ফিফা রেফারি হিসেবে ম্যাচ পরিচালনার অনন্য গৌরব অর্জন করেন। ২০১৯ সাল থেকে তিনি এই পদে চার বছর দায়িত্বরত ছিলেন। এর আগে ফিফার রেফারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায় ২০২৩ সালের জন্য ফিফার রেফারি তালিকা থেকে বাদ পড়েন। মূলত শারীরিক অবস্থা আশানুরূপ না হওয়ায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। সে কারণে এবার নতুন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাইছেন।

জয়া না পারলেও সহকারী রেফারি থেকে রেফারিতে পদোন্নতি পেয়েছেন সালমা ইসলাম মনি। দেশে ও দেশের বাইরে ফিফা ও এএফসির ম্যাচ পরিচালনা করে চলেছেন। তবে ফিফা রেফারি হিসেবে নাম করলেও জয়া চাকমার মূল পেশা কিন্তু কোচিং। খেলোয়াড় হিসেবে যা করতে পারেননি, সেটাই করে দেখাচ্ছেন রেফারিং আর কোচিংয়ে। কারণ, খেলোয়াড় জয়ার পরিচিত তেমন একটা ছিল না। কারণ, বাংলাদেশ জাতীয় দলও তখন বলার মতো সাফল্য পায়নি। জার্সি আর বুট জোড়া খুলে রাখার পর কোচিংকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে যোগ দিয়েছিলেন বিকেএসপিতে। এই প্রতিষ্ঠানে ৮ বছর দায়িত্ব পালন শেষে গত বছরের ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠানটির কোচের চাকরি থেকে বিদায় নেন রাঙ্গামাটির এই কীর্তিমতি। এরপর সম্প্রতি জয়া চাকমা এএফসি 'এ' লাইসেন্সধারী কোচ হিসেবে নাম লিখিয়েছেন। লাইসেন্স নিয়ে ক্লাব কোচিংয়ে নিজেকে জড়িত করতে চান জাতীয় দলের সাবেক এই মিডফিল্ডার। আর সে কারণেই বিকেএসপির

চাকরি ছেড়েছিলেন তিনি।

বাংলাদেশের প্রথম নারী ফিফা রেফারি হিসেবে কোচিংকে এবার পেশা হিসেবে নিতে চাইছেন। মূলত কোচিংয়ে 'এ' লাইসেন্স করার পর ক্লাব কোচিংয়ে যুক্ত হওয়া লক্ষ্য তার। যদিও এখনো সেভাবে কোন ক্লাবের সঙ্গে কথা হয়নি, তবু 'এ' লাইসেন্স করে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। এবার ক্লাব ফুটবলে সুযোগ পেলে বিকেএসপিতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ভালোভাবে কাজে লাগাতে চান। বিকেএসপির চাকরি ছাড়ার বিষয়ে ব্যক্তিগত কারণকে প্রাধান্য দিলেও ক্লাব ফুটবলের কোচিংয়ে যোগ দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণকে বড় করে দেখছেন।

নেদারল্যান্ডস সিরিজ ও এশিয়া কাপকে সামনে রেখে ফিটনেস ক্যাম্পে ঘাম ঝরানোর একপর্যায়ে ক্যামেরাবন্দী বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা...

বাংলাদেশের এশিয়া কাপ প্রস্তুতির সিরিজ

মো. মাহবুবুর রশিদ

পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, চলতি আগস্ট মাসে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও সমানসংখ্যক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার জন্য বাংলাদেশে আসার কথা ছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের। কিন্তু স্পষ্ট কারণ না জানালেও এবার বাংলাদেশে আসতে অপারগতার কথা আগেই জানিয়েছে ভারত। পরবর্তী সময়ে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিসিবি ও বিসিসিআই মিলে সফরটি ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী বছর সুবিধাজনক সময়ে দুই দেশের আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সিরিজটি নতুন সূচিতে মাঠে গড়াবে।

সবশেষ গত মাসে পাকিস্তানের বিপক্ষে নিজেদের মাঠে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার পর বাংলাদেশ দল কাটিয়েছে অবসর সময়। ভারত সফর তেরো মাস পিছিয়ে যাওয়ায় এশিয়া কাপের আগে ফাঁকা সময়টায় ক্রিকেটারদের লম্বা বিশ্রামে রাখতে চায়নি বিসিবি। তা ছাড়া অধিনায়ক লিটন দাসেরও চাওয়া ছিল একটা সিরিজ খেলা। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই সামনে রেখে আদর্শ প্রস্তুতির জন্য ভারতের জায়গায় বিকল্প সিরিজ আয়োজনের ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগী হয় দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। টেস্ট খেলুড়ে বড় দলগুলো আগে থেকেই নির্ধারিত আন্তর্জাতিক সূচি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাদের কাউকে 'ফ্রি' পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডসের দ্বারস্থ হয় বিসিবি। বাংলাদেশে এসে সিরিজ খেলার আমন্ত্রণে সায় দিয়েছে ডাচ ক্রিকেট বোর্ড। ইতিমধ্যে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের সূচিও চূড়ান্ত হয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ২৬ আগস্ট ঢাকায় পা রাখবে নেদারল্যান্ডস দল। টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে এবারই প্রথম বাংলাদেশে আসছে ডাচরা। ইতিপূর্বে এ দেশে একবারই খেলেছে নেদারল্যান্ডস। ওই ম্যাচটি ছিল ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের, চট্টগ্রামে বাংলাদেশ জিতেছিল ৬ উইকেটে। উল্লেখ্য, পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে ৩ বারের মোকাবিলায় একটি জয় বাংলাদেশের, বাকি ২টি ম্যাচই জিতে নিয়েছে ডাচরা।

পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতলেও মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে বেশ সমালোচনার জোয়ার বয়ে গেছে। এ রকম স্লো, লো ও টার্নিং উইকেটে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে জিতলেও দেশের বাইরে কোনো টুর্নামেন্ট খেলতে গেলে সেটি কাজে লাগে কি-না, তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। রান করতে জান বের হয়ে যাওয়া মিরপুরের উইকেট নিয়ে পাকিস্তানের কোচের পাশাপাশি বিসিবি কর্তাদের কণ্ঠেও অসন্তোষের সুর শোনা গেছে। যে কারণে নেদারল্যান্ডস সিরিজ সেখানে আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মোটামুটি রান ওঠে, টি-টোয়েন্টির জন্য উপযোগী এ রকম স্পোর্টিং উইকেটে দলকে এশিয়া কাপের আগে ম্যাচ প্র্যাকটিসের সুবিধা দিতে নেদারল্যান্ডস-বাংলাদেশ সিরিজের জন্য সিলেটকেই বেছে নিয়েছে বিসিবি।

সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৩০ আগস্ট প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। এরপর ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ও ৩ সেপ্টেম্বর মাঠে গড়াবে তৃতীয় ম্যাচ। প্রত্যেকটি ম্যাচই শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। এই মাঠে এখন পর্যন্ত ৭টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ৩ জয়ের বিপরীতে ৪ ম্যাচ হেরেছে বাংলাদেশ। সিলেটে এবারের আগে সবশেষ গত বছরের মার্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ওই সিরিজে বাংলাদেশকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। আলোচিত-সমালোচিত মিরপুরের মাঠ যেমন বাংলাদেশের জন্য 'লাকি গ্রাউন্ড', সিলেট মোটেই তেমন নয়। পাকিস্তানের মতো বাঘা দল ক'দিন আগে মিরপুরের রহস্যময় উইকেটে হাবুডুবু খেয়ে সিরিজ হারলেও সিলেটের প্রানবন্ত উইকেটে ডাচদের বিপক্ষে কেমন করতে পারে টাইগাররা, সেটিই দেখার বিষয়। মূলত আসন্ন এশিয়া কাপের প্রস্তুতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে নেদারল্যান্ডস সিরিজটিকে। সিরিজ শেষে ৬ বা ৭ সেপ্টেম্বর লিটন দাসের দল রওনা দেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ১১ সেপ্টেম্বর হংকংয়ের বিপক্ষে, আবুধাবিতে।

আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৩ নম্বরে আছে নেদারল্যান্ডস, বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয় তারা নিয়মিতই। বাংলাদেশ এই সংস্করণে আছে আপাতত ১০ নম্বরে। তা প্রতিপক্ষ হিসেবে নেদারল্যান্ডস কেমন? এমনিতে আইসিসির সহযোগী দেশটি ছোট দলই, কিন্তু টি-টোয়েন্টিতে বেশ বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ! অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্যি যে এই সংস্করণে ইংল্যান্ডকে দুবার সামনে পেয়ে দুবারই হারানোর কীর্তি গড়েছে ডাচরা! ২০০৯ বিশ্বকাপে ঘরের মাঠের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে লর্ডসে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে শেষ বলে ৪ উইকেটে হেরেছিল ইংলিশরা। এরপর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ২০১৪ বিশ্বকাপে চট্টগ্রামের মাঠে ইংল্যান্ডকে মাত্র ৮৮ রানে অলআউট করে দিয়ে ৪৫ রানে বিজয়োল্লাস করেছিল নেদারল্যান্ডস। পরে গত এগারো বছরে দুই দলের মধ্যে আর সাক্ষাৎ হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার

ব্যাটিং নিয়ে চরম অধারাবাহিকতায় ভোগা অধিনায়ক লিটন দাসের জন্য নেদারল্যান্ডস সিরিজ হতে পারে নিজেকে ফিরে পাওয়ার মঞ্চ

টি-টোয়েন্টিতে এ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৫ ম্যাচ খেলে ৪টিতেই জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বাংলাদেশ

মতো পরাক্রমশালী দলকেও পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ দিয়েছে ডাচরা। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এডিলেডে নেদারল্যান্ডসের কাছে ১৩ রানে হেরেছিল প্রোটিয়ারা। এ ছাড়া টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে এই সংস্করণে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ১৫ ম্যাচে ৭ জয়, আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৪ ম্যাচে ২ জয়, জিম্বাবুয়ের সঙ্গে ৫ ম্যাচে ২ জয় এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে ৫ ম্যাচে ১ জয় নেদারল্যান্ডসের শক্তিমত্তার কিছুটা হলেও প্রমাণ দেয়। সব মিলিয়ে ২০০৮ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ডাচরা ১২৬ ম্যাচ খেলে জিতেছে ৬৪টিতে, হেরেছে ৫৭ ম্যাচে এবং ১টি ম্যাচ টাই হয়েছে এবং পরিত্যক্ত হয়েছে অন্য ৪ ম্যাচ। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই ফরম্যাটে শতকরা জয়ের হারে (৫০.৭৯) নেদারল্যান্ডস কিন্তু বাংলাদেশের (১৯৪ ম্যাচে ৭৬ জয়, ১১৪ পরাজয়, ফলহীন ৪; জয়ের হার ৩৯.১৭) চেয়েও অনেকটা এগিয়ে। অবশ্য এটাও মনে রাখতে হবে, ডাচদের বেশির ভাগ জয় এসেছে আইসিসির সহযোগী সদস্য পুঁচকে দেশের বিপক্ষে। যেমন, স্কটল্যান্ডের সঙ্গে ১৮ ম্যাচে সর্বোচ্চ ১০ জয়, নেপালের বিপক্ষে ১৫ ম্যাচে ৭ জয়, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে ৯ ম্যাচে ৫ জয়, কেনিয়ার বিপক্ষে ৬ ম্যাচে ৪ জয়, ওমানের সঙ্গে ৭ ম্যাচে ৪ জয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ৩ ম্যাচে ৩ জয়, কানাডার সঙ্গে ৫ ম্যাচে ৩ জয় এবং নামিবিয়ার বিপক্ষে ৫ ম্যাচে ৩ জয়... নেদারল্যান্ডসের জয়ের খেরোখাতা সমৃদ্ধ করেছে।

পরিসংখ্যানের পাতা উল্টিয়ে দেখা যাচ্ছে, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টিতে খেলেছে ৫টি ম্যাচ। জয়ের পাল্লা ভারী টাইগারদের। বাংলাদেশের ৪ জয়ের বিপরীতে কেবল একটি ম্যাচ জিতেছে ডাচরা, তাও ১৩ বছর আগে। দুই দলের মধ্যকার একমাত্র দ্বিপক্ষীয় সিরিজ ১-১ এ অমীমাংসিত থেকেছে। ২০১২ সালের জুলাই মাসে একইসঙ্গে আয়ারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস সফরে গিয়েছিল বাংলাদেশ। প্রথমে আইরিশদের বেলফাস্টে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নেয় টাইগাররা। এরপর ডাচদের দেশে গিয়ে হেগের স্পোর্টপার্ক ওয়েস্টভিলেট মাঠে প্রথম ম্যাচে ১৪৫ রান তাড়া করতে নেমে তামিম ইকবালের ৫৩ বলে অপরাজিত ৬৯ রানের সুবাদে দুই ওভার হাতে রেখে ৮ উইকেটে অনায়াসেই নেদারল্যান্ডসকে পরাজিত করে বাংলাদেশ। একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের করা ১২৮ রান তাড়া করতে নেমে ইনিংসের একেবারে শেষ বলে আবদুর রাজ্জাককে বাউন্ডারি মেরে ১ উইকেটের রোমাঞ্চকর জয় তুলে নেয় নেদারল্যান্ডস। ফলে শেষ পর্যন্ত ১-১ এ টি-টোয়েন্টি সিরিজটা নিস্ফলা থেকে যায়। পরবর্তী সময়ে দলটির বিপক্ষে বিশ্বকাপে তিন সাক্ষাতে প্রত্যেকবারই জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতে অনুষ্ঠিত ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ধর্মশালায় বাংলাদেশের দেওয়া ১৫৪ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে ডাচরা পরাজিত হয়েছিল ৮ রানে। ৫৮ বলে হার না মানা ৮৩ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছিলেন তামিম ইকবাল। ২০২২ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার হোবার্টে নেদারল্যান্ডসকে ৯ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। ২৫ রানে ৪ উইকেট শিকার করা তাসকিন আহমেদের হাতে উঠেছিল প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের অ্যাওয়ার্ড। সবশেষ গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংসটাউনে ১৫৯ রানের পুঁজি নিয়ে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ২৫ রানের জয় তুলে নিয়েছিল বাংলাদেশ। ৪৬ বলে অপরাজিত ৬৪ রানের ইনিংসের সুবাদে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন সাকিব আল হাসান।

ডাচদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দ্বৈরথে ব্যাটে-বলে সফলতম দুই পারফরমারকে এবারের সিরিজে পাচ্ছে না বাংলাদেশ। ৩ ইনিংসে ৩টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২০২ রান করেছেন বাঁহাতি ওপেনার তামিম ইকবাল। অন্যদিকে বাঁহাতের স্পিনভেল্কিতে ৫ ইনিংসে ২০.১৪ গড়ে দলের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৭ উইকেট শিকার করেছেন সাকিব আল হাসান। তামিম তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকেই অবসর নিয়েছেন আর সাকিব কেবল টি-টোয়েন্টি থেকে বিদায়ের ঘোষণা দিলেও অন্য সংস্করণে জাতীয় দলে তাঁর পুনরায় ফেরার সামনে ঝুলছে অনেকগুলো প্রশ্নচিহ্ন।

অল্প সময়ের ব্যবধানে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজ এবং পাকিস্তানের সঙ্গে হোম সিরিজ জেতার পর বাংলাদেশের সামনে এখন হ্যাটট্রিক টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের হাতছানি। এই সংস্করণে টানা হারের বৃত্ত ভেঙে যেভাবে জয়ের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে লিটন দাসের দল, তাতে করে ঘরের মাঠে নেদারল্যান্ডস খুব একটা পাত্তা পাওয়ার কথা নয়। বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে শারজায় অপ্রত্যাশিতভাবে সিরিজ হারের ধাক্কায় বিধ্বস্ত হওয়া টাইগাররা পাকিস্তানে গিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর তো দলের ভিতই নড়বড়ে হয়ে যায়। ওই শোচনীয় অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরপর দুটি সিরিজে শেষ হাসি হাসার সুবাদে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়রা এখন আত্মবিশ্বাসে রীতিমতো টগবগ করছেন। তবে খেলাটা টি-টোয়েন্টি বলে প্রতিপক্ষ যতই ছোট হোক না কেন, নির্ভার হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, এই সংস্করণে যখন-তখন ঘটে যেতে পারে অঘটন। ফলে নেদারল্যান্ডসকে হারাতে হলে নিজেদের সেরা খেলাটাই খেলতে হবে বাংলাদেশকে, একটু ঢিলেমি দিলেই হয়ে যেতে পারে সর্বনাশ! ডাচদের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পাশাপাশি এশিয়া কাপে চোখ রেখে ব্যাটিং-বোলিং ঝালিয়ে নেওয়ার দিকেও নজর থাকবে লিটন বাহিনীর।

সিরিজের সূচি...

প্রথম টি-টোয়েন্টি : ৩০ আগস্ট, সিলেট

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি : ১ সেপ্টেম্বর, সিলেট

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি : ৩ সেপ্টেম্বর, সিলেট

* ৩টি ম্যাচই শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায়

এমনিতে ছোট দলের তকমাধারী হলেও ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে নেদারল্যান্ডস বেশ বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ

অক্রিকেটীয় আচরণ ক্রিকেটে ক্ষতি করছে

ইকরামউজ্জমান

ক্রিকেট মাঠ এবং মাঠের বাইরে এত বেশি অক্রিকেটীয় খেলা চলছে গত কয়েক মাস ধরে যেটি শুধু অগ্রহণযোগ্য নয় রীতিমতো নিন্দনীয়। বিষয়টি দেশের ভবিষ্যৎ ক্রিকেটের জন্য উদ্বেগজনক। ক্রিকেট নিয়ে যাঁরা খেলছেন, পানি ঘোলা করছেন, যাঁরা ইন্ধন জোগাচ্ছেন, তাঁরা ধরেই নিয়েছেন এখনই সময় মতলব হাসিল করার কেননা এ ধরনের মওকা আগামীতে আর নাও মিলতে পারে।

ক্রিকেট পড়েছে ঝড়ের কবলে। খেলা থেকে ক্রিকেটে এখন মানুষ চরিত্র বড়। ক্রিকেটে বাড়ছে যথেচ্ছাচারিতা। বাড়ছে প্রবঞ্চনা, অসম্মান, অপমান আর লজ্জাজনক ভূমিকা। ক্রিকেট 'ডকুমেন্টারি' ক্রমেই লম্বা করে চলেছেন কুশিলবরা। যাঁরা ব্যক্তি স্বার্থে অবিবেচকের মতো ক্রিকেট নিয়ে লাফালাফি করছেন, শত্রুভাবাপন্ন বিরোধিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছেন এটি ঠিক হচ্ছে না। এখন প্রয়োজন দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়া। হিংসা, বিদ্বেষ আর স্ববিরোধিতা দূরে ঠেলে রাখা। ভদ্রলোকের খেলায় যদি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, শিষ্টাচার আর সুস্থ জীবনবোধ না থাকে তাহলে তো আর ক্রিকেট থাকবে না। ক্রিকেটের চেয়ে বড় তো হওয়ার কথা নয়। ক্রিকেটে নিজের সঙ্গে নিজের এত চ্যালেঞ্জ কেন। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের খেলা চলছে বিরতিহীনভাবে। ক্রিকেট পার করছে কঠিন সময়। মাঠের বাইরে সুবিধাবাদীদের ভিড় বাড়ছে। ক্রিকেটে অস্বচ্ছতা আর নোংরামি নতুন কিছু নয়–এগুলো আগেও ছিল তবে ঢাকনা দেওয়া ঝুড়ির মধ্যে। সেই ঢাকনা খুলে গেছে। অনেকের বিভিন্ন ধরনের রূপ বেরিয়ে পড়েছে। গাছের ওপর থেকে নিচে নেমেও কোনো রকম টিকে আছেন। এরপরও লোভ আর চাহিদার শেষ নেই।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান দেশের ক্রিকেট প্রশাসনকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। ক্রিকেটে কর্তৃত্ববাদিতা অতীতে সচেতন মহল দেখেছেন। দেখেছেন চাটুকারিতার নির্লজ্জ রূপ। এই চাটুকাররাই আবার সময়ের সন্তান হয়ে তাদের নেতাদের হেনস্থা করা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি। সত্য মিথ্যার বয়ান ক্রমেই লম্বা হচ্ছে। এতে করে ক্রিকেটকে ঘিরে মানুষের মধ্যে এক ধরনের আস্থা ও বিশ্বাসহীনতার জন্ম হয়েছে। সবাই চান ক্ষমতার তাপ উপভোগ করতে। মিডিয়ায় উঠে আসছে একেক জনের একেক রকম ইচ্ছার কথা। কিন্তু চাইলেই তো সবকিছু সম্ভব নয়। মতলবী খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনেক বেশি। কে কিভাবে কতটুকু সুযোগ বাগিয়ে নিতে পারবেন ভবিষ্যতে একটি দেখার বিষয়। এদিকে সত্য মিথ্যাকে ঘিরে প্রচুর গুজব ডানা মেলেছে। মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অনেক ক্ষেত্রে অবিবেচকের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছে। ক্রিকেটকে ঘিরে শুরু হয়ে গেছে নতুন করে রাজনৈতিক দলগুলোর খেলা। অনেককেই বলতে শুনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল–কিন্তু কে আসলে বোর্ড চালাচ্ছেন পেছন থেকে? অপ্রিয় শোনালেও সত্যি যে সংস্কার সাধনের নামে ক্রীড়াঙ্গনে একধরনের অস্বস্তিকর অবস্থার জন্ম হয়েছে। সংগঠকদের বাদ দিয়ে তো ক্রীড়াঙ্গন চলবে না। সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির বিস্তর ফারাক। জেলা, বিভাগ এবং অন্যান্য সংস্কার ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে তো সব কটি খেলার জাতীয় ফেডারেশনের নির্বাচনপ্রক্রিয়া জড়িত। বিসিবির প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম বুলবুল বেশ কিছুদিন আগেই মিডিয়াকে বলছেন বিসিবির নির্বাচন চলতি বছর অক্টোবর মাসেই অনুষ্ঠিত হবে। আর এর জন্য অক্টোবরে নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিতেও নির্দেশ দিয়েছেন। বিসিবির সাবেক পরিচালক সিরাজ উদ্দিন আলমগীর মনে করেন ক্রিকেট বোর্ডের গঠনতন্ত্র সংশোধন ছাড়া নির্বাচন হলে তাতে বিশেষ করে ঢাকার বাইরে থেকে অন্যায়ভাবে অনেকের কাউন্সিলর তখন ভোটার হয়ে যাওয়ার সুযোগ আবার উন্মুক্ত হবে। আগে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলো কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনার মাধ্যমে কাউন্সিলর চূড়ান্ত করার নিয়ম ছিল। সেই সঙ্গে কাউন্সিলরের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হওয়াও বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু পরে নিয়ম বদলে ফেলা হয়। সেই থেকে জেলা ও বিভাগের ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির একক স্বাক্ষরে কাউন্সিলর মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে। পদাধিকারবলে এই সংস্থাগুলোর সভাপতি জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসকেরা। তাদের একক ক্ষমতার অপব্যবহার অনেককে অন্যায়ভাবে এখনো বিসিবিতে ঢোকার পথ করে দেবে। উনারা সরকারি চাকরি করেন। ওপর থেকে কারও নাম পাঠাতে বললে তারা সেটি করতে বাধ্য। এরই সুযোগ নিয়ে অতীতে বিসিবিতে এমন অনেকে ঢুকেছেন যাঁরা পরীক্ষিত ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন না, যেমন–শেখ সোহেলের খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন। তবু কাউন্সির হয়ে বিসিবি পরিচালক হতে তাদের আটকায়নি। (কালের কণ্ঠ ১ আগস্ট ২০২৫)।

স্রেফ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কারণে ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে বিভাজন আর বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সব সময় বিরাজ করে। একজনের ভালো আরেকজন দেখতে পারেন না। আর তাই পিছে লেগে থাকার খেলা সব সময় চলে। টাকা আত্মসাৎ অভিযোগ করতে এসে দুর্নীতি দমন কমিশনের টিম কিছুই পায়নি। এটি একটি স্বস্তি। বোর্ডে পরিচালক হিসেবে আছেন অথচ ক্রিকেটের প্রতি দায়বদ্ধতা নেই। ক্রিকেট চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা কারও কারও ভোতা হয়ে গেছে। কপটতা এবং দ্বিচারিতা দেশের ক্রিকেটের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

৮ জন পরিচালক জোটবদ্ধ হয়ে একটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেভাবে বোর্ড প্রেসিডেন্টের ফারুক আহমেদ বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁর প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করে চিঠি দিয়ে তাকে পদ সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে অতীতে এর নজির নেই। এই উদাহরণটি সব সময় বাংলাদেশের ক্রিকেটকে 'হান্ট' করবে। ক্রিকেটে এখন যা ঘটছে এটি ঘটতে দেওয়া উচিত নয়।

খেলোয়াড়রা পারছেন না প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে। ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বিভিন্ন কারণে প্রশ্নবিদ্ধ। ক্রিকেটে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব। দেশের ক্রিকেটে আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট নয়। বাংলাদেশের ক্রিকেটের বৈশ্বিক অবস্থান ক্রমেই নিম্নমুখী–আর এটি তিন সংস্করণে। সব সময় বলা হচ্ছে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে–সেই ঠিক আর হচ্ছে না। টিম সিলেক্টার, কোচ, ক্রিকেট অপারেশন এবং টিম ম্যানেজমেন্টের দিকে আঙুল সব সময় উত্তোলিত হয়ে আছে। প্রশ্ন উঠেছে তাদের ক্রিকেট আনুগত্য নিয়ে। মানুষ ক্রিকেটকে ভালো দেখতে দায়–সিন্ডিকেটের খেলা নয়। আর তাই দেখতে চায় যোগ্যদের ক্রিকেট বোর্ডে। যাঁরা সত্যি কাজ করার এবং ছাপ রাখার যোগ্যতা রাখেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটে সব সময় মাঠের বাইরে অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষণের মতো ঘটনা ঘটানো হচ্ছে–এটি কাম্য নয়।

২৫ বছর ধরে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা গঠনের আলোচনা চলছে। এখনো সেই আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা কাজ শুরু করতে পারেনি। ক্রিকেট তো ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং রাজশাহী কেন্দ্রিক। ১৮ কোটি মানুষের দেশে ২০ জনও বিশ্বমানের খেলোয়াড় নেই। পাইপ লাইনে আগেও খেলোয়াড় ছিল না এখনো নেই। ক্রিকেটকে তো ছড়িয়ে দেওয়া হয়নি। তৃণমূলে যেতে হবে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টিকে থাকতে হলে।

আসন্ন ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনে অনেকেই প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কয়েকজন আবার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এটা একটা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় আগে আসতে হবে। প্রথম কাউন্সিলরশিপ নিতে হবে। কাউন্সিলর হওয়ার পরে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। নির্বাচিত হয়ে যাঁরা আসবেন, তাঁরা ঠিক করবেন কে প্রেসিডেন্ট হবেন।

অনেকেই মনে করেছেন ক্রিকেট বোর্ডের আসন্ন নির্বাচনে আমিনুল ইসলাম বুলবুল আবার প্রার্থী হবেন। এনএসসির (জাতীয় ক্রীড়াপরিষদ) কোটায় আবার কাউন্সিলর হয়ে পরিচালক হবে। এরপর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন। গত ৬ আগস্ট এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে একটি পত্রিকাকে জানান, আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, 'আমার আবার প্রেসিডেন্ট হয়ে আসার কোনো দুরভিসন্ধি নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের ইচ্ছায় একটি নির্বাচিত কমিটির বাকি মেয়াদ আমি পুরো করে যাচ্ছি। বলতে পারেন আমি সরকারকে সার্ভিস দিচ্ছি। এটুকুই।'

ঢাকায় ৬ দেশের আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ

ওমর ফারুক রুবেল

দেশের অন্যতম উদীয়মান খেলা স্কোয়াশ। আগে খেলাটি চলতো ঢিমেতালে। কিন্তু গত চার বছরে তা অনেক বদলেছে। এখন তারা দেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক আসর আয়োজন করে। বিদেশে খেলতে যায়। এমনকি পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় সাউথ এশিয়ান গেমসে পদক পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও করছে। গত চার বছরে খেলাটিকে আমূল বদলে দিয়েছেন ফেডারেশনের সাধারন সম্পাদক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জিএম কামরুল ইসলাম। এক হাতে পৃষ্ঠপোষকদের টেনে আনছেন স্কোয়াশে। আবার বড় আসরের আয়োজনও করছেন তিনি।

এক সঙ্গে দুটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট

এক সঙ্গে স্কোয়াশের দুটি আন্তর্জাতিক আসর ২৬-২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। দুই টুর্নামেন্টের মধ্যে একটি ছেলেদের পিএসএ চ্যালেঞ্জ ট্যুর এবং অন্যটি মেয়েদের ডব্লুএসএফ ও পিএসএ স্যাটেলাইট টুর্নামেন্ট, যার পোশাকি নাম আরএফএল-এসিআই ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ স্কোয়াশ ওপেন টুর্নামেন্ট। দুই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ভারত, ইরান, কুয়েত, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও স্বাগতিক বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা। বাংলাদেশের জাতীয় দলের শাহাদাৎ, রনি ও সুমন এবং বয়স ভিত্তিক দলের উদীয়মান স্কোয়াশ খেলোয়াড় বিকেএসপির সাইমুন, আমিনুল, পারভেজ ও সেনাবাহিনীর আপন ও আজিজের সঙ্গে খেলেন ইরান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, কুয়েত ও মালয়েশিয়ার আটজন পেশাদার স্কোয়াশ খেলোয়াড়রা। পাশাপাশি মেয়েদের স্যাটেলাইট ট্যুরে বাংলাদেশের মারজান, চাঁদনী, নাবিলা, উর্দ্, মেঘনা, জুঁই, মানিকা, পূজা রানীসহ প্রথম সারির ১৩ জন নারী খেলোয়াড় খেলেন মালয়েশিয়ার যমজ বোন পেশাদার নারী স্কোয়াশ খেলোয়াড় ভিনিকা ও ভার্টিকা এবং ইরানের রামজানজাদে নামিনি নারগোলের সঙ্গে। প্রতিযোগিতা দুটির খেলা ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি স্কোয়াশ কমপ্লেক্স, আর্মি অফিসার্স মেস ও ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কোয়াশ কোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলা আর্মি স্কোয়াশ কোর্টেই অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন

২৬ জুলাই ঢাকা সেনানিবাসে আর্মি স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে ফেডারেশনের সভাপতি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং চিফ মেজর জেনারেল মু. হাসান-উজ-জামান বেলুন উড়িয়ে এবং ফিতা কেটে প্রতিযোগিতা দ্বয়ের উদ্বোধন করেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফাইনাল

তুমুলপ্রতিদন্দ্বিতাপূর্ণ ফাইনাল খেলায় ইরানের সেপার কুয়েতের বাদর আলমাগাবীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বাংলাদেশের সেরা পুরুষ খেলোয়াড় হওয়ার গৌরব অর্জন করেন সেনাবাহিনীর কর্পোরাল শাহাদাৎ হোসেন। মেয়েদের ফাইনালে ভিনিকা সাইনি ভাটিকা সাইনিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এই গ্রুপের সেরা বাংলাদেশি মহিলা খেলোয়াড় হওয়ার গৌরব অর্জন করে ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মারজান মনিকা।

পুরস্কার বিতরণ

২৯ জুলাই ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে '৬ষ্ঠ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ ওপেন ২০২৫' এর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্কোয়াশ র‌্যাকেটস ফেডারেশনের সভাপতি মেজর জেনারেল মু. হাসান-উজ-জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সেনাপ্রধান ও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জেনারেল ওয়াকর-উজ-জামান। এ ছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিফ অব জেনারেল স্টাফ লে. জে. শামীম, আর এফ এল গ্রুপের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আর এন পাল।

সাধারণ সম্পাদকের কথা

ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জিএম কামরুল ইসলাম বাংলাদেশে মৃতপ্রায় স্কোয়াশ খেলার দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা স্পন্সর করার জন্য এফ এল এবং এ এস আই গ্রুপকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'নিজস্ব কোর্টবিহীন হাজার সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের মধ্যে খুবই সীমিত সম্পদ দ্বারা গত প্রায় পাঁচ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমরা তিল তিল করে বিলুপ্ত প্রায় খেলাটির পুনর্জন্ম ঘটিয়ে সামনের দিকে গৌরব আর সম্মানের যাত্রা শুরু করেছি। সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা এবং বনানীর প্রস্তাবিত কমপ্লেক্সটি পেলে স্কোয়াশ খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক মেডেল অর্জনসহ দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও গৌরব অর্জন করবে ইনশা আল্লাহ।

প্রথম জাতীয় নারী দল গঠন

বাংলাদেশ স্কোয়াশ ফেডারেশন স্বাধীনতার পর প্রথমবার নারী স্কোয়াশ দল তৈরি করছে। সম্প্রতি তারা নেপালে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে রৌপ্য পদক লাভ করেছে। ফেডারেশনের নিজস্ব কমপ্লেক্স না থাকার জন্য ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি স্কোয়াশ কমপ্লেক্স ও অফিসার্স মেস স্কোয়াশ কোর্ট এবং বসুন্ধরায় ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ স্কোয়াশ কোর্ট–এই তিন ভেনুতে খেলাগুলোর আয়োজন করা হয়েছিল।

বিশ্বকাপে লড়াকু দল গড়তে চান যুব হকির ডাচ কোচ

মোরসালিন আহমেদ

বাংলাদেশকে লড়াকু দলে পরিণত করে যুব বিশ্বকাপ হকির আসরে হাজির হতে চান ডাচ কোচ সিগফ্রাইড আইকম্যান। শুধু তা-ই নয়, প্রথমবারের মতো অংশ নিতে যাওয়া লাল-সবুজের দলকে এখান থেকেই ভবিষ্যতের জাতীয় দল হিসেবে গড়ে তোলারও পরিকল্পনা করছেন। কেননা এ দলটিই আগামী দিনে জাতীয় দলে পরিণত হবে। তাই ভালো খেলতে হলে সবার আগে দলকে বিশ্বমানের ফিটনেস নিয়ে যেকোনো আসরে যেতে হবে। এ জন্যই ফিটনেসের ওপর বেশি জোর দিচ্ছেন। যখন খেলোয়াড়রা শতভাগ ফিটনেসে চলে আসবেন, তখন থেকেই আইকম্যান দলের দায়িত্ব নেবেন। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সঙ্গে সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি করে গত ৩ আগস্ট গণমাধ্যমের সামনে এভাবেই আইকম্যান নিজের কথাগুলো মেলে ধরেন। জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বাংলাদেশ 'এফ' গ্রুপে খেলবে। খুবই শক্তিশালী গ্রুপে পড়েছে। অস্ট্রেলিয়া সাবেক চ্যাম্পিয়ন। সবশেষ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট ফ্রান্স। এশিয়ান অন্যতম পরাশক্তি দক্ষিণ কোরিয়া। এ তিন দলের সঙ্গে প্রত্যাশিত ফল বের করে আনা কঠিন। তবে প্রতিপক্ষ যেনো লড়াইয়ে নেমে বুঝতে পারে বাংলাদেশ ফেলে দেওয়া দল নয়। কাজেই শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষে বাংলাদেশকে লড়াকু মেজাজে পরিণত করে সবাইকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই। শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা মাঠে লড়ব। কাউকে ছাড় দেব না। ভালো রেজাল্ট করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। এমন কি, ভাগ্যদেবী সহায় হলে যেকোনো একটা দলকে হারিয়ে চমকও দেখাতে পারি।

বাংলাদেশ জাতীয় যুব দলের নয়া ডাচ কোচ সিগফ্রাইড আইকম্যান এশীয় হকিতে খুবই পরিচিত নাম। দেড় যুগের মতো শুধু এশীয় হকি নিয়েই কাজ করছেন। এশিয়ান হকির পরাশক্তি দেশগুলোর মধ্যে জাপান, পাকিস্তানসহ বেশ কিছু দেশের কোচিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। সবশেষ ওমান দলের দায়িত্ব পালন করছিলেন। বিভিন্ন টুর্নামেন্টে তিনি প্রতিপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশকেও পেয়েছিলেন। কাজেই বাংলাদেশ হকির সম্পর্কে তাঁর একটি স্বচ্ছ ও ভালো ধারণা রয়েছে। এক প্রশ্নে আইকম্যান বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় ও যুব দলকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। এখানে উন্নতি করার মতো যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এমন কি, বিশ্ব হকিতে উঠে আসার মতো সম্ভাবনাময় দলও বটে। তাই আন্তর্জাতিক আঙিনায় দেশের হকির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে তিনি বয়সভিত্তিক দলের ওপর জোর দিতে হবে। একই সঙ্গে জাতীয় দলের পাইপলাইন তৈরিতে যুব দলকে বেছে নিয়ে আগামী দিনের জাতীয় দল গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, আজ যাঁরা যুব দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁরাই কিন্তু ভবিষ্যৎ জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন। কাজেই স্থানীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় যুব দলকে তুলে আনতে হলে সবার আগে তাদের ফিটনেস দরকার। হাই-পারফরম্যান্স কোচিং দরকার। জয়ের খুদা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। আমি দুই স্থানীয় কোচ মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান ও মশিউর রহমান বিপ্লবকে খেলোয়াড়দের ফিটনেস তৈরিতে বেশ কিছু টিপস, কৌশল এবং একটি রুটিন ওয়ার্ক করে দিয়েছি। ক্যাম্প, প্র্যাকটিস ও নানা বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করেছি। উনারা আগস্ট মাসজুড়ে ফিটনেস লেবেল বাড়ানোর কাজ করবেন। আমি খেলোয়াড়দের প্র্যাকটিস সেসনও দেখেছি। মাঠে তাদের কি ধরনের ভুল-ত্রুটি হচ্ছে, কখন কোথায় কীভাবে পজিশন বদল করতে হবে, প্রতিপক্ষের

সীমানায় আক্রমণ, প্রয়োজনে কিভাবে রক্ষণাত্মক হতে হবে তা কাগজ-কলমে দেখিয়েছি। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে ওরা বিশ্বকাপের জন্য ভীষণ মুখিয়ে আছে। চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ দেখেছি। আমার বিশ্বাস টিম বাংলাদেশ বিশ্বকাপে ভালোই খেলবে।

হকি ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি করতে এসে আইকম্যান বলেন, এ মুহূর্তে দলের দায়িত্ব নিচ্ছি না। দলের জন্য নানারকম পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি। আমি সেপ্টেম্বর থেকে দলের পুরো দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বিশ্বকাপ পর্যন্ত থাকব। কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য বিশ্বকাপে বাংলাদেশ কতটা কি করতে পারবে সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্নে আইকম্যান জানান, যে সময় পাচ্ছি তা হয়ত যথেষ্ট নয়, তারপরও চেষ্টা থাকবে ভালো কিছু করার এবং সারপ্রাইজ দেবার। প্রস্তুতির জন্য যত সময় পাওয়া যাবে একজন কোচ দলের জন্য তত ভালো প্রস্তুতি নিতে পারেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর হাতে যে তিন মাস সময় পাচ্ছি তাতে কিছুটা কষ্টসাধ্য হলেও আশা করছি এ সময়ের মধ্যে দলকে একটা পর্যায় নিয়ে যেতে পারব। তাদের খেলা দেখেছি। চার কোয়ার্টারের মধ্যে আমার কাছে মনে হয়েছে, এমন কি মিডিয়ার বন্ধুরা আপনারাও দেখেছেন বাংলাদেশ প্রথম দুটি কোয়ার্টারে বেশ দাপুটের সঙ্গেই খেলছে। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারের শেষ দিক থেকে চতুর্থ তথা শেষ কোয়ার্টারে এসে আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এটি বাংলাদেশের দীর্ঘ দিনের একটা দুর্বলতা। মাঠে খেলার কৌশল, ফিটনেস আর দমের অভাবে তারা খেই হারিয়ে ফেলছে। এখানে আমাকে সেপ্টেম্বরজুড়ে কাজ করতে হবে দলের কলাকৌশল নিয়ে। এরপর দল নিয়ে পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস আর জার্মানি যাওয়া সিডিউল রয়েছে। সেখান থেকে দেশে ফিরে বিশ্বকাপের জন্য আরও এক মাস সময় পাচ্ছি। ওই এক মাসই হবে আসল প্রশিক্ষণ। ছেলেদের এ ক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

আইকম্যান বলেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ

কোরিয়াকে মাঠে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই। এরপর যেসব ক্লাসিফিকেশন ম্যাচ থাকবে সেখানে চমক দেখাতে চাই। আমার লক্ষ্য শুধু বিশ্বকাপই নয়, বাংলাদেশকে শক্তিশালী দল হিসেবেও গড়ে তুলতে চাই। আধুনিক হকি অনেক বদলে গেছে। প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু নতুনভাবে শিখতে হবে। খেলতে হবে। সব কিছু সায়েন্টিফিক হয়ে যাচ্ছে। ফলে আবেগ আর ভালোবাসায় এখন আর হকি চলে না। এটি এখন পুরোপুরি ডেটা নির্ভর হয়ে পড়ছে। প্রতিপক্ষ দলগুলো সম্পর্কে আপডেট জানাও খেলার একটি অংশ। মূল কথা হচ্ছে আমাকে স্রোতের সঙ্গেই চলতে হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে এগোতে হবে। সর্বোপরি জেতার জন্য মাঠে খেলতে হবে। আমি ছেলেদের মধ্যে সেই বীজ বোপন করতে চাই। এক প্রশ্নে আইকম্যান আরও বলেন, গ্রুপের মধ্যে কিন্তু আমরাই সবচেয়ে দুর্বল দল। এটা মেনেই মাঠে খেলতে হবে। তবে এ মুহূর্তে আবাসিক ক্যাম্পে যে ৪০ জন রয়েছেন তাদের থেকে ভালো একটা দল গঠন করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। এ কারণেই আমি ফিটনেসের ওপর বেশি জোর দিচ্ছি। আগস্ট মাস ধরে খেলোয়াড়রা পর্যবেক্ষণে থাকবেন। ফিটনেসের উন্নতি হলে খেলার মানও বাড়বে। এটা অর্জন করতে না পারলে প্ল্যান অনুযায়ী খেলা সম্ভব নয়। তবে আইকম্যান বলেন, ছেলেরা বিকেএসপির খেলোয়াড়। সারা বছরই তারা অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও টুর্নামেন্টের মধ্যে থাকেন। তাঁদের বেসিক ভিত অনেক ভালো, যা আমার কাজকে অনেক সহজ করে দিতে পারে এবং যতটুকু সময় পাব আশা করি প্ল্যান মতো এগোতে পারব। কেননা বাংলাদেশের সামর্থ্য ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমি জানি। অনেক ম্যাচ দেখেছি তারা এগিয়ে থেকেও জিততে পারেনি। এ ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের মনমানসিকাতা বদলাতে হবে। ম্যাচের শুরুতেই যদি প্রতিপক্ষকে বড় ভেবে বসি তাহলে কখনো হারাতে পারব না।

এদিকে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান বলেন, যুব বিশ্বকাপ সামনে রেখে আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। এসব পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে ৫ কোটি টাকার একটি বাজেট করা হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আশ্বস্থ করেছে সহায়তা করবে। এর বাইরে যমুনা ব্যাংক পিএলসি, ইউএস বাংলা এয়ারলাইনস সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া আরও বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি করপোরেট হাউসগুলোর কথ াবার্তা চলছে। প্রস্তাবিত বাজেটের মধ্যে ওয়ান থার্ড সংগ্রহ করেছি। অবশিষ্ট অর্থ আশা করছি শিগগিরই পেয়ে যাব। সাবেক এ খেলোয়াড় এক প্রশ্নে বলেন, বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে দেশের বাইরে অন্তত ১০টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে। এশিয়ার মধ্যে আমরা পাকিস্তানে কমপক্ষে ৪টি ম্যাচ খেলতে চাই। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সেখানে দল পাঠানোর চেষ্টা চলছে। পাকিস্তানকে বেছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে তারা এশীয় হকির অন্যতম পরাশক্তি। অপর প্রশ্নে বলেন, অক্টোবরে ইউরোপেও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার জন্য দল পাঠানোর চেষ্টা করছি। ফেডারেশনের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আমাদের যুব দলের ডাচ কোচ আইকম্যানও ইউরোপের কয়েকটি দেশের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার জন্য চেষ্টা করছেন। এ মুহূর্তে ইউরোপীয় হকি ব্যস্ত থাকায় খুব একটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ১০ দিনের ট্যুরে নেদারল্যান্ডস এবং জার্মানির সঙ্গে অন্তত ৬টি ম্যাচ খেলার বিষয় মোটামুটি চূড়ান্ত। বিশ্বকাপের আগে এসব ম্যাচ খেলতে পারলে টিম বাংলাদেশ নিজেদের স্কিল আরও উন্নত করবে পারবে বলে আমি মনে করি। এশিয়া ও ইউরোপ ট্যুর শেষে প্রস্তুতি ম্যাচে কার কোথায় ভুলত্রুটি ছিল, দলের কোন পজিশনে দুর্বলতা ছিল, দলের কোথায় কোথায় আরও উন্নতি ও সংশোধন প্রয়োজন, এসব নিয়ে কাজ করবেন ডাচ কোচ। সর্বোপরি ভালো একটা প্রস্তুতি নিয়ে বিশ্বকাপে যেতে চাই এবং শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সেরাটা দিয়ে প্রমাণ করতে চাই আমরাও পিছিয়ে নেই।

উল্লেখ্য ভারতের চেন্নাইয়ে আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। বিশ্বের ২৪টি দেশ ৬টি গ্রুপে অংশগ্রহণ করবে। শুরুতে রাউন্ড রবিন লিগে প্রতিটি গ্রুপে চারটি করে দল মোকাবিলা করবে। এরপর ফরম্যাট অনুযায়ী ক্লাসিফিকেশন ম্যাচ, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল দিয়ে বিশ্বকাপের যবনিকা ঘটবে। লাল-সবুজের দল 'এফ' গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে সবশেষ বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স, সাবেক চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়া হকির অন্যতম শক্তি দক্ষিণ কোরিয়া। রীতিমতো কঠিন গ্রুপে পড়েছে। তবু বুক চিতিয়ে লড়াই করে ভালো ফল করতে আত্মবিশ্বাসী ছেলেরা। গত ২৮ জুন সুইজারল্যান্ডের লুসানে ড্র অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বকাপের অপর দলগুলোর মধ্যে 'এ' গ্রুপে জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, আয়ারল্যান্ড, 'বি' গ্রুপে স্বাগতিক ভারত, পাকিস্তান, চিলি, সুইজারল্যান্ড, 'সি' গ্রুপে আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড, জাপান, চীন, 'ডি' গ্রুপে স্পেন, বুলগেরিয়া, মিশর, নামিবিয়া এবং 'ই' গ্রপে নেদারল্যান্ডস, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া খেলবে।

এবার স্বর্ণজয়ী মেজবাহ উশুর কোচ হলেন

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

উশু নামক খেলায় যে কজন তারকার দেখা পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে একজন মেজবাহ আহমেদ। দক্ষিণ এশিয়ান (এসএ) গেমসে স্বর্ণজয়ী এই সাবেক খেলোয়াড় কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। তার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বড় আশা নিয়ে। আবার যাতে স্বর্ণ সাফল্যে উদ্ভাসিত হতে পারে সেই লক্ষ্যেই তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে এসএ (দক্ষিণ এশিয়ান) গেমস ও ইসলামিক সলিডারিটি গেমসের উশু প্রতিযোগিতার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে উশুর তাউলু ইভেন্টের কোচ হিসেবে ফেডারেশন নিয়োগ দিয়েছে স্বর্ণজয়ী মেজবাহ উদ্দিনকে। ২০১০ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এসএ গেমসে উশুতে স্বর্ণ জয়ী মেজবাহকে তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশকে আরও সাফল্য এনে দিতে চান।

তাঁর উপর রাখার রাখা আস্থার প্রতিদান দিতে চান মেজবাহ, অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশকে আবারও স্বর্ণপদক উপহার দিতে চান, 'উশুতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা ছিল বেশ। কিন্তু সেটিকে কাজে লাগানো যায়নি। আমি এর আগে ২০১০ সালের এসএ গেমসে উশুতে স্বর্ণ জিতেছিলাম। আমার সেই অভিজ্ঞতা এখন খেলোয়াড়দের মাঝে ভাগাভাগি করতে চাই। ভবিষ্যত বিবেচনায় দীর্ঘমেয়াদি এই অনুশীলনে আমি আশা করি এবার বাংলাদেশ উশু থেকে এসএ গেমসে স্বর্ণ পদক জয় করে আনতে সক্ষম হবে'। এর আগে উশু ফেডারেশন কুংফুর জন্য প্রথম বিদেশি কোন কোচ নিয়োগ দিয়েছে। বাংলাদেশে আসার পর তাঁকে সম্প্রতি বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানান ২০১০ ঢাকা দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে স্বর্ণ জয়ী এই কোচ মেজবাহ উদ্দিন। ফেডারেশন তাঁকে বড় আশা নিয়ে নিয়োগ দিয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শিফু দিলদার হাসান দিলু বলেন, 'উশু নিয়ে আমরা বড় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। পাশাপাশি আমরা দেশের কুংফুকে যুগোপযোগিত করতে এবং কুংফুকে এগিয়ে নিতে দেশের বাইরে থেকে কোচ এনেছি। এতে অবশ্য আমাদের খুব একটা অর্থকড়ি খরচ হচ্ছে না। কেবল থাকা-খাওয়ার খরচ দিচ্ছি তাঁদের। আশাকরি মেজবাহকে নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে দেশের কুংফু খেলোয়াড়রা আরও ভালো কিছু করবে। আমরা সেই প্রত্যাশা নিয়েই সামনে এগিয়ে যাচ্ছি'। মেজবাহকে মূলত নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আগামী নভেম্বরে সৌদি আরবের রিয়াদে ইসলামিক সলিডারিটি গেমস ও ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য এসএ গেমসকে সামনে রেখে। মেজবাহও সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

এশিয়ান ইয়ুথ গেমস নিয়ে ফেডারেশনগুলোর প্রত্যাশা

মোরসালিন আহমেদ

এশিয়ান ইয়ুথ গেমসের প্রথম দু'টি আসরে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করলেও প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তি মেলাতে পারেনি। তবে তৃতীয় আসর ঘিরে কয়েকটি ডিসিপ্লিনে পদক প্রাপ্তির সম্ভাবনা হাতছানি দিচ্ছে। এক্ষেত্রে দেশের উদীয়মান ক্রীড়াবিদরা নিজেদের কতটা মেলে ধরতে পারেন দেখার বিষয়। বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন (বিওএ) এবারই এ গেমসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিসিপ্লিনে দল পাঠাতে যাচ্ছে। ১৮টি ডিসিপ্লিনের মধ্যে বাংলাদেশ ১৩টি ডিসিপ্লিনের বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবে। ডিসিপ্লিনগুলো হচ্ছে অ্যাথলেটিকস, ব্যাডমিন্টন, বক্সিং, বাস্কেটবল (৩*৩), গলফ, জুডো, সাঁতার, টেবিল টেনিস, তায়কোয়ান্দো, ভারোত্তোলন, কুস্তি, কাবাডি ও সাইক্লিং। এ গেমসে বিওএ সদস্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হুমায়ুন কবীর সেফ দ্য মিশনের দায়িত্ব পালন করবেন। আগামী ২২ অক্টোবর বাহরাইনের রাজধানী মানামায় গেমসের পর্দা উঠতে যাচ্ছে। যা ৩১ অক্টোবর শেষ হবে। এর আগে লাল-সবুজের দেশ ২০০৯ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে অংশগ্রহণ করেছিল। তখন ৯টি ডিসিপ্লিনের মধ্যে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট শুধু মাত্র অ্যাথলেটিকস, সুইমিং, শুটিং ও বাস্কেটবলে (৩*৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। কিন্তু প্রাপ্তি বলতে কিছু মেলেনি। এরপর ২০১৩ সালে ১৬টি ডিসিপ্লিন নিয়ে চীনের নানজিং শহরে দ্বিতীয় আসর অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৯ সদস্যের বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট অ্যাথলেটিকস, সুইমিং, ভারোত্তোলন ও গলফে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় আসর থেকেও শূন্যহাতে ফেরতে হয়েছিল ক্রীড়াবিদদের। পরবর্তী তৃতীয় আসর হওয়ার কথা ছিল ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার হাম্বানতোতায়। সেটি আলোর মুখ না দেখায় ভেন্যু পরিবর্তন হয়ে ২০২১ সালে চীনের শান্ততে হওয়ার কথা ছিল। এটিও শেষ পর্যন্ত কারোনাভাইরাসের কারণে মাঠে গড়াতে পারেনি। অবশেষে ১২ বছর পর তৃতীয় আসর আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে বাহরাইনে। এ গেমস সামনে রেখে অংশগ্রহণকারী ফেডারেশনগুলো পবিত্র ঈদ উল ফিতরের পরপরই আবাসিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প শুরু করে। যা গেমসে যাবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তৃতীয় আসর শুরু হতে আর মাত্র ৬৬ দিন বাকি। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনগুলো দল চূড়ান্তকরণে ব্যস্ত সময় পার করছে। কিছু কিছু ফেডারেশন আবার এরই মধ্যে দল চূড়ান্ত করে ফেলেছে। গেমসের কোন কোন ডিসিপ্লিন থেকে সম্ভাব্য পদক আসতে পারে কিংবা ভালো করার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিয়ে হিসেব-নিকাশ চলছে। ধারণা করা হচ্ছে সম্ভাব্য পদক জয়ের ক্ষেত্রে কাবাডি এগিয়ে। কেননা যেসব ডিসিপ্লিন এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে এর মধ্যে এশিয়ান গেমসে কেবলমাত্র কাবাডিরই রৌপ্য আর ব্রোঞ্জপদক জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

কাবাডি : বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এসএম নেওয়াজ সোহাগ বলেন, কাবাডি নতুন ডিসিপ্লিন হিসেবে এবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমানে পুরুষ ও নারী দলে ২৫ জন করে ক্যাম্পে রয়েছেন। দল এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কাবাডি স্টেডিয়ামে ছেলেরা ও ধানমন্ডি গোপী নাথ মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে মেয়েরা অনুশীলন করছেন। তিনি আরও বলেন, বয়সভিত্তিক দল সম্পর্কে আগাম বলা মুসকিল। এশিয়ান পর্যায় আমরা বরাবরই ফাইট দিয়ে আসছি। আমার বিশ্বাস যুব দলও নিজেদের সেরাটা মেলে ধরবে। অবশ্যই পদক জয়ের আশা করছি।

পুরুষ কাবাডি দলে টিম লিডার মো. মনিরুজ্জামান, ম্যানেজার আবদুল হাকিম ও কোচের দায়িত্বে রয়েছেন মো. আশরাফুল আলম। সম্ভাব্য খেলোয়াড়রা হলেন- মো. সাদিউল কাওসার, সাফায়েত কাজল তাহিম, মো. ওমর ফারুক জীবন, মো. আল মামুন ইসলাম, মো. রাতুল ইসলাম, মো. শাহেদ রহমান নাফি, মো. রাজু, মো. রাকিব, লায়ন, তাহমিদ বারি মিঠু, মো. নয়ন কাজী, সামস মিয়া, তাজুল ইসলাম রাফিন, লিপন মজুমদার, মোস্তাকিন, আবু হানিফা, মো. রায়হান হোসেন, মো. রানা সরদার, রাকিবুল হাসান শহীদ, জুলফিকার আকাশ, মো. মাশরুফ আরাফাত আদনান, মো. আরাফাত হোসেন, মো. হাসিবুল, আবদুল্লাহ আল আরেফিন ও সাব্বির হোসেন। এদিকে নারী কাবাডি দলকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন সাবেক তারকা খেলোয়াড় কোচ শাহনাজ মালেকা। দলের সম্ভাব্য খেলোয়াড়রা হলেন- আঞ্জুয়ারা রাত্রি, তাহরিম, সাদিয়া আক্তার হালিমা, কথা রানী শীল, নাদিয়া, রিফা আক্তার, জুই আক্তার, ফাতেমা ইয়াসমিন, ভাগ্যশ্রী মন্ডল, উষা সরকার, রোজা খানম, রুমা চাকমা, অকা চাকমা, অভি চাকমা, ঐশী আক্তার, রিমি আক্তার জেসমিন, সামা চিং মারমা, তাহমিনা আক্তার, রাবেয়া খানম, ময়না আক্তার সেতু, মারিয়া আফরোজ, আন্তরা রানী রায়, লামিয়া আক্তার ও সাদিয়া।

অ্যাথলেটিকস : বাস্তব সত্যি হচ্ছে গেমসে ফল পাওয়া কঠিন হবে। আমরা যাতে অন্তত টাইমিং পারফরম্যান্স বেটার করতে পারি সেই চেষ্টা করছি। আসন্ন গেমস উপলক্ষে এভাবেই বলছিলেন কোচ মো. আবদুল্লাহ হেল কাফি। তিনি জানান, প্রতিদিন সকাল-বিকেল জাতীয় স্টেডিয়ামে দলের প্রশিক্ষণ চলছে। এক প্রশ্নে কাফি বলেন, গেমসে দু'জন অ্যাথলেট অংশ নেবেন। জাতীয় জুনিয়র মিটে চমৎকার টাইমিং করায় তাঁরা সিলেক্ট হয়েছেন। আশা করছি, তাদের নিজেদের বর্তমান টাইমিং ছাড়িয়ে যেতে পারবেন গেমসে। ১০০ মিটার স্প্রিন্টে মো. শিপন মিয়া এবং ৪০০ মিটার স্প্রিন্টে মো. সামি ইসলাম সানি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

ব্যাডমিন্টন : বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. রাসেল কবির সুমন জানান, বিকেএসপিতে দলের অনুশীলন চলছে। গেমসে দু'জন শাটলার অংশ নেবেন। তাঁরা হলেন মো. রাইসুল ইসলাম জয় ও মার্গারেট মুগ্ধ বিশ্বাস। তাঁদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন রাইসুল আলম খান ও তাপতুন নাসরীন।

বক্সিং : প্রস্তুতি জোরেশোরে এগিয়ে চলছে জানালেন বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের

সাধারণ সম্পাদক এমএ কুদ্দুস খান। তিনি এক প্রশ্নে বলেন, বক্সাররা বিকেএসপিতে আবাসিক ক্যাম্পে রয়েছেন। এ গেমসে ভালো কিছু করা বেশ কঠিন। তবে আমাদের সেরাটা দেবার সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে। অপর প্রশ্নে বলেন, এখানে ফিকচারটা বড় ফ্যাক্টর। লটারিতে যদি শক্ত প্রতিপক্ষ পড়ে যায় তাহলে তো কঠিনই বটে। তবে যেকোনো কঠিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে বক্সাররা মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি জানান, মো. রিয়াদ ৪৮ কেজি ওজন শ্রেণি, মো. আলী আসাদুল্লাহ ৫৭ কেজি ওজন শ্রেণি, সানি আহমেদ ব্যাপারী ৬০ কেজি ওজন শ্রেণি ও নয়ন ত্রিপুরা ৭০ কেজি ওজন শ্রেণিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কোচ হিসেবে রয়েছেন আবু সুফিয়ান চিশতি।

বাস্কেটবল (৩*৩) : মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে বাস্কেটবলের প্রস্তুতি চলছে। এ ভেন্যুতে গেমসের আরও কয়েকটি ডিসিপ্লিনের প্র্যাকটিস সিডিউল থাকায় প্র্যাকটিসে মনোযোগী হতে পারছেন না খেলোয়াড়েরা।

বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মেজর অব. আতিকুল হাফিজ বলেন, ফলাফল তো পরের ব্যাপার। আমরা তো ঠিকমত প্র্যাকটিসই করতে পারছি না। গেমসের জন্য এ ভেন্যুতে বিভিন্ন ফেডারেশনের প্রশিক্ষণ তো হয়ই, এর বাইরে আবার অনেক ফেডারেশনকেও জাতীয় টুর্নামেন্ট করার জন্য বরাদ্ধ দেওয়া হচ্ছে। এসব কারণে প্রায়সময় প্র্যাকটিস বন্ধ রাখতে হচ্ছে। কাজেই নিরবছিন্নভাবে অনুশীলন করতে না পারলে ভালো ফল করা সম্ভব নয়। আশা করছি ছেলেরা ভালো কিছু ম্যাচ খেলবেন।

তিনি জানান, দলে রয়েছেন আদ্রদ্বীপ বসাক, ফাহাদ রহমান, মো. আদম আলী, মো. ফয়সাল হোসেন, রিদওয়ান আহমেদ তুলন, মো. রিফাত ইসলাম, শেখ রিহান, মো. তৌসিফ করিম, মো. আফ্রিদ্রি, মাহদি মুহতাসিম, অতুল আরাবী নেহাল ও সান রজার ম্রং।

জুডো : দু'জন জুডোকা গেমসে অংশ নেবেন। বিকেএসপিতে তাঁদের প্রস্তুত করে তুলছেন কোচ ফারহানা হালিম। বাস্তবতার নিরিখে ভালো ফল কিংবা সাফল্য পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। তবুও তাঁরা ভীষণ আত্মপ্রত্যয়ী। -৫৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে ওয়াদুদ রহমান রনি এবং -৫২ কেজি ওজন শ্রেণিতে থুই মেনু মার্মা অংশ নেবেন।

সাঁতার : কোচ মনির হোসেন ফকিরের তত্ত্বাবধানে মিরপুর জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে দুই সদস্যের সাঁতার দলের অনুশীলন চলছে। তাঁরা হলেন আবদুল আজিম ও মাইশা আক্তার মিম। এক প্রশ্নে মিম ও আজিম জানান, বর্তমানে আমরা জাতীয় পর্যায় যে টাইমিং করেছি সে থেকে আরও বেটার টাইমিং করার চেষ্টা করব। এরপর চেষ্টা থাকবে হিট উতরিয়ে যদি পরবর্তী পর্বে যাওয়া যায়।

টেবিল টেনিস : থাইল্যান্ডের ২৫ বছর বয়সী কোচ প্যাটারটর্ন পাসারা দলের দায়িত্ব নিয়েছেন খুব বেশি দিন হয়নি। তিনি বলেন, মাত্র দশ দিন হয়েছে কোচিং করাচ্ছি। হুট করে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তবে ছেলেমেয়েদের দেখে আমার কাছে প্রতিভাবান মনে হয়েছে। তাঁরা দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ পেলে ভালো করবে। ইয়ুথ গেমসে খেলোয়াড়রা সাধ্যমত ফাইট করার চেষ্টা করবেন। টেবিল টেনিস দলে রয়েছেন হাসিব, মাহি, মনিরুল, সাকিব, সিগমা, আসমা, অনন্যা ও জান্নাতুল।

তায়কোয়ান্দো : বিকেএসপিতে তায়কোয়ান্দো দলের প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে। দলের লক্ষ্য ভালো পারফরম্যান্স করা। সেভাবেই তাহিব হোসেন ওসমান, সাহামাত সাইফান আহনাফ, সুহা রাইফা সাইদ ও মারিন আশরাফি কঠোর অনুশীলন করে চলেছেন।

ভারোত্তোলন : পদক জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ দেখছেন বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সভাপতি উইং কমান্ডার অব. মহিউদ্দিন আহমেদ। তবে যারা গেমসে যাচ্ছেন তাঁদের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের চেয়েও ভালো করার সম্ভাবনা দেখছেন প্রবীণ এ সংগঠক। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, কোচ ফিরোজা পারভীন মেয়েদের বিকেএসপিতে এবং কোচ মো. রনি শেখ ছেলেদের আর্মি স্টেডিয়ামের জিমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। আসন্ন গেমসে সুমনা রায় ৪৮ কেজি ওজন শ্রেণি, শাম্মী সুলতানা ৫৩ কেজি ওজন শ্রেণি, মো. মারুফ হোসেন ৬৫ কেজি ওজন শ্রেণি ও মো. রহিম ৭৯ কেজি ওজন শ্রেণিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

কুস্তি : বাংলাদেশ কুস্তি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মেসবাহ উদ্দিন আজাদ বলেন, ক্যাম্পে এ মুহূর্তে ৪ জন রয়েছেন। তবে বাহরাইন যাবেন ২ জন। কোচ যাবেন একজন। বর্তমানে কোচ শিরিন সুলতানা ও শেখ রিপন মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে কোচিং করাচ্ছেন। তবে অন্যসব ডিসিপ্লিনের খেলা থাকলে তখন ক্রীড়াপল্লীর আউটডোরে ইয়ুথগামী দলের অনুশীলন করানো হয়। আবাসিক ক্যাম্পে মোহনা ৬৯ কেজি ওজন শ্রেণি, জেমি ৬৯ কেজি ওজন শ্রেণি, অর্পিতা বিশ্বাস ৫৭ কেজি ওজন শ্রেণি ও সৃষ্টি রায় ৫০ কেজি ওজন শ্রেণিতে প্র্যাকটিস করছেন।

সাইক্লিং : মিরপুর ক্রীড়া পল্লী থেকে ঢাকার পূর্বাচল এলাকার ৩০০ ফিট নামক সড়কে ৬ জন সাইক্লিষ্ট নিয়ে ইয়ুথ গেমসের প্রস্তুতি চলছে। কোচ জাঙ্গাগীর আলম রেজু প্রতিদিন ভোরে আবাসিক ক্যাম্পে থাকা জীবন আলী, মো. মাহবুব আলী মেরাজ, এমএস আবিদ হাসান, মো. তাসফিন ফাহাদ, আহমেদ উমায়ের ও আহনাফ আদিল নাবিয়াল কঠোর অনুশীলন করাচ্ছেন। বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, ক্যাম্পে ৬ জন থাকলেও গেমসে যাবেন ২ জন সাইক্লিষ্ট। ছেলেরা রোড ট্রায়াল টিম ইভেন্টে অংশ নেবেন। তিনি জানান, দিন দিন তাঁরা বেটার টাইমিং করছেন। আশা করছি ভালো ফল করবেন সাইক্লিস্টরা।

এবার হবে কি ভুটান জয়

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য সাফল্য-ব্যর্থতা মিলেই ভুটানের মাঠ। এই পাহাড়ি দেশটিতে ২০০২-০৩ সালে জিমগে দর্জি ওয়াংচুক কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। ঢাকা একাদশ নামে লাল-সবুজরা খেলেছিল সেই আসরে। ভুটান এবং নেপাল জাতীয় দলও সেই আসরে অংশ নিয়েছিল ভিন্ন নামে। ২০০৩ সাফের আগে সেই টুর্নামেন্ট এই তিন দলের প্রস্তুতিটা ভালোই হয়েছিল। আসরে জর্জ কোটানের গড়া বাংলাদেশ দল ১-০ গোলে ফাইনালে ভুটানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। এটি ছিল বিদেশের মাঠে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের তৃতীয় সাফল্য। প্রথমটি ছিল ১৯৯৫ সালে মিয়ানমারের মাটিতে চার জাতি ফুটবলে। ফাইনালে তারা হারিয়েছিল মিয়ানমারকে। পরেরটি ১৯৯৯ সালে কাঠমান্ডু সাফ গেমসে। সেখানে জয় নেপালের বিপক্ষে স্বর্ণ নির্ধারণী ফাইনালে। এই ভুটানের থিম্পুর চাংলিমিথান স্টেডিয়ামের মাটিতে লে. শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব কিংস কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ নারী ফুটবল দল থিম্পুর মাঠে ২০১৮ সালে ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে সাফ শিরোপা জয় করে। তা ১-০ গোলে হারিয়ে।

আবার বাংলাদেশের ফুটবলে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এই ভুটানের মাঠেই। ২০১৬ সালে এশিয়ান কাপ বাছাই প্লে-অফে ভুটানের কাছে ১-৩ গোলে হার। এর আগে যাদের হালি হালি গোল দিতে সেই দলটিই হারের লজ্জা দেয় বাংলাদেশকে। এটি ছিল ভুটানের কাছে প্রথম হার। আবার এই ভুটানের মাঠে ২০১৭ সালে এএফসি কাপের বাছাই প্লে-অফে ভুটানের টেরটন ক্লাবের কাছে ৩-৪ গোলে হেরে বিদায় নেয় বাংলাদেশের শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র। ২০১৭ সালে প্রথমবারের মতো আয়োজিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ঢাকায়। সেই শিরোপাই লাল-সবুজরা হারিয়েছে এই ভুটানের মাঠে ২০১৮ সালে, যা পরের বছরও উদ্ধার করতে পারেনি গোলাম রাব্বানী ছোটনের দল। আগের বারের মতো সেবারও ফাইনালে ভারতের কাছে হার। গত দুই বছরে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দুই দফা অনূর্ধ্ব-১৭ সাফে ফাইনালে হেরেছিল এই ভুটানের চাংলিমিথান স্টেডিয়ামে। প্রথমটি ২০২৩ সালে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ পুরুষ ফুটবলের ফাইনালে। পরেরটি গত বছর। দুই ম্যাচেই স্কোর ছিল, ভারত ২-০ বাংলাদেশ। উল্লেখ্য বাংলাদেশ ২০০৩ সালে শিরোপা জিতেছিল ভারতীয় সীমান্তবর্তী ভুটানের ফুনসলিং স্টেডিয়ামে।

এবার আবার ভুটানের মাঠে সাফের বয়সভিত্তিক আসর। ২০ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট ভুটানের রাজধানীর চাংলিমিথান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এবারের অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফ। মালদ্বীপ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে না। ফলে চার দলের ডাবল লিগের টুর্নামেন্ট। এতে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দল পাবে শিরোপা।

ঠিক ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলের মতোই ফরমেট।

আগে এই সাফ হতো অনূর্ধ্ব-১৫ বছর বয়সীদের জন্য। পরে তা অনূর্ধ্ব-১৬ বয়সীদের জন্য নির্ধারিত হয়। এবার তা অনূর্ধ্ব-১৭ দের জন্য। কারণ, এবার নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলের বাছাইপর্ব। বাংলাদেশ এই আসরে খেলতে যাবে জর্ডানে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক জর্ডান ও চায়নিজ তাইপে।

এবারের বাংলাদেশ দলে জাতীয় দলের কয়েকজন ফুটবলার আছেন। এদের মধ্যে গোলরক্ষক ইয়ারজান বেগম, স্ট্রাইকার সৌরভী আকন্দ প্রীতিরা আছেন। সাবিনাদের বিদ্রোহের সময় ইয়ারজান জাতীয় দলে ম্যাচ খেলেছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে।

এবারও বাংলাদেশের প্রধান প্রতিপক্ষ ভারত ও নেপাল। এই ভারতের কাছে ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৫ নারী সাফের ফাইনালে ০-১ গোলে হেরেছিল মারিয়া মান্ডা-রুপনা চাকমারা। পরের বছর এই ভারতের কাছে ফাইনালে টাইব্রেকারে হার ছোট শামসুন্নাহারদের। আর নেপাল ২০২২ সালে ঢাকার মাঠে বাংলাদেশকে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলের শিরোপা জিতেছিল।

অনূর্ধ্ব-১৭ বয়স শ্রেণির সাফ ২০২৩ সালে প্রথম হয়েছিল বাংলাদেশে। তখন উয়েফার অর্থায়নে সেই আসরে রাশিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়। বাংলাদেশ হয়েছিল রানার্সআপ। এরপরেই ছিল ভারত নেপাল ও ভুটান। অর্থাৎ সে আসরে সাফের সেরা হয়েছিল লাল-সবুজরা।

আসরে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ২০ আগস্ট স্বাগতিক ভুটানের বিপক্ষে। এরপর ২২ আগস্ট ভারত এবং ২৪ আগস্ট নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ। দুই দিন বিরতি দিয়ে ২৭ আগস্ট বাংলাদেশ ও নেপালের ম্যাচ। ২৯ আগস্ট ভুটানের বিপক্ষে ফিরতি খেলা লাল-সবুজদের। ৩১ আগস্ট ভারতের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ সর্বশেষ গত বছর অনূর্ধ্ব-১৬ নারী সাফে শিরোপা জিতেছে। সেটি ছিল নেপালের মাঠে। এবার তাদের সেই শিরোপা ধরে রাখার মিশন। এবার শুধু বয়স শ্রেণিতে তফাৎ।

ফিকশ্চার

২২ আগস্ট

বাংলাদেশ-ভারত / নেপাল–ভুটান

২৪ আগস্ট

ভুটান-ভারত / বাংলাদেশ-নেপাল

২৭ আগস্ট

বাংলাদেশ-নেপাল / ভুটান-ভারত

২৯ আগস্ট

বাংলাদেশ-ভুটান / ভারত-নেপাল

৩১ আগস্ট

নেপাল-ভুটান / বাংলাদেশ-ভারত।

খুলনায় অলিম্পিক ডে রান উপলক্ষে র‍্যালি

বিশ্ব সাঁতারে ক্যারিয়ার সেরা টাইমিং অতঃপর দুর্দশা

ওমর ফারুক রুবেল

ঘরোয়া আসরে একের পর এক রেকর্ড গড়লেও বিশ্ব আসরে করুণ হাল। বছরের পর এভাবেই চলছে দেশের ক্রীড়াঙ্গণ। বৈশ্বিক আসরগুলোতে অংশগ্রহণই বড় কথা হয়ে উঠেছে লাল সবুজের ক্রীড়াবিদদের জন্য। এবারও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। বিশ্ব সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের দুই সাঁতারু সামিউলি ইসলাম রাফি ও অ্যানি আক্তার। ১০০ মিটারে নিজেদের ছাড়িয়ে গেলেও ৫০ মিটারে পুলে ঝড় তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁরা।

২০১১ থেকে ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়াটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে নিয়মিত অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশি সাঁতারুরা। এখন পর্যন্ত আটটি আসরে ছেলেমেয়ে মিলিয়ে দেশের মোট ১২ সাঁতারু অংশ নিয়েছেন। যার মধ্যে সর্বোচ্চ চারবার অংশ নেন ২০১০ ও ২০১৬ এসএ গেমসে এক রৌপ্য ও ৮ ব্রোঞ্জ জেতা মাহফিজুর রহমান। যেখানে ছেলেদের ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন শাহজাহান আলী, মোহাম্মদ আহমেদ ও জুয়েল আহমেদ। তাঁদের কেউই সামিউলের ধারেকাছেও নেই। ২০১৭ সালে হাঙ্গেরিতে একই ইভেন্টে সাঁতারু জুয়েলের লেগেছিল ১ মিনিট ৩.৫৫ সেকেন্ড সময়।

বিশ্ব সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপ

১১ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্ব সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। এই আসরে বাংলাদেশ থেকে দু'জন সাঁতারু অংশ নেন। বয়সভিত্তিক সাঁতারে ১২টি রেকর্ড গড়ে হইচই ফেলে দেওয়া অ্যানি আক্তার এবং জাতীয় সাঁতারে নতুন রেকর্ড গড়া সামিউল ইসলাম। কিন্তু বিশ্ব আসরে গিয়ে দু'জনেই মুখ থুবড়ে পড়েছেন। ১৯৭৩ সাল থেকে হয়ে আসছে ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়াটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ। এবারের আসরে ২১০টি দেশের আড়াই হাজারের বেশি সাঁতারু অংশ নেন।

১০০ মিটারে সামিউল-অ্যানির ক্যারিয়ার সেরা টাইমিং

সিঙ্গাপুরে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে নিজের হিটে পঞ্চম হতে সামিউল নিয়েছেন ৫৮.৩৬ সেকেন্ড সময়। যা তাঁর ক্যারিয়ার-সেরা টাইমিং। এর আগে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সামিউলের সর্বোচ্চ টাইমিং ছিল ৫৮.৪৫ সেকেন্ড; ২০২৩ সালে জাতীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে। সামিউলের হিটে থাকা ৯ জনের কেউই সেমিফাইনালে যেতে পারেননি। সব মিলিয়ে ৫৯ জনের মধ্যে ৫৫তম হয়েছেন নৌবাহিনীর এই সাঁতারু।

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে এই টাইমিং শুধু সামিউলের ক্যারিয়ারই নয়, বিশ্বসাঁতারে এখন পর্যন্ত যতজন বাংলাদেশি অংশ নিয়েছেন, সবার মধ্যে সেরা। এই টাইমিংয়ে তিনি ভেঙেছেন ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে বাংলাদেশের জাতীয় সাঁতারের রেকর্ডও। আগের রেকর্ডটি তাঁরই ছিল, যেটা তিনি গড়েছিলেন ২০২৩ সালের জাতীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে। সেবারও তিনি ভেঙেছিলেন ২০২২ সালে জাতীয় সাঁতারে গড়া নিজেরই রেকর্ড। সব মিলিয়ে সামিউলের কাছে এটা অনেক বড় পাওয়া, 'আমার আগে অনেকেই এই প্রতিযোগিতায় খেলেছেন। তাঁদের চেয়ে আমার টাইমিং অনেক ভালো, এটা ভাবতেই আনন্দ পাচ্ছি। আসলে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে এসে ভালো কিছু করতে পারার তৃপ্তিটা একদম অন্য রকম।' ২০২২ ও ২০২৪এর পর তৃতীয়বার বিশ্বসাঁতারে অংশ নিলেন সামিউল। আগের দুবারের চেয়ে এবার আরও ভালো করেছেন। এই ফর্ম ধরে রেখে আগামী নভেম্বর সৌদি আরবে অনুষ্ঠেয় ইসলামিক সলিডারিটি গেমসেও আলো ছড়াতে চান বাংলাদেশের সাঁতারু, 'এটার পর ইসলামিক সলিডারিটির জন্য প্রস্তুতি নেব। আমার লক্ষ্য সেই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা। যেটা বাংলাদেশের কেউ পারেনি।'

এদিকে মেয়েদের বিভাগে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ইভেন্টে ক্যারিয়ারের সেরা টাইমিং করেছেন বাংলাদেশের অ্যানি আক্তারও। তবে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন। অ্যানি ২০২৩ কমনওয়েলথ ইয়ুথ গেমসে করা তাঁর আগের সেরা সময় ১ মিনিট ১২.২০ সেকেন্ড ভেঙে এবার ১ মিনিট ৮.৪৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে বিশ্বব্যাপী ৮২ প্রতিযোগীর মধ্যে ৭৭তম স্থান অর্জন করেন। এই সময়ে তিনি দুই নম্বর হিটে ১০ জনের মধ্যে ৬ষ্ঠ হন।

৫০ মিটারে দুর্দশা

বিশ্ব সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে সংক্ষিপ্ত সংস্করনে খুব একটা ভালো করতে পারেননি বাংলাদেশের দুই সাঁতারু অ্যানি আক্তার ও সামিউল ইসলাম। চার ইভেন্টে অংশ নিয়েছেন তাঁরা। ১০০ মিটার ইভেন্টে দু'জনই নিজেদের সেরা টাইমিং করেছিলেন। শনিবার ৫০ মিটারে সেটা অবশ্য পারেননি। ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে অ্যানি সময় নিয়েছেন ৩১.৩৯ সেকেন্ড। তাঁর আগের টাইমিং ছিল ৩১.০৫ সেকেন্ড। ১০৪ জনের মধ্যে ৯২তম হন তিনি। তবে দ্বিতীয় হিটে নয়জনের মধ্যে ষষ্ঠ হন অ্যানি। অন্যদিকে ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সামিউল ইসলাম সময় নিয়েছেন ২৭.২১ সেকেন্ড। ৬৩ জনের মধ্যে ৫৫ পজিশন হন তিনি। এই ইভেন্ট রাফির আগের টাইমিং ছিল ২৬.৯০ সেকেন্ড। দ্বিতীয় হিটে ১০ জনের মধ্যে ষষ্ঠ হয়েছেন সামিউল।

টিটি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আশাভঙ্গ

ওমর ফারুক রুবেল

নেপালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ বাছাইয়ে ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরেছেন খেলোয়াড়রা। ফলে চার দেশ পুরস্কার প্রদান মঞ্চে পদক হাতে দাঁড়ালেও বাংলাদেশই ছিল একমাত্র শূন্য হাতে। নেপালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে যাওয়ার আগে কর্মকর্তাদের ভাষ্য ছিল, বাছাই খেলার মাধ্যমে নেপালের জন্য খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হবে। কিন্তু খেলোয়াড়রা চেয়েছিলেন র‍্যাঙ্কিং, টুর্নামেন্টের শেষে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা খেলোয়াড়রাই যাবেন নেপালে। এ নিয়ে সফরই বাদ দিয়েছিলেন টিটির কর্মকর্তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা খেলোয়াড়দেরকেই নিয়ে যাওয়া হয় নেপালে। কিন্তু যাওয়ার আগে অনুশীলন না করা এবং অস্থিরতাই বাজে ফলাফলের জন্য দায়ী বলে মনে করছেন টিটি সংশ্লিষ্টরা।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভরাডুবি

এক বছর আগে বাংলাদেশের এই দলটি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত বাদে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করেছিল। রামহিম ও তাঁর সতীর্থদের নেতৃত্বে কমনওয়েলথ গেমস ও ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে কোয়ার্টার ফাইনাল, দক্ষিণ এশীয় টেবিল টেনিস যুব চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়ে প্রথম স্বর্ণপদক জেতে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের টেবিল টেনিসে আশার আলো দেখছিলেন সংশ্লিষ্টরা। এক বছরের ব্যবধানেই চিত্র পালটে গেছে। বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের দক্ষিণ এশিয়ান কোয়ালিফায়ারে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম পুরুষ দল মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের কাছে হেরে পাঁচ দলের মধ্যে সবার নিচে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে। গত বছর যাঁরা সাফল্য এনে দিয়েছিলেন, তাঁরাই এই টুর্নামেন্টে কিভাবে এতটা বাজে খেললেন? জানা গেছে, মাঠের খেলার পাশাপাশি দল নির্বাচনে অদূরদর্শিতায় এমন ভরাডুবির অন্যতম প্রধান কারণ। দেশের এক নম্বর খেলোয়াড় রামহিমকে নামানো হয়েছিল তিন নম্বরে। যেখানে তিনি মাত্র একটি সেট খেলার সুযোগ পান এবং জেতেন। বিপরীতে চার নম্বরে থাকা এক খেলোয়াড়কে খেলানো হয় দুই নম্বরে। যিনি দুটি সেটই হেরে দলকে পিছিয়ে দেন। এই কারণে প্রথমবার মালদ্বীপের কাছে হারে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নারী দলও নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের কাছে হেরেছে।

বিশ্বকাপ টিটি বাছাইয়ের ফলাফল

দুই দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার প্রথম দিনেই বাংলাদেশের দুই দল চারটি করে ম্যাচ খেলে হেরেছে। পুরুষ দল মালদ্বীপের বিপক্ষে ৩-২ সেটে হেরেছে। মালদ্বীপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দল কখনো হেরেছে এমন রেকর্ড নেই। সাবেক তারকা টিটি খেলোয়াড়ও এটি স্মরণ করতে পারেননি। দিনের শুরুর মতো বিকেল ও সন্ধ্যায় খারাপ হয়েছে। ভারতের বিপক্ষে হার অনুমেয়ই ছিল। তবে কোনো সেটেই জিততে পারেনি। সরাসরি ৩-০ ব্যবধানে পরাজয়। স্বাগতিক নেপালের বিপক্ষে খানিকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩-২ সেটে হারে বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছেও ৩-১ সেটে হেরে পাঁচ দলের মধ্যে পঞ্চম হয়।

পুরুষদের মতো নারীরাও চার ম্যাচেই হেরেছেন। পুরুষরা দুই ম্যাচে খানিকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নারী দল সেটাও পারেননি। মালদ্বীপের কাছে ১-৩ ও ভারতের বিপক্ষে ০-৩ সেটে হেরেছে। স্বাগতিক নেপালকেও হারাতে পারেনি বাংলাদেশ। বরং হেরেছে ৩-০ সেটের ব্যবধানে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও একই ব্যবধানে হারে লাল সবুজের মেয়েরা। ফলে পুরুষ বিভাগের মতো পাঁচ দলের মধ্যে পঞ্চম হয়ে দেশে ফেরেন সোনম সুলতানা সোমারা। বাংলাদেশের টেবিল টেনিসে এত ব্যর্থতাময় দিন সাম্প্রতিক সময় তো নয়-ই শেষ কবে এসেছিল তা মনে করে বলতে পারলেন না অনেকেই।

বাংলাদেশ টেবিল টেনিস দলের সাবেক কোচ মো. আলী এই ফলাফলে খুবই হতাশ। তিনি বলেন, 'বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা ছিল বাংলাদেশের। সেখানে উল্টো একেবারে শূন্য হাতে ফিরেছে। এটা আমাদের টেবিল টেনিসের জন্য খুব দুঃখজনক। পরিকল্পনাহীনতাই এর বড় কারণ। টুর্নামেন্টের মাত্র সাত দিন আগে খেলোয়াড় জেনেছে খেলতে হবে।'

সাবেক জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মানস চৌধুরি ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করলে আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর মতে, 'বাংলাদেশ কিন্তু নেপাল, মালদ্বীপের সঙ্গে লড়াই করে হেরেছে। দু'টি খেলা ২-২ পর্যায়ে ছিল। বাংলাদেশ শেষে হেরেছে। সেখানে খেলোয়াড়দের টিপস, নির্দেশনা প্রয়োজন ছিল কোচের কাছ থেকে। যিনি কাঠমান্ডুতে কোচ হিসেবে গেছেন তাঁর প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা রেখেই বলব, এমন গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে আরও অভিজ্ঞ ও দক্ষ কোচ প্রয়োজন ছিল। দেশে এ রকম কোচ রয়েছেন। তাঁরা গেলে হয়তো দু'টি ম্যাচই ফলাফল ভিন্ন হতে পারত।' ম্যাচ সিচুয়েশনে পরামর্শ প্রদানে অনভিজ্ঞতা ছাড়াও বিভিন্ন সেটে সঠিক খেলোয়াড় নির্বাচন না করার বিষয়ও হারের কারণ হিসেবে দেখছেন টিটি সংশ্লিষ্ট অনেকে।

আগামী বছর বাংলাদেশ দলের টেস্ট খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আগে 'এ' দলের এবারের সফর বেশ গুরুত্বপূর্ণ

বাংলাদেশ 'এ' দলের গুরুত্বপূর্ণ অস্ট্রেলিয়া সফর

মো. মনির উদ্দিন

বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট বাদ দিলে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাংলাদেশ শেষবার কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলেছে ২০০৮ সালে। সেবার ডারউইনে খেলা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল বাংলাদেশ। এর আগে ২০০৩ সালে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে বাংলাদেশ দুই টেস্ট এবং তিন ওয়ানডের প্রত্যেকটি ম্যাচেই হেরেছিল। এই দুটি সফরের পর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) আর বাংলাদেশ দলকে সিরিজ খেলতে আমন্ত্রণ জানায়নি। অবশ্য পরবর্তীতে ২০১৫ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিল বাংলাদেশ।

তারপরও বলতে গেলে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের কাছে অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশন এক প্রকার অপরিচিতই। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে যাবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ক্রিকেটের বর্তমান প্রজন্মকে অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনে খেলার সুযোগ করে দিতে গত বছর ডারউইনে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট এবং একদিনের ম্যাচ ও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট সিরিজ খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল বিসিবি। ওয়ানডে ও চারদিনের ম্যাচের সিরিজ ড্র করার পর টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে উঠে এডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এইচপি দল। এবারও টুর্নামেন্টে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলাদেশকে। ২০২৬ সালে জাতীয় দলের সফরকে সামনে রেখে দেশটিতে এবার খেলতে গেছে অভিজ্ঞদের পাশাপাশি উদীয়মানদের নিয়ে গড়া শক্তিশালী বাংলাদেশ 'এ' দল।

টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের এবারের আসরে বাংলাদেশ 'এ' দলের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করছে আরও ১০টি দল- এডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি, অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরি, শিকাগো কিংসমেন, হোবার্ট হারিকেন্স একাডেমি, মেলবোর্ন রেনেগেডস একাডেমি, মেলবোর্ন স্টার্স একাডেমি, নর্দার্ন টেরিটরি স্ট্রাইক, পার্থ স্করচার্স একাডেমি, পাকিস্তান শাহীনস (পাকিস্তান 'এ' দলের কেতাবি নাম) ও নেপাল জাতীয় দল। ডারউইনে ১৪ আগস্ট শুরু হওয়া টুর্নামেন্টের ফাইনাল মাঠে গড়াবে ২৪ আগস্ট। পয়েন্ট টেবিলের সেরা চার দল উঠবে সেমিফাইনালে এবং জয়ী দুদল খেলবে ফাইনাল।

সোহানের নেতৃত্বে শক্তিশালী দল

ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এবং বিসিবির বিভিন্ন দলের হয়ে টানা পারফর্ম করে যাওয়ার পরও নুরুল হাসান সোহানের জন্য জাতীয় দলের দরজা খুলছে না। ৩১ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান সবশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ (ওয়ানডে) খেলেছেন ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে। তাঁকে লাল-সবুজ জার্সিতে সাদা বলের ক্রিকেটে ফেরানো নিয়ে নানান আলোচনা-সমালোচনা চলছে। আরও একবার নিজেকে প্রমাণ করে সোহানের জন্য ফেরার দাবী জোরালো করার মঞ্চ হতে পারে এবারের অস্ট্রেলিয়া সফর। বাংলাদেশ 'এ' দলের অধিনায়ক করা হয়েছে তাঁকে। নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের বিপক্ষে সবশেষ সিরিজেও 'এ' দলের অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। সোহানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ 'এ' দলটা নির্বাচকরা গড়েছেন অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের সমন্বয়ে। ১৫ সদস্যের দলের ১১ জনেরই রয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কোনো না কোনো সংস্করণে খেলার অভিজ্ঞতা। আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়নি এমন ক্রিকেটারের সংখ্যা ৪ জন- সম্ভাবনাময় ডানহাতি মারকুটে ওপেনার জিসান আলম, স্পিন অলরাউন্ডার মাহফুজুর রহমান রাব্বি, পেস অলরাউন্ডার তোফায়েল আহমেদ ও পেসার মুশফিক হাসান। বাংলাদেশ আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলতে যাবে বলে টেস্ট দলের নিয়মিত মুখ অফস্পিনার নাঈম হাসানকেও 'এ' দলে রাখা হয়েছে এবং একই কারণে সুযোগ পেয়েছেন পেসার হাসান মাহমুদও। সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি দলে ফিরে নিজেকে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়া বাঁহাতি ব্যাটসম্যান নাঈম শেখও দলে জায়গা করে নিয়েছেন। এ ছাড়া সম্ভাবনাময় উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন অস্ট্রেলিয়া সফরে ভালো করতে পারলে টি-টোয়েন্টি দলের বিবেচনায় চলে আসতে পারেন যে কোনো সময়। জাতীয় দল থেকে ছিটকে গিয়ে প্রায় হারিয়ে যেতে বসা সাইফ হাসান, ইয়াসির রাব্বি ও আফিফ হোসেনদের মতো প্রতিশ্রুতিশীল ব্যাটসম্যানদের জন্যও 'এ' দলে ডাক পাওয়া বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

- **বাংলাদেশ 'এ' দল :** নুরুল হাসান সোহান (অধিনায়ক), সাইফ হাসান, মোহাম্মদ নাঈম শেখ, জিসান আলম, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, ইয়াসির আলী রাব্বি, আফিফ হোসেন ধ্রুব, তোফায়েল আহমেদ, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, রাকিবুল হাসান, মাহফুজুর রহমান রাব্বি, নাঈম হাসান, মুশফিক হাসান, রিপন মন্ডল ও হাসান মাহমুদ।

নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ায় স্থানীয় টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলতে গেছে বাংলাদেশ 'এ' দল

আফিফ হোসেনের জন্য অস্ট্রেলিয়া সফর হতে পারে জাতীয় দলে ফেরার দাবী জানানোর মঞ্চ

সঙ্কট উত্তরণের পথ খোঁজার চেষ্টা করছি : হাবিবুর রহমান

মোরসালিন আহমেদ

নানারকম সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে জিমন্যাস্টিকস এগিয়ে চলছে। আমাদের ফান্ড নেই। স্পন্সর নেই। নিজস্ব ভেন্যু নেই। জিম নেই। গুণগতমানের কোচের অভাবে জিমন্যাস্ট সঙ্কট। আহমরি জিমন্যাস্ট না থাকায় পারফরম্যান্স সঙ্কট। জাজেজ সঙ্কট। এমন কি, খুব বেশি কম্পিটিশনও করতে পারছি না। জিমন্যাস্টদের আর্থিক নিশ্চয়তা নেই। সাংগঠনিক ভিতটাও দুর্বলতা। এমন দৈন্যদশার মধ্যেই আমাকে কাজ করে যেতে হচ্ছে। সঙ্কট উত্তরণের পথ খুঁজতে হচ্ছে। নতুন করে আবার সব কিছু শুরু করতে হচ্ছে। জিমন্যাস্টিকসের এমন নানা প্রসঙ্গ নিয়ে খোলামেলাভাবে কথাগুলো বলছিলেন বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান জামিল। একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর পরিকল্পনার কথাগুলো জানিয়েছেন জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক ক্রীড়াজগতকে। খেলাটির অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে জিমন্যাস্টিকস কেনো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে না?

হাবিবুর রহমান : বিগত সময় জিমন্যাস্টিকসকে কঠিন করে ফেলা হয়েছিল। খেলাটিকে এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছিল যে, এটি একটি কঠিন খেলা, এক্সপেন্সিভ খেলা, সব জায়গায় করা যায় না। এরকম একটা কনসেপ্ট দাঁড় করানো হয়েছিল। এ ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে গত বছর প্রথম আন্তঃস্কুল কম্পিটিশন করেছি। টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্য ছিল স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জিমন্যাস্টিকস ছড়িয়ে দেওয়া। এর ফলে ৫০টির মতো স্কুলে এখন ৫০০ মতো খুদে জিমন্যাস্ট খেলা শিখছে। যা ভবিষ্যতে জিমন্যাস্টিকসের একটা পাইপলাইন তৈরি করবে। শুধু তাই নয়, ভালোমানের জিমন্যাস্টও উঠে আসবে। আমি মনেকরি, বিগত সময় সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে খেলাটির প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা পায়নি। তবে প্রথমবারের মতো গেল বছর তারুণ্যের উৎসব যুব জিমন্যাস্টিক টুর্নামেন্টটি উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় শেষে ফাইনালি ২৩৫ জন জাতীয় পর্যায় খেলতে এসেছিলেন। যা জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশনের ইতিহাসে এর আর কখনো এতোবেশি জিমন্যাস্ট হয়নি। তার মানে তারুণ্যের উৎসব থেকে খেলাটির ব্যাপকতা ছড়িয়েছে। প্রসার বেড়েছে। এমন কি, আগের চেয়ে খেলাটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা এখন অতীতের নির্দিষ্ট একটা গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : তাহলে সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে কী ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছেন?

হাবিবুর রহমান : সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে হলে সবার আগে অর্থ দরকার। নো মানি, নো রান। এটাই বাস্তবতা। অর্থ থাকলে উদ্যোগ নেওয়া যায়। পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের কমিটি এখন ফান্ড সংগ্রহের উপরই বেশি জোর দিচ্ছে। উপজেলা, জেলা ও বিভাগগুলোকে সক্রিয় করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। স্কুল-কলেজ ছাত্রছাত্রীর কাছে খেলাটি ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছি। প্রতিষ্ঠিত ক্লাব, সার্ভিসেস দল, কর্পোরেট হাউসগুলোকে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা চলছে। জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টগুলো আকর্ষণীয় করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমার বিশ্বাস দৈনদশার জিমন্যাস্টিকস অল্প দিনের মধ্যেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখবে।

প্রশ্ন : এ মুহূর্তে আপনার কাছে কোনটি বেশি চ্যালেঞ্জ মনে হচ্ছে?

হাবিবুর রহমান : চ্যালেঞ্জ বলতে তেমন কিছু অনুভব করছি না। তবে ফেডারেশনের সর্বত্রই সঙ্কট রয়েছে। যেমন ফান্ড নেই, তাই অর্থ সঙ্কট। নিজস্ব ক্রীড়া অবকাঠামো নেই, ফলে ভেন্যু সঙ্কট। ভালোমানের কোচের অভাবে প্লেয়ার সঙ্কট। প্লেয়ার কম থাকায় পারফরম্যান্স সঙ্কট। জাজেস সঙ্কট। এমন কি, খেলাটিও এক্সপেন্সিভ। একটা ফ্লোর ম্যাটের মূল্যই ৫০ লাখ টাকার কাছাকাছি। ১০টি ইভেন্টের অ্যাপার্টাসের মূল্য কম করে হলেও আড়াই থেকে তিন কোটির মতো। ব্যয়বহুল অ্যাপার্টাসগুলো যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। রাখার জায়গার অভাব। এসব সেন্ট্রাল এসিতে রাখতে হয়। কিন্তু গরম আবহাওয়ায় রাখায় বোর্ডের ভেতরের লেয়ারগুলোর আঠা খুলে যাচ্ছে। স্পিনগুলো আলগা হয়ে যাচ্ছে। ম্যাটের নিচে ঘেমে যাচ্ছে। এসবের কারণে ব্যয়বহুল অ্যাপার্টাসগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটাও চিন্তার বিষয়। জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টগুলো আকর্ষণ করা, বিদেশে নিয়মিত দল প্রেরণ এটিও কম চ্যালেঞ্জের নয়। আমি মনে করি, আন্তর্জাতিক আঙিনায় জিমন্যাস্টদের পৌঁছতে হবে। মেডেল নিয়ে আসতে হবে। এটাই আমার কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

প্রশ্ন : অভিযোগ রয়েছে অতীতে এক জেলার জিমন্যাস্ট বিভিন্ন জেলার হয়ে খেলত। আপনার বেলায়ও কী সেই ধারা বজায় থাকবে?

হাবিবুর রহমান : ন্যাশনালে পয়েন্ট বেস খেলা হয়। এক্ষেত্রে অনেকেই কোয়ালিফাই করতে পারেন না। আমাদের একটা ক্রাইটেরিয়া রয়েছে। ১০ পয়েন্টের মধ্যে মিনিমাম ৬ পয়েন্ট পেতে হবে। এখন ২০ থেকে কাউন্ট হয়। যেখানে ১০ থেকে ১১ পয়েন্ট পেতে হবে। অনেক দলের যখন ১০ পাবারও জিমন্যাস্ট নেই তখন তারা দল নামাতে পারে না। তাই অনেক সময় এক জেলার জিমন্যাস্টকে ন্যাশনালে অন্য জেলার হয়ে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে ৬৪ জেলায় ৬৪টি জিমনেসিয়াম থাকলেও জিমন্যাস্টিকসের চর্চা হচ্ছে কেবল দিনাজপুর, বান্দরবান, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম. ঢাকা, কোয়ান্টাম ও বিকেএসপি।

প্রশ্ন : একটু পেছনে ফিরতে চাচ্ছিলাম। জিমন্যাস্টিকসে এলেন কিভাবে?

হাবিবুর রহমান : আমার দাদা খোদে নেওয়াজ মোল্লা ছিলেন পাকিস্তান আমলের ফুটবলার। আমার নানা মোহাম্মদ আলী তৎকালীন বিজেএমসির ফুটবলার ছিলেন। আমার বাবা মোজাম্মেল হোসেন, উনিও ফুটবল খেলতেন। আমার মা মাহমুদা সুলতানা স্কুল লেবেলে অ্যাথলেটিকসে পারদর্শী ছিলেন। আমরা পারিবারিক দিক দিয়েই স্পোর্টস ফ্যামিলি। আমার বাবা অলিম্পিক গেমসের জিমন্যাস্টিকস দেখতেন। তখন থেকে তাঁর স্বপ্ন সন্তানদের জিমন্যাস্ট বানাবেন। বাবা-মা'র উৎসাহ অনুপ্রেরণা থেকেই জিমন্যাস্টিকসে আসা। শুরুটা ১৯৯৩ সাল থেকে। বেসিকজিনিসগুলো বাবার কাছে শেখা। তবে জিমন্যাস্টিকসে আমার প্রথম কোচ ছিলেন দেওয়ান নজরুল ইসলাম স্যার। এরপর ১৯৯৪ সালে বিকেএসপিতে ভর্তি হলাম। সেখান থেকে আমার বেড়ে উঠা।

প্রশ্ন : ক্যারিয়ার শেষে আপনার অর্জন কেমন ছিল?

হাবিবুর রহমান : জিমন্যাস্টিকসে আমি প্যারালাল বার স্পেশালিস্ট ছিলাম। ফ্লোর এক্সারসাইজ ভালো করতাম। এমন কি, রিংস ইভেন্টেও খারাপ ছিলাম না। তবে বাকি ইভেন্টগুলো টিমের জন্য করতাম। ১৯৯৯ সাল থেকে জুনিয়রে খেলতাম। সেখানে দু'টি গোল্ড এবং দু'টি সিলভার ছিল। এরপর ২০০০ সাল থেকে সিনিয়রে খেলা শুরু করি। ন্যাশনালে বেশ কয়েকটি গোল্ড ছিল। তবে আমাদের সময় ইন্টারন্যাশনালি খুব বেশি টুর্নামেন্ট ছিল না। ২০০৫ সালে ভারতের এলাহাবাদে দ্বিতীয় সেন্ট্রাল সাউথ এশিয়ান জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপে দলগত ব্রোঞ্জ পদক ছিল। সেখানে ইনজুড হলাম। লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেল। ফেডারেশন থেকে চিকিৎসার জন্য সহযোগিতা পাইনি। ফলে অপারেশনও করাতে পারিনি। এর মাঝে দু' বছর কেটে যায়। বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির হয়ে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে আরও দু' বছর খেললাম। এরপর ২০০৯ সালে ইনজুরির কারণে খেলা ছেড়ে দেই।

প্রশ্ন : কিন্তু কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করলেন কবে?

হাবিবুর রহমান : ২০০৯ সালে যখন খেলা ছেড়ে দিলাম তখন থেকে একটু আর্ধটু করে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করি। ২০১৬ সাল পর্যন্ত

ফেডারেশনের কোচিং প্যানেলে ছিলাম। জাতীয় পর্যায় দু'বার বিজেএমসিকে চ্যাম্পিয়ন করেছি। কয়েকটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে কোচ ছিলাম। আমার হাতে গড়া বেশ কিছু জিমন্যাস্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু ২০১৭ সালে ফেডারেশনে কর্মকর্তা হয়ে আসার পর কোচিং প্যানেল থেকে সরে আসি। কোচিং ক্যারিয়ারে আমি আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিপ্লোমাধারী কোচ।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ফেডারেশনে আসার মনমাসিকতা কখন তৈরি হয়েছিল?

হাবিবুর রহমান : ক্যারিয়ার শেষে যখন ফেডারেশনের কোচিং প্যানেলে ঢুকলাম তখন থেকেই জিমন্যাস্টদের মনের কথাগুলো তুলে ধরার প্রয়োজনবোধ থেকে ফেডারেশনে আসার আগ্রহ জাগে। ২০১১ সালে যখন ঢাকায় সেন্ট্রাল সাউথ এশিয়ান জিমন্যাস্টিকস কম্পিটিশন হয় তখন টেকনিক্যাল প্যানেলে ছিলাম। জাজিং করেছি। জাজিং করার পর মনে হয়েছে তাঁদের সমস্যার কথাগুলো ফেডারেশনে বলা প্রয়োজন। ভেবে দেখলাম একজন জিমন্যাস্ট হয়ে কমিটিতে না এলে জিমন্যাস্টিকসের প্রকৃত চিত্র অন্ধকারেই থেকে যাবে। সেই চিন্তা-ভাবনা থেকে ২০১৭ সালে বিজেএমসির কাউন্সিলর হয়ে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হলাম। এরপর ২০২৩-২০২৫ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। গত বছর জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত সার্চ কমিটির মাধ্যমে এ বছরের ২৮ মে অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি।

প্রশ্ন : প্রথম যখন সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন তখন আলোচনায় ছিলেন না। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সাধারণ সম্পাদক হওয়া নিয়ে আপনাকে অনেক কাঠখড় পোহাতে হয়েছিল। এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

হাবিবুর রহমান : আমার বিরুদ্ধে একটি পক্ষ সার্চ কমিটির কাছে অনেক অভিযোগ-অনুযোগ করেছিল। বিভিন্ন গণমাধ্যমে মুখরোচক রিপোর্ট হয়েছিল। তারপরও কারো বিপক্ষে কিছু বলিনি, নোংরামিতে যাইনি। আমি কাজ করতে ভালোবাসি। নীরবে নিভৃতে কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। যখন কমিটি ভেঙে দিয়েছিল সভাপতি ছাড়া ফেডারেশন চালিয়ে গেছি। প্রতিপক্ষের এতোসব অভিযোগ-অনুযোগ থাকার পরও কেনো আমাকে বেছে নিয়েছে এটা তো বলতে পারব না। এটার ভালো ব্যাখা দিতে পারেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত নীতিনির্ধারকবৃন্দ আমার কাছে ওপিনিয়ন জানতে চেয়েছিলেন- আমি বলেছি, আপনারা যদি রাখেন তাহলে থাকব, না রাখলে চলে যাব। এটি টোটালি আপনাদের ডিসিশন। তবে আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ কাজ করতে চাই। জিমন্যাস্টিকস যে লেবেলে যাচ্ছে এখন যদি এটি ছেড়ে দেই তাহলে আবার সেই অবস্থায় ফিরবে। যা হোক নানারকম ষড়যন্ত্র উতরিয়ে অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক হয়েছি। সবাইকে সঙ্গে নিয়েই জিমন্যাস্টিকসকে এগিয়ে নিতে চাই।

প্রশ্ন : সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত এ ফেডারেশনে কী ধরনের সংস্কার করতে চান?

হাবিবুর রহমান : দেখুন, মোবাইল ফোনটাও যখন একটু স্লো হয়ে যায় তখন মোবাইল ফোনটা একটু রিফ্রেশ করা কিংবা নতুন করে আপডেট দেওয়ার একটা ব্যাপার আছে। আমাদের বেলায়ও বিষয়টা ঠিক ওই রকমই। গঠনতন্ত্রে যা আছে তাই থাকবে, তবে কিছু পরিবর্তন আসবে। এরই মধ্যে কয়েকটি মিটিং করেছি। কিছু কিছু সাজেশন পেয়েছি। সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ফেডারেশনের একটি আদর্শ গঠনতন্ত্র তৈরি করব।

প্রশ্ন : জিমন্যাস্ট প্রসঙ্গে ফিরতে চাচ্ছিলাম, তাদের মান এখন কোন পর্যায়?

হাবিবুর রহমান : আগে খুব একটা আন্তর্জাতিক কম্পিটিশনে যাওয়া হত না। তবে লাস্ট কয়েকটি কম্পিটিশনে অংশ নিয়েছিলাম। বেশ কিছু জিমন্যাস্ট সাফল্য পাওয়ায় আমরা আমাদের মান সর্ম্পকে কিংবা অন্যসব দেশের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কোন পর্যায় রয়েছি সেটি স্পষ্ট হচ্ছে। যদি সাউথ এশিয়ান পর্যায় বলি, তাহলে ভারতের পরই আমরা। এরপর যদি এশিয়ান পর্যায় চোখ ফেলি তাহলে থাইল্যান্ডের চেয়ে সামান্য এগিয়ে। যদি আসন্ন এসএ গেমসে জিমন্যাস্টিকস থাকত তাহলে সাউথ এশিয়ায় আমাদের প্রকৃত অবস্থান বোঝা যেত। এ মুহূর্তে জুনিয়র টিম দারুণ করছে। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট থেকে নিয়মিত পদক পাচ্ছে। এমন কি, সিনিয়র টিমও ভালো করতে শুরু করেছে।

প্রশ্ন : জিমন্যাস্টিকস এমন এক খেলা যেখানে অহরহ ইনজুরির ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে ফেডারেশন কি ভূমিকা রাখছে?

হাবিবুর রহমান : যে কোনো খেলাধুলার চেয়ে জিমন্যাস্টিকসে সবচেয়ে বেশি ইনজুরির সম্ভাবনা থাকে। কম্পিটিশনের চেয়ে ট্রেনিং সেসনেই জিমন্যাস্টরা বেশি ইনজুরিতে পড়েন। বিশেষ করে ট্রেনিংয়ের সময় সোল্ডার, অ্যাঙ্কেন, নী ইনজুরি হয়। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ফিজিও থেরাপি লাগে। চিকিৎসা খরচও কম নয়। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সাধ্যমত সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : সাউথ থেকে এশিয়ান পর্যায় যেতে কী ধরনের পরিকল্পনা করছেন?

হাবিবুর রহমান : সাউথ এশিয়ান গেমসে যখন জিমন্যাস্টিকস নেই তখন আমাদের এশিয়ান পর্যায় নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। নিয়মিত অংশগ্রহণের চেষ্টা করছি। এশিয়ায় ভালো একটা অবস্থান করে বিশ্ব জিমন্যাস্টিকসে যাবার স্বপ্ন দেখছি। এ মুহূর্তে আমরা এশিয়ার সেরা আটে পৌঁছুতে চাচ্ছি। ওই পর্যায় যেতে হলে সবার আগে আমাদের নিজস্ব একটা জিমনেসিয়াম দরকার। জিম দরকার। ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিজ দরকার। হাই প্রোফাইল বিদেশি কোচ দরকার। দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্প দরকার। দেশে টুর্নামেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। বিদেশি টুর্নামেন্টগুলোয় নিয়মিত অংশগ্রহণ জরুরি। ট্যালেন্ট হান্টিং দরকার। সর্বাপরি জিমন্যাস্টদের আর্থিক নিশ্চয়তা দরকার। পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। এসবের যোগ ফল মিলিয়েই এশিয়ান পরবর্তী বিশ্বপরিসরে যাওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কেননা মার্গারিটা মামুন তো আমাদেরই মেয়ে। যিনি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রাশিয়ার হয়ে রিও অলিম্পিকে গোল্ড জিতেছিলেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি প্রোপার সুযোগ সুবিধা পান তাহলে তাদেরও বিশ্ব জয় করার সামর্থ রয়েছেন।

প্রশ্ন : জিমন্যাস্টিকসকে আকর্ষণীয় করে তুলতে কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন কী?

হাবিবুর রহমান : ইনডোর থেকে খেলাটিকে আউটডোরে করার পরিকল্পনা করছি। সবসময় ইনডোর নেসেসারি নয়। আমাদের বৃষ্টি-বাদলের দেশে আউটডোরেও সম্ভব নয়। আবার শীতকালে করা যায় না। রাতে কুয়াশায় অ্যাপার্টাস ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তারপরও এখন থেকে কিছু কিছু ইভেন্টের খেলা আউটডোরে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। এটি সম্ভব হলে আমজনতার কাছে খেলাটি আরও বেশি জনপ্রিয়তা পাবে। এটি করতে পারলে জিমন্যাস্টিকসের প্রসার হবে। এ ছাড়া স্পন্সর পাওয়া সাপেক্ষে কম্পিটিশনগুলোয় মেডেলের পাশাপাশি আর্থিক পুরস্কারের বিষয়টিও চিন্তা-ভাবনায় রয়েছে।

প্রশ্ন : দেশে যে ক'জন জাজ ও টেকনিক্যাল পার্সন রয়েছেন তাঁদের স্ট্যান্ডার্ড সর্ম্পকে জানতে চাচ্ছিলাম?

হাবিবুর রহমান : অপ্রিয় হলেও সত্যি, আমাদের একজনও আন্তর্জাতিক জাজ নেই। তবে দায়িত্ব পাওয়ার পর আন্তর্জাতিক জাজ হতে আগ্রহী অন্তত এমন পনের জনের সঙ্গে কথা বলেছি। সামনে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক জাজেস সেমিনার রয়েছে। সেখানে তাঁদের পাঠিয়ে আন্তর্জাতিক জাজ তৈরির চেষ্টা করব। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোনো কম্পিটিশনে টিমের সঙ্গে একজন করে আন্তর্জাতিক জাজ নেওয়ার বিধান রয়েছে। নইলে পেনাল্টি দিতে হয়। আন্তর্জাতিক জাজ না থাকায় আমাদের জরিমানা দিয়েই খেলে আসতে হচ্ছে।

প্রশ্ন : আমাদের কোচিং প্যানেলের মানটাই বা কেমন?

হাবিবুর রহমান : কোচিং স্ট্যান্ডার্ড আগের চেয়ে একটু ভালো। এ মুহূর্তে আবদুল্লাহ আল মামুন, মুশফিকুর রহমান, আবুল কালাম ও জহিরুল ইসলাম এ চার জন ডিপ্লোমাধারী কোচ রয়েছেন। দক্ষিণ কোরীয় কোচ চো সং ডং যখন জাতীয় দলের কোচ ছিলেন তখন তাঁর অ্যাসিটেন্ট হয়ে বেশ কিছু স্থানীয় কোচ কাজ করেছেন। কোরীয় কোচের থেকে স্থানীয় কোচরা অনেক টেকনিক, ট্যাকটিস শিখেছেন। এর ফলে দেশীয় কোচের মানও কিছু বেড়েছে। এখন ওইসব কোচকে এফআইজি ডিপ্লোমার জন্য পাঠালে লেবেল ওয়ান কোচ পাস হয়ে আসতে পারবেন। আমাদের সেরকম চেষ্টাও রয়েছে। এ মুহূর্তে আপাতত বিদেশি কোচ আনার পরিকল্পনা নেই।

প্রশ্ন : বিগত সময় এমন কি হয়নি, যা আপনি করতে চান?

হাবিবুর রহমান : জিমন্যাস্টদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে যেতে চাই। যারা ভালো করছেন, যাদের ভালো করার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের বিভিন্ন সার্ভিসেস সংস্থায় টিম গঠনের মাধ্যমে চাকরির চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : দায়িত্ব পালন শেষে জিমন্যাস্টিকসকে কোথায় রেখে যেতে চান?

হাবিবুর রহমান : ভালো একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রেখে যেতে চাই। এটি করে যেতে পারলে ফেডারেশন এমনি রান করবে। ফেডারেশন ভালোভাবে রান করলে প্লেয়াররাও ভালো করবেন। নানারকম সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তুলতে সময়ের প্রয়োজন। অল্প সময়ে দীর্ঘদিনের অভাব-অনটন আর সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসা অনেক কঠিন। যদি তিন থেকে চার বছর টানা কাজ করতে পারি তাহলে সরাসরি অলিম্পিক গেমসে জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করব।

'ফাইফার' অর্জনের বলটি এক হাতে নিয়ে হাসি মুখে দেখাচ্ছিলেন নাঈম হাসান

একেই বলে সুযোগের সদ্ব্যবহার

মো. মনির উদ্দিন

চতুর্থ দিন লাঞ্চের পর ৬ উইকেটে ৪৭০ রান তুলে ম্যাচে তখন বেশ জেঁকে বসেছে শ্রীলঙ্কা। ওই অবস্থায় মনে হওয়াই স্বাভাবিক ছিল যে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের করা ৪৯৫ রান পেরিয়ে মোটামুটি ভালোই লিড নেবে স্বাগতিকরা। শ্রীলঙ্কার সপ্তম উইকেটে গড়া ৮৪ রানের কার্যকর জুটির ভাঙন ধরান হাসান মাহমুদ। মিলান রত্নায়েকের (৩৯) স্ট্যাম্প ছত্রভঙ্গ করে দেন বাংলাদেশের এই ডানহাতি পেসার। 'লেজ' ছেঁটে দেওয়ার বাকি দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন নাঈম হাসান। ডানহাতি এই অফস্পিনার পরের ওভারেই দখল করেন ২ উইকেট। প্রথম বলে উইকেটে থিতু হয়ে সেঞ্চুরির দিকে ছুটতে থাকা কামিন্দু মেন্ডিসকে (৮৭) লিটন দাসের গ্লাভসবন্দী করে ফেরানোর পর ষষ্ঠ বলে নতুন ব্যাটসম্যান থারিন্দু রত্নায়েকেকে রানের থাকা খোলার আগেই সরাসরি বোল্ড করে দেন। পরবর্তী সময়ে শ্রীলঙ্কার শেষ ব্যাটসম্যান আসিথা ফার্নান্ডোকেও (৪) সাঁঝঘরে ফেরান নাঈম। এর আগে দীনেশ চান্ডিমাল (৫৪) ও ধনাঞ্জয়া ডি সিলভার (১৯) উইকেট দুটিও নিজের পকেটে পুরেছিলেন তিনি। ফলে বড় সংগ্রহের পথে এগুতে থাকা লঙ্কানরা হটাৎ এক ধসে গুটিয়ে যায় ৪৮৫ রানে, উল্টো বাংলাদেশ পায় ১০ রানের লিড। গলে অনুষ্ঠিত শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে নাঈম হাসানের বোলিং ফিগার দাঁড়ায় ৪৩.২-৪-১২১-৫। দিন শেষে এমন অর্জনের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে নাঈম বলছিলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো লাগছে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, এ রকম একটা সুযোগ দিল আর আমিও খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে পেরেছি।'

নিজের ১৩তম টেস্টে এসে চতুর্থবারের মতো 'ফাইফার' অর্জন করলেন এই অফস্পিনার। ২০১৮ সালের নভেম্বরে চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকের প্রথম ইনিংসেই ৫ উইকেট শিকার (১৪-২-৬১-৫) করে আগমনকে স্মরণীয় করে রেখেছিলেন নাঈম। অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্সকে পেছনে ফেলে সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট অভিষেকে ৫ উইকেট নেওয়ার রেকর্ডও গড়েছিলেন। অজি পেসার কামিন্স কীর্তিটা গড়েছিলেন ২০১১ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। পরবর্তী সময়ে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিরপুরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট পাওয়ার পর নাঈম দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট (২৪-৬-৮২-৫) তুলে নিয়েছিলেন। এবারের আগে শেষবার ৫ উইকেট পেয়েছিলেন তিন বছর আগে, ২০২২ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে প্রথম ইনিংসে (৩০-৪-১০৫-৬); সেবারও প্রতিপক্ষ ছিল শ্রীলঙ্কা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, যে চার ম্যাচে 'ফাইফার' কীর্তির জন্ম দিয়েছেন নাঈম, কোনো ম্যাচেই হারেনি বাংলাদেশ। এর মধ্যে ২ ম্যাচে জয় এসেছে (ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে) এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে অন্য ২ ম্যাচ ড্র হয়েছে।

পঞ্চম দিনের ঘণ্টা তিনেক সময় বৃষ্টিতে ভেসে না গেলে হয়তো ম্যাচে ফল আসতে পারত। এবার গল স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাকে চেপে ধরে যে শেষ পর্যন্ত ড্র আদায় করে নিয়েছে বাংলাদেশ, এটা এক অর্থে টাইগারদের জন্য 'মোরাল ভিক্টোরি'। চতুর্থ দিনে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার পর বাংলাদেশ যে জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল, ওই স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন নাঈম। তাঁর অফস্পিন ভেল্কিতেই তো নিষ্প্রাণ ম্যাচে জেগে উঠেছিল শান্ত বাহিনীর রঙিন আশা।

অথচ, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে নাঈম হাসানের খেলারই কথা ছিল না শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট! সফরের ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে থাকলেও 'বেঞ্চ গরম' করাই ছিল তাঁর নিয়তি। মুলত মেহেদী হাসান মিরাজ শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার পর হটাৎ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় অনেকটা 'বাধ্য' হয়েই নাঈমকে একাদশে নেয় টিম ম্যানেজমেন্ট। প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার এরচেয়ে আর দুর্দান্তভাবে করতে পারতেন না তিনি। বিদেশের মাটিতে প্রথমবার বোলিং করার সুযোগ পেয়েই লঙ্কান ব্যাটসম্যানদের সামনে 'মায়াবী ঘাতক' হয়ে দারুণভাবেই ঝলসে উঠেছেন নাঈম।

অবশ্য দেশের বাইরে এর আগেও একটি টেস্ট খেলেছেন তিনি। তাহলে তখন বোলিং করেননি কেন? ঘটনা হলো, নাঈম ক্যারিয়ারের চতুর্থ টেস্টেই সুযোগ পেয়েছিলেন বিদেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট খেলার। ২০১৯ সালের নভেম্বরে ভারতের বিপক্ষে কলকাতার ইডেন গার্ডেনের ডে-নাইট টেস্টে বাংলাদেশ দলে ছিলেন তিনি। এমনকি প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে ১৯টি রানও করেছিলেন। কিন্তু 'আসল কাজ' অর্থাৎ গোলাপী বলে বোলিংটাই করতে পারেননি। পারবেন কীভাবে, ব্যাটিংয়ের সময় যে ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ শামির বলে মাথার হেলমেটে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল তাঁকে। নাঈমের 'কনকাশন বদলি' হিসেবে বাকি ম্যাচে খেলেছিলেন বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম। সেদিক থেকে বিদেশের মাটিতে এই অফস্পিনারের 'বোলিং অভিষেক' হয়েছে এবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গল টেস্ট দিয়েই। সেটাও এমন এক রান-প্রসবা উইকেটে, যেখানে চতুর্থ দিনেও বোলারের জন্য সুবিধা ছিল না; বরং ব্যাটিংয়ের জন্য ছিল উপযোগী।

নাঈম হাসান : অফস্পিনের মায়াবী ঘাতক

এ ছবি কার-৬০৮-এর সঠিক উত্তর

মেহেদী হাসান মিরাজ

এ ছবি কার-৬০৯-এর সঠিক উত্তর

ঋতুপর্ণা চাকমা

এ ছবি কার-৬০৮এর বিজয়ী

আরিফুর রহমান খান
৬১/১, সুভাস বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

এ ছবি কার-৬০৯ এর বিজয়ী

আজাহারুল ইসলাম কচি
অব. কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশ এবং নগদের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাঁসর্পোট সাইজের ছবি আগামী ২৯ আগস্ট ২০২৫ এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।– সম্পাদক

এ ছবি কার?-৬১১

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হয়। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ২৫ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'। **-সম্পাদক**

ছবিটির নাম...

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা..

....

....মোবাইল..

এ ছবি কার-৬০৯ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪ নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ২। সানজিদা মাহবুব সায়মা, প্রযত্নে- মিশকাত, নুরুল্লাহ চৌধুরীবাড়ি, এনায়েতপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ৩। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা রোড, খুলনা; ৪। সালমা বেগম, গ্রাম-দেয়াড়া, পোস্ট-যুগিহাটি, থানা-রূপসা, খুলনা; ৫। তুহিন (বিএসসি) দিনমনির হাট, সদর, নোয়াখালী; ৬। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ৭। মো. শাহজাহান ঢালী, পিতা- মৃত নুর মোহাম্মদ ঢালী, ১৪ সিদ্দিকিয়া মহল্লা, খুলনা; ৮। রোজিনা ইব্রাহীম শিপ্রা, প্রযত্নে-ওবায়েদউল হক ভবন (২য় তলা) গ্রাম-জামালপুর, পোস্ট-বারইয়ারহাট, উপজেলা-মীরসরাই; জেলা-চট্টগ্রাম; ৯। মনিশা দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০ আসকার দিঘীরপাড়, জামাল খান, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১০। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ১১। উম্মে হাবিবা, গ্রাম+পোস্ট-বাঘরপুর, থানা+জেলা- চাঁদপুর; ১২। আফরোজা খাতুন, গ্রাম-দরবেশকাটা, পোস্ট-মকবুলাবাদ, থানা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার; ১৩। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজি, চতলা বাজার, লালমোহন, ভোলা; ১৪। মারিয়া জাহান রূপা, ১৮/১, নতুল্লাবাদ, রূপাতলী, বরিশাল; ১৫। লাভলী বেগম, প্রযত্নে-বন্ধু বেকারী, ৬/২ আলীর মোর, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা; ১৬। গিয়াস উদ্দিন, গ্রাম-কলাপাড়া, পোস্ট-মদনগঞ্জ, থান-বন্দর, জেলা- নারায়াণগঞ্জ; ১৭। আমেনা বেগম, গ্রাম-শ্রকণ্ঠপুর, পোস্ট- বাকাভবানীপুর, থানা-পাইকগাছা; জেলা-খুলনা; ১৮। মীম আক্তার, গ্রাম-আসমানিয়া, পোস্ট-নারান্দিয়া, থানা-তিতাস, জেলা-কুমিল্লা; ১৯। দোলন সরকার, পোস্ট-বাঘিয়া, পোস্ট-বালিরটেক, থানা+জেলা-মানকিগঞ্জ; ২০। হামিদা আক্তার, বাসা-৮, রোড-৯, স্বাধীনতা স্বরণী আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ২১। মাহির আবরার ইঞ্জিনিয়ার, রোড-২৯/এ, বাড়ি ১/বি/১ মিরপুর-১২, পল্লবী, ঝিলপাড়, মিরপুর, ঢাকা; ২২। সাদিয়া ইসলাম, কালারচর, হাজিরহাট, মনপুরা, ভোলা; ২৩। রেহেনা বেগম, গ্রাম-মান্দারী, পোস্ট-পাটবাজার, থানা+জেলা-লক্ষ্মীপুর; ২৪। মামুন খান হৃদয়, মমিনপুর, সোমপাড়া, চাটখিল, নোয়াখালী;

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীকে ৪৫ দিনব্যাপী ইন্টার স্কুল ও কলেজ ইনডোর রোইং প্রশিক্ষণ দিয়েছে বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন। ৯ আগস্ট মাওলানা ভাষানী হকি স্টেডিয়ামের রোইং সেন্টারে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া অ্যাথলেটদের সম্মাননা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদ আলম।

রূপালী ব্যাংক নিয়ে এলো আকর্ষণীয় ৩টি নতুন স্কিম

স্কিমের নাম	স্কিমের মেয়াদ	সুদ/মুনাফার হার	জমার পরিমাণ (টাঃ)	মাসিক মুনাফা/ মেয়াদপূর্তিতে পরিশোধ
রূপালী আস্থা রূপালী মান্থলি আর্নিং স্কিম	০৩ (তিন) বছর	১০.২৫% (বার্ষিক)	সর্বনিম্ন ১ লক্ষ অথবা এর গুণিতক	প্রতি ১ লক্ষ এর মাসিক মুনাফা টাঃ ৮৫৪.০০
রূপালী শ্রদ্ধা রূপালী মান্থলি বেনিফিট ফর সিনিয়র সিটিজেন	০৩ (তিন) বছর	১০.৫০% (বার্ষিক)	সর্বনিম্ন ১ লক্ষ অথবা এর গুণিতক তবে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ	প্রতি ১ লক্ষ এর মাসিক মুনাফা টাঃ ৮৭৫.০০
রূপালী ডাবল বেনিফিট স্কিম আরডিবিএস	৬ (ছয়) বছর ০৯ (নয়) মাস	১০.৮২% (বার্ষিক)	সর্বনিম্ন ১ লক্ষ অথবা এর গুণিতক	প্রতি ১ লক্ষ এর বিপরীতে মেয়াদপূর্তিতে প্রদেয় টাঃ ২ লক্ষ

* বিধি মোতাবেক সরকার নির্ধারিত হার অনুযায়ী উৎসে কর এবং আবগারী শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

হিসাব খোলার জন্য রূপালী ব্যাংকের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন

রূপালী ব্যাংক পিএলসি
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

www.rupalibank.com.bd

৪৮ বর্ষ ২৪ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. মোমিনুল হক

২. নাজমুল হক শান্ত

৩. নাজমুল হক শান্ত

৪৯ বর্ষ ১ সংখ্যার সঠিক উত্তর:

১. ৩টি

২. ৫টি

৩. অস্ট্রেলিয়া

৪৮ বর্ষ ২৪ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

দোলন সরকার
প্রযত্নে-সরকার ভিলা, রোড-৬
বাড়ি-১৮, বড়ইতলা মানিকগঞ্জ সদর
মানিকগঞ্জ।

৪৯ বর্ষ ১ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

শাবনাজ আক্তার পুতুল
১৬ শেরেবাংলা রোড
খুলনা।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৯ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

-সম্পাদক

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ২৫ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে।

- সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ৪৯ বর্ষ ■ ০৩ সংখ্যা ■ ১৬ আগস্ট ২০২৫

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক কে?

২. প্রশ্ন : বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক কে?

৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবল দল এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে কোন দেশে খেলবে?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২)..

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল :..

৪৯ বর্ষ ১ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪ নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ২। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা রোড, খুলনা; ৩। মনিরুল ইসলাম পাপ্পু, গ্রাম-দেয়াড়া, পোস্ট-যুগিহাটি, থানা-রূপসা, খুলনা; ৪। তুহিন (বিএসসি) দিনমনির হাট, সদর, নোয়াখালী; ৫। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ৬। মো. আব্দুল মালেক, ৮৭/২, জিন্নাপাড়া মেইন রোড, শিপইয়ার্ড, খুলনা; ৭। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ৮। সাবিকুন নাহার ঐশী, প্রযত্নে-মোহাম্মদীয়া মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম; ৯। প্রত্যয়ী রায়, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১০। উম্মে হাবিবা, গ্রাম+পোস্ট- বাঘরপুর, থানা+জেলা-চাঁদপুর; ১১। মারিয়া জাহান রূপা, ১৮/১, নতুল্লাবাদ, রূপাতলী, বরিশাল; ১২। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজি, চতলা বাজার, লালমোহন, ভোলা; ১৩। সাদিয়া ইসলাম, কালারচর, হাজিরহাট, মনপুরা, ভোলা; ১৪। হামিদা আক্তার, বাসা-৮, রোড-৯, স্বাধীনতা স্বরণী আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১৫। গিয়াস উদ্দিন, গ্রাম-কলাপাড়া, পোস্ট-মদনগঞ্জ, থানা-বন্দর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ; ১৬। লাভলী বেগম, প্রযত্নে-বন্ধু বেকারী, ৬/২ আলীর মোর, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা; ১৭। আমেনা বেগম, গ্রাম-শ্রকণ্ঠপুর, পোস্ট-বাকাভবানীপুর, থানা- পাইকগাছা; জেলা-খুলনা; ১৮। মীম আক্তার, গ্রাম-আসমানিয়া, পোস্ট- নারান্দিয়া, থানা-তিতাস, জেলা-কুমিল্লা; ১৯। দোলন সরকার, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট-বালিরটেক, থানা+জেলা-মানিকগঞ্জ; ২০। মানজুর আরমান দিপ্র, রোড-২৯/এ, বাড়ি-১/বি/১ মিরপুর-১২, পল্লবী, ঝিলপাড়, মিরপুর, ঢাকা; ২১। আফরোজা খাতুন, গ্রাম-দরবেশকাটা, পোস্ট- মকবুলাবাদ, থানা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার; ২২। মামুন খান হৃদয়, মমিনপুর, সোমপাড়া, চাটখিল, নোয়াখালী; ২৩। রেহেনা বেগম, গ্রাম- মান্দারী, পোস্ট-পাটবাজার, থানা+জেলা- লক্ষ্মীপুর;

মাদারবাড়ী বালুর মাঠ ঐক্যবদ্ধ আয়োজিত প্রথবার আন্তঃফুটসাল ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলা স্থানীয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বিশাল স্মৃতি সংসদ ৪-১ গোলে কীর্তন একাদশকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ক্রীড়া সংগঠক আজম খাঁনের সভাপতিত্বে এবং নুর জাহেদ বাবলুর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম আহবায়ক ইসরাফিল খসরু। চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফিসহ নগদ প্রাইজমানি ২৫,০০০ টাকা এবং রানার্স আপ দলকে ট্রফিসহ নগদ প্রাইজমানি ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

চট্টগ্রাম ক্রিকেট আম্পায়ার্স অ্যান্ড স্কোরার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ইস্পাহানি চট্টগ্রাম মাস্টার্স টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের পঞ্চম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ২৭ জুন চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় চট্টগ্রাম রয়্যালস ১৪ রানে শক্তিশালী নাইনটি'স উইলোকে হারিয়ে দেয়। ফাইনাল ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হন রয়্যালসের রনজিত দাস। টুর্নামেন্টে ১৭৮ রান করে সেরা ব্যাটার হয়েছেন নাইনটিস উইলোর নাজিম উদ্দিন। অন্যদিকে টুর্নামেন্টে ১১ উইকেট নিয়ে সেরা বোলার হয়েছেন চিটাগাং গোল্ডের ঈদ-এ আমিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি করপোরেশন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইস্পাহানী টি-ট্রেডের জেনারেল ম্যানেজার শাহ মইনুদ্দিন হাসান।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

তানজিদ হাসান তামিম : এ বছর মেরেছেন ২১টি ছক্কা

টি-টোয়েন্টিতে ‘ছক্কাপ্রিয়’ হয়ে উঠছে বাংলাদেশ

মো. রেজাউল হক

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট মানেই তো মার মার কাট কাট ব্যাটিংয়ে চার-ছক্কার ফুলঝুরি। খেলাটা যত কম ওভারের হয়, ততই যেন সেটা ব্যাটসম্যানদের খেলা হয়ে ওঠে। আর দর্শকেরা মাঠে আসেন কিংবা টিভি পর্দায় চোখ রাখেন রানের বন্যা দেখতে। ক্রিকেটের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের জন্মই হয়েছে মূলত অল্প সময়ের মধ্যে দর্শকদের বিনোদন দেওয়ার কথা মাথায় রেখে।

ঠিক এখানেই যেন পেছনের সারির দল বাংলাদেশ। ব্যাটিং দুর্বলতার কারণে টি-টোয়েন্টিতে পায়ের তলায় খুব একটা শক্ত জমিন কখনোই খুঁজে পায়নি টাইগাররা। ফলে টেস্টের মতো এই সংস্করণেও নিরন্তর সংগ্রামের গল্পই হয়েছে নিত্যসঙ্গী। বিচ্ছিন্নভাবে মাঝেমধ্যে কিছু সাফল্য এসেছে বটে, যার বেশির ভাগ মিরপুরের ‘প্রশ্নবিদ্ধ উইকেটের ক্যারিশমা’ কাজে লাগিয়ে; তবে বলার মতো ধারাবাহিকতা ছিল না কখনোই। আশার কথা যে দেরিতে হলেও বাজে অবস্থা কাটিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বদলে যাওয়ার পথে হাঁটতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা দুটি সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে টাইগাররা গাইতে শুরু করেছে নতুন দিনের গান। বিশেষ করে ছক্কার মন্ত্রে বদলাতে শুরু করছে বাংলাদেশের ব্যাটিং।

ক্রিকেটে স্ট্রাইক রোটেট করে খেলার গুরুত্ব থাকে সবসময়ই। তবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে দ্রুত রান তোলার বড় মাধ্যমই হলো ছক্কা। প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালী কিংবা উইকেট যত কঠিনই হোক না কেন, ছক্কা হাঁকিয়ে স্কোরকার্ড ছোটানোর সামর্থ্য থাকলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে দুই বার বিশ্বকাপ জিতেছে এবং ক্যারিবীয় খেলোয়াড়দেরকে যে ‘টি-টোয়েন্টির ফেরিওয়ালা’ বলা হয়, সেটি তো যেকোনো পরিস্থিতিতে তাঁদের অনায়াসে ছক্কা হাঁকাতে পারার কারণেই।

এখনকার দিনের টি-টোয়েন্টির চাহিদা আকর্ষণীয় স্ট্রাইকরেট, পাওয়ার হিটিং, ক্লিন হিটিং, ইম্প্যাক্ট ব্যাটিং কিংবা ফিনিশিং- প্রায় সব জায়গায়ই ঘাটতি বাংলাদেশ দলে। সেই ঘাটতি পূরণের ভালো আভাসই মিলছে বর্তমান দলে। বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে রান তুলতে বিশেষ করে ছক্কায় মনোযোগী হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে গত দু-এক বছর ধরেই। মুখের কথা নয়, পরিসংখ্যানই দিচ্ছে সেই সাক্ষ্য। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের অভিষেক সেই ২০০৬ সালের নভেম্বরে, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খুলনায়। ৪৩ রানের জয়ে রাঙানো শুরুর ওই ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা ছক্কা মেরেছিলেন মাত্র ৪টি (মাশরাফি মুর্তজা ২টি এবং ১টি করে শাহরিয়ার নাফিস ও আফতাব আহমেদ)। এরপর দলীয় ইনিংসে ১০ বা তার বেশি ছক্কার মুখ দেখতে বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে এক যুগ। ২০১৮ সালের ১০ মার্চ নিদাহাস ত্রিদেশীয় ট্রফিতে কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২১৫ রানের বড় লক্ষ্য তাড়া করে ঐতিহাসিক জয় পাওয়ার ম্যাচে ১২ ছক্কায় (লিটন ৫টি, মুশফিক ৪টি এবং ১টি করে তামিম, সৌম্য ও মাহমুদউল্লাহ) ওই খরা কেটেছিল বাংলাদেশের। এর পরের সময়টায় এ পর্যন্ত আরও ৮ বার ইনিংসে ১০টির বেশি ছক্কা মেরেছে বাংলাদেশ, যার ৭টিই গত দুই বছরে, কেবল এ বছরই ৪ বার।

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ছক্কার হার যে নিয়মিতই বাড়ছে, সেটি ভালোভাবে বুঝতে সহায়ক হতে পারে এই পরিসংখ্যান। ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত ১২টি টি-টোয়েন্টি খেলেছে বাংলাদেশ, এর মধ্যেই ম্যাচে ১০ বা তার বেশি ছক্কা দেখা গেছে চারবার। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য হারে ছক্কা-সংখ্যার বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় অবদান টি-টোয়েন্টি দলের দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমনের। এই সংস্করণে ২৯ ম্যাচের ক্যারিয়ারে ৩২ ছক্কা মেরে এখন টি-টোয়েন্টিতে দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডে ৯ নম্বরে তানজিদের নাম। তাঁর চেয়ে দুই ধাপ পেছনে থাকা পারভেজ ১৭ ম্যাচে মেরেছেন ২৫ ছক্কা। জানিয়ে রাখা দরকার, তানজিদ-পারভেজের পর জাকের আলী অনিক (৩০ ইনিংসে ৩৭ ছক্কা) বাদে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আর কারোরই ইনিংসের চেয়ে ছক্কার সংখ্যা বেশি নেই। এ ক্ষেত্রে ১৪১ ম্যাচের ১৩০ ইনিংসে ৭৭ ছক্কায় তালিকায় সবার ওপরে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ৭১ ছক্কা (১০৭ ম্যাচের ১০৫ ইনিংসে) মেরে দুইয়ে লিটন দাস এবং ৩ নম্বরে থাকা

পারভেজ হোসেন ইমন : ২০টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন এ বছর

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে সর্বাধিক ৭৭টি ছক্কা মারার রেকর্ড মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের

সৌম্য সরকারের ছক্কা ৫৫টি (৮৭ ম্যাচের ৮৬ ইনিংসে)। এই সংস্করণে বাংলাদেশের আর একজন ব্যাটসম্যানেরই রয়েছে ৫০-এর বেশি ছক্কা, তিনি সাকিব আল হাসান (১২৯ ম্যাচের ১২৭ ইনিংসে ছক্কা ৫৩টি)।

এক পঞ্জিকাবর্ষে ছক্কা মারায় বাংলাদেশের সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়াও এখন তানজিদের জন্য স্রেফ সময়ের ব্যাপার। গত বছর ১৭ ম্যাচ খেলা জাকের আলী অনিক ও ২০ ম্যাচ খেলা তাওহিদ হৃদয় দুজনেই মেরেছিলেন ২১টি করে ছক্কা, সেটিই ছিল রেকর্ড। ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত ১১ ম্যাচ খেলেই তাঁদের সমান ২১ ছক্কা হাঁকিয়েছেন তানজিদ। অন্যদিকে তাঁর সঙ্গী পারভেজ এ বছর ১০ ম্যাচে মেরেছেন ২০টি ছক্কা। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিলেটের মাঠে আসন্ন সিরিজেই হয়তো জাকের-হৃদয়ের রেকর্ড ভেঙে দেবেন তানজিদ ও পারভেজ উভয়েই।

অন্যদিকে টি-টোয়েন্টিতে এক বছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছিল গত বছর। ২০২৪ সালে ২৪ ম্যাচ খেলে ১২২ ছক্কার ওই রেকর্ডের পর এ বছর ইতিমধ্যে ১২ ম্যাচ খেলেই দ্বিতীয় স্থানে (৯০ ছক্কা) পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ। নেদারল্যান্ডস সিরিজ, এশিয়া কাপ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ মিলিয়ে আগের বছরের ছক্কার রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়া হয়তো খুব একটা কঠিন হবে না বাংলাদেশের জন্য। এ ক্ষেত্রে আশাবাদী হওয়া যায় পারভেজ হোসেন ইমনের কথায়। সবশেষ পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ বলে ৩ চার আর ৫ ছয়ে সাজানো অপরাজিত ৫৬ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলার পর ম্যাচসেরার

বাংলাদেশের এখনকার দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছক্কা (৭১) অধিনায়ক লিটন দাসের

পুরস্কার হাতে এই বাঁহাতি মারকুটে ওপেনার যেমনটি বলছিলেন, ছক্কা মারার এই মন্ত্র তাঁর ব্যক্তিগত নয়, বরং পুরো দলেরই, 'টি-টোয়েন্টি খেলতে হলে ছক্কা মারার সামর্থ্য থাকতেই হবে। আল্লাহর রহমতে আমাদের দলের সবার সে সামর্থ্যটা আছে। একদম শেষ যে ব্যাটসম্যান আছে, সেও ছক্কা মারতে পারে। এটা আমাদের অনেক ভালো উপকার দিচ্ছে। এটা আরও যত ভালো আয়ত্ত করতে পারব, আমাদের জন্য ভালো হবে।'

অ্যাসোসিয়েশন অব চেস প্লেয়ার্স বাংলাদেশ রাঙামাটি জেলার আয়োজনে এবং চট্টগ্রাম দাবা খেলোয়াড় সমিতি সহযোগিতায় ১ম রাঙামাটি আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা টুর্নামেন্টে আমিনুল ইসলাম অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন এবং শেখ রাসেদুল হাসান রানার্সআপ হয়েছেন। অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে তাতুল চাকমা, মহিলা বিভাগে উন্নিয়া বিন্তে ইউছুপ লুবাবা, সিনিয়র বিভাগে মঞ্জুর আলম, নন রেটিং বিভাগে সুমন্ত চাকমা, রেটিং ১৪০০-১৬৯৯ বিভাগে ফিদে রসুল, রেটিং ১৭০০-১৮৯৯ বিভাগে খাইরুল ইসলাম, রাঙামাটি জেলার মধ্যে নীর চাকমা ১ম হয়েছেন। এসিপিবি রাঙামাটি বিভাগে দীপংকর চাকমা সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার অর্জন করেন। রাঙ্গামাটি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক আবু সাদাৎ মোহাম্মদ সায়েম বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসিপিবি রাঙামাটি সভাপতি ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সরিৎ কুমার চাকমা। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক দীপংকর চাকমা। এই দাবা টুর্নামেন্টে ২৬ জন রেটেড দাবাড়ু সহ ৫৯ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করেন।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

চিটাগাং ক্লাব লিমিটেডের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী সিসিএলএম এ নুর স্মৃতি দাবা টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। এতে চ্যাম্পিয়ন হন আবিয়ান লতিফ দোভাষ এবং রানারআপ ফারহান চৌধুরী। অনূর্ধ্ব ১৪ সেরা প্রতিযোগী হিসেবে পুরস্কৃত হন চৌধুরী মোহাম্মদ আয়ান জামান। এছাড়া বেস্ট আনরেটেড, বেস্ট ফিমেল এবং ৬০ উর্ধ্ব সেরা প্রতিযোগী হিসেবে পুরস্কৃত হন যথাক্রমে রাজীব মোহাম্মদ মোস্তফা, শায়লা মাহমুদ ও প্রফেসর ডা. মাহমুদুল হক চৌধুরী। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চিফ হোস্ট ছিলেন চিটাগাং ক্লাব ভাইস চেয়ারম্যান সৈয়দুল আনোয়ার (ফরহাদ)। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চিটাগাং ক্লাবের সাবেক চেয়ারম্যান মিয়া মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এবং প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. মোহিত উল আলম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চিটাগাং ক্লাব দাবা বিভাগের মেম্বার ইনচার্জ ফরহাদ নুর। উল্লেখ্য, ৬ জন রেটেড খেলোয়াড়সহ৩৪ জন প্রতিযোগী এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেন।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

টেস্টের জয়গান

রফিকুল ইসলাম কামাল

এখনকার ক্রিকেট মাঠ যেন এক বিশাল মেলা। চারদিকে রঙের ঝলকানি, ডিজে মিউজিক, তারকাদের উপস্থিতি, চার-ছক্কার ফুলঝুরি–সব মিলিয়ে ক্রিকেট যেন এক সাড়ম্বরপূর্ণ সার্কাস। এই সার্কাসের সিংহভাগ অংশজুড়েই আধিপত্য টি-টোয়েন্টির। দ্রুত ফলাফল, চটকদার বিনোদন আর সেকেন্ডে সেকেন্ডে উত্তেজনার খোঁজে দর্শকস্রোতও টি-টোয়েন্টির দিকে। ১২০ বলের এই বিনোদনের ছোঁয়া বেশ ভালোমতোই স্পর্শ করেছে ওয়ানডে ক্রিকেটকেও। টি-টোয়েন্টির মারকাটারি ব্যাটিং তাই হরহামেশাই দেখা যাচ্ছে এই ফরম্যাটেও। তবু তাল মেলানোর সুযোগ কই! রকেট গতিতে ছোটা টি-টোয়েন্টির নাগাল বুলেট গতিতে ছোটা ওয়ানডে পাবে কি করে! আর টেস্ট? বুক ঠেলে উথলে ওঠা আবেগ বলে–আহা!

টেস্ট ক্রিকেট কখনোই ফ্যাশন ছিল না, বরঞ্চ এটা চিরকালীন ঐতিহ্য। কিন্তু ঝটপট বিনোদনের সার্কাসে ঐতিহ্য ক্রমেই ফিকে হচ্ছে। ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়ার অমর ধারাটি হয়ে পড়ছে কোণঠাসা। এই কঠিন সময়ে অতিসম্প্রতি শেষ হওয়া ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ যেন টেস্ট ক্রিকেটের জয়গানই গেয়ে গেল। টেস্টের গায়ে 'বিরক্তিকর' 'ধীরগতির' যে তকমা হররোজ সেঁটে দেওয়া হয়, সেসব ঠেলে যেন সিরিজটি দেখিয়ে দিল–টেস্ট এখনো রক্তে আগুন ধরাতে পারে। গ্যালারিভর্তি দর্শক, টিভি পর্দায় লাখো চোখ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগ–সব মিলিয়ে যেন নতুন করে ফিরল সাদাপোশাকের আবেদন।

সুন্দরের পুজারি কেউ কেউ হয়। আর ক্রিকেটের প্রকৃত সৌন্দর্য তো টেস্ট ম্যাচেই। উথাল-পাতাল ব্যাটিংয়ের যুগে এসেও সেই পুজারিরা ঐতিহ্যের ডাক এড়াতে পারেন না। বস্তুত টেস্ট ম্যাচের প্রতিটি সেশন যেন একেকটা যুদ্ধক্ষেত্র। নিখুঁত পরিকল্পনা, ধৈর্য, মস্তিষ্কের খাটনি, পিচের চরিত্র, আবহাওয়ার ধরন–পাঁচ দিনের 'পানিপথের যুদ্ধ' হচ্ছে টেস্ট। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে শর্টকাটে আপনি ফল পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ঐতিহ্যের ক্রিকেটে শর্টকাট বলে কোনো রাস্তা নেই, এখানে তাড়াহুড়োর কোনো সুযোগ নেই। শরীর-মন-পরিকল্পনা-দৃঢ়তা-বাস্তবায়ন এ সবকিছুর মিলন টেস্ট। টি-টোয়েন্টি কিংবা ওয়ানডেতে 'ফ্লুক' শব্দটা অহরহ শুনতে পাবেন। কিন্তু টেস্টে থাকতে হয় 'ক্লাস'। ব্রায়ান লারা, শচীন টেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্ণণ, মুত্তিয়া মুরালিধরন, শেন ওয়ার্ন–এসব গ্রেটদের মানুষ মনে রেখেছে সেই ক্লাসের কারণেই। 'ফ্লুকওয়ালারা' হারিয়ে যান সময়ের গহীন গহ্বরে; 'ক্লাসওয়ালারা' সুবাস ছড়িয়ে পান ক্লাসিকের মর্যাদা।

দুই.

এবারের ইংলিশ সামারে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের যে দৃশ্যপট, তা যেন ক্লাসিক টেস্ট ক্রিকেটেরই প্রতিচ্ছবি। হেডিংলি, এজবাস্টন, লর্ডস, ওভাল আর ওল্ড ট্র্যাফোর্ড–পাঁচ ভেন্যুতে যেন পাঁচটি পূর্ণদৈর্ঘ্য উপন্যাস রচিত হলো। প্রেম, প্রতারণা, যুদ্ধ, প্রতিশোধ, বীরত্ব–সবকিছুর মিশেলে যেন মহাকাব্য। কখনো ইংল্যান্ডের লড়াকু ব্যাটিং, জবাবে ভারতের চোয়ালবদ্ধ বোলিং, কখনো ভারতের তরুণ তুর্কিদের ব্যাটের শাসন, এর পাল্টায় ইংলিশদের শাণিত বলের তোপ, সঙ্গে প্রায় প্রতি সেশনে ঘন ঘন মোড় বদল, চিত্র পরিবর্তন পুরো সিরিজকে দিয়েছে অমিয় সুধার স্বাদ।

ব্যাটে-বলের লড়াই চাপিয়ে সিরিজটি যেন ইংল্যান্ডের কাছে ছিল সেই চিরায়ত অহমের ঝান্ডা তুলে ধরার সুযোগ; আর ভারতের কাছে যেন দীর্ঘ দুঃশাসনের জবাব দেওয়ার মোক্ষম হাতিয়ার। আর তাই তো ভাঙা কাঁধ নিয়ে এক হাতেই ব্যাট নিয়ে ২২ গজে নেমে পড়েন ক্রিস ওকস। পায়ে গুরুতর চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পরও ফিরে আসেন রিশভ পন্ত, তুলেন ঝড়। লর্ডসে যে মোহাম্মদ সিরাজের দুর্ভাগ্যজনক আউটে হার নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল ভারত, ওভালে এসে সেই সিরাজের রুদ্ররূপে দুরন্ত জয়ের রূপকথা লিখে ভারত। যেন 'নবাব' সিরাজের ছোবলে ইংরেজদের দুর্গ পতন!

বীরত্বের লড়াই ছাপিয়ে ইংরেজ অহমের চিত্রও দেখা গেল 'স্বগৌরবে'! ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যাচ হারের খাদে ছিল ভারত। সেখান থেকে তারা ঘুরে দাঁড়ায় রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দরের ব্যাটে। শেষ দিনে ম্যাচের ফল যখন নিশ্চিত ড্রয়ের দিকেই গড়াচ্ছে, তখন আগেভাগেই ড্র মেনে নিয়ে ম্যাচ শেষের প্রস্তাব দেন ইংলিশ দলপতি বেন স্টোকস। কিন্তু ৮৯ রানে থাকা জাদেজা ও ৮০ রানে থাকা সুন্দর কেন তা মানবেন! তাদের সামনে সেঞ্চুরির হাতছানি; স্টোকসের প্রস্তাব তাই খারিজ হয়ে গেল। চটে গেলেন স্টোকস, তার যেন অহমে আঘাত লাগল। এর পরের দৃশ্য সেই চটে যাওয়ার প্রতিবিম্ব–জাদেজা ও সুন্দরকে বোলিং করলেন ব্যাটার হ্যারি ব্রুক আর জো রুট! আলোচিত সিরিজে এও ছিল আরেক আলোচনার খোরাক। আবার লর্ডসে জ্যাক ক্রলির সময়ক্ষেপণে ক্ষুব্ধ হয়ে শুবমান গিলের বাদানুবাদও ছিল ট্রেন্ডিংয়ে।

মাঠের ক্রিকেটই কেবল আলোচিত চরিত্র ছিল? মোটেও না। দর্শকদের জন্য 'থ্রিলিং' হয়ে ছিল মাঠের বাইরের ঘটনাও। এই যেমন ওভালে শেষ ম্যাচের আগে পিচ কিউরেটর লি ফোর্টিসের সঙ্গে ভারত কোচ গৌতম গম্ভীরের বাগ্‌বিতণ্ডা ছিল 'হটকেক'। ওই ওভাল টেস্ট আসলে ছিল ব্যাটে-বলের দুর্দান্ত লড়াইয়ের এক সিরিজের কাব্যিক সমাপ্তি। টেস্টে শেষ ইনিংসে ৩৮০ রান তাড়া সহজ কিছু নয়। অথচ ইংলিশ ব্যাটাররা সে লক্ষ্য তাড়ায় ব্যাট চালাচ্ছিলেন অবলীলায়। একটা পর্যায়ে মনে হচ্ছিল চতুর্থ দিনেই তারা জয় তুলে নেবে। কিন্তু চিত্রনাট্যের শেষটা তো তখনো বাকি! শেষ দিনে হাতে ৪ উইকেট নিয়ে স্টোকসের দলের প্রয়োজন ছিল ৩৫ রান। হাতের মুঠোয় জয়। কিন্তু টেস্টের শাশ্বত রূপ বদলের খেলায় সেই জয় বেরিয়ে গেল মুঠো থেকে; পরাজয়ের পতন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকল তাদের ইংলিশদের কাছে। বিপরীতে মোহাম্মদ সিরাজ নামক কামানের গোলায় ইংরেজদের ধসিয়ে দেওয়া ভারত শিবিরে উত্তুঙ্গ উচ্ছ্বাস। পাঁচ দিনের টেস্ট ম্যাচও যে উত্তেজনার পারদ ঊর্ধ্বে চড়িয়ে দিতে পারে, এ যেন তারই নাটকীয় প্রকাশ।

তিন.

ক্রিকেটকে ক্রমেই বিপণনের হাতিয়ার বানাতে গিয়ে দেশে দেশে, এমনকি শহরে শহরে এখন টি-টোয়েন্টি লিগের পসরা! এত বেশি প্রতিযোগিতা যে ভালোমানের ক্রিকেটারদের দিয়ে কোটা পূরণ হচ্ছে না। আর তাই অখ্যাত ক্রিকেটারদের দেখা মিলছে হররোজ; যাদের সিংহভাগই হারিয়ে যাচ্ছেন দ্রুত।

আজকাল টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও গ্যালারি পুরোটা ভরে না। দর্শক কত খেলা দেখবে! এই যখন পরিস্থিতি, তখন টেস্ট তার চিরায়ত রূপ নিয়ে হাজির হচ্ছে। বাড়িয়ে দিচ্ছে দর্শক আগ্রহ। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের কেবল ওভাল টেস্টের শেষ দিনের কথাই যদি বলা হয়, ২৬ হাজার ৫০০ দর্শক টিকিট কেটে গ্যালারিতে ছিলেন! এই সিরিজ টিভির পর্দায় দেখেছেন প্রায় ৪ কোটি মানুষ! এ যেন দৃঢ় স্টেটমেন্ট–টেস্ট ক্রিকেটের আবেদনের নবতর উত্থান!

বস্তুত টেস্ট ক্রিকেট প্রত্নতাত্ত্বিক খননযজ্ঞের মতো। এখানে আনন্দ পাওয়া যায় ধৈর্যে। এখানে নায়ক হয়ে ওঠেন তারাই, যাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা উইকেটে পড়ে থাকেন, যাঁরা পরিশ্রান্ত হয়েও উইকেটের নেশায় বল ফেলেন নিশানায় স্পেলের পর স্পেল। টেস্ট বুমবুম ক্রিকেট নয়,

বরঞ্চ বাছবিচারের খেলা। এখানে একেকটি বল একেকটি প্রশ্নপত্র, যার উত্তর ব্যাটারকে দিতে হয় নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে, কৌশলে। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে হয়তো প্রতিভার ঝলক দেখা যায়, কিন্তু সাদাপোশাকের ক্রিকেটে বেরিয়ে আসে একজন খেলোয়াড়ের দৃঢ়তার প্রতিচ্ছায়া।

চার.

এবারের ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ দেখিয়েছে, রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা, টানটান বিনোদনের জন্য কেবল তিন বা ছয় ঘণ্টার ম্যাচই নয়, পাঁচ দিনের ম্যাচও যথেষ্ট পসরা সাজিয়ে বসে থাকে। দুটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দল, ক্রিকেটারদের লড়াকু মনোভাব, কিছু নাটকীয় মুহূর্ত, ক্রিকেটবোদ্ধাদের নিবেদন, অনিশ্চয়তার দোলাচলে থাকা ফলাফল–ব্যস, আর কী চাই! টেস্ট ক্রিকেটে এসবের সম্মিলনে তৈরি হয় এমন অভিজ্ঞতার, যা শত চার-ছয়ের মারকাটারি থেকেও বেশি মনে গেঁথে থাকে।

তবে টেস্ট ক্রিকেটকে টিকিয়ে রাখতে কেবল ম্যাচ আয়োজন করে গেলেই চলবে না। এর উপস্থাপনায় বদল আনতে হবে। কুটিলতার পথে না হেঁটে উদারতার পথে আগাতে হবে নিয়ন্ত্রকদের। দ্বিস্তরের টেস্ট পদ্ধতি এই ফরম্যাটের জন্য আত্মঘাতী হওয়ার শঙ্কা তৈরি করবে। তিন-চারটি দেশ কেবল নিজেদের মধ্যে টেস্ট খেলছে, এই দৃশ্য দর্শককে কতটা টানবে? কতটা আগ্রহ ধরে রাখবে তাদের? বরঞ্চ টেস্টের ছায়াতল কীভাবে বিস্তৃত করা যায়, আরও দেশকে কীভাবে এই ফরম্যাটের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়, সেই চিন্তা করা উচিত। দর্শকদের কথা গভীর মনোযোগে ভাবতে হবে। এখনকার আধুনিক দর্শকদের কেবল ম্যাচের চিত্র দেখে মন ভরে না। তাদের চাই তথ্য, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ। চাই প্রযুক্তির ব্যবহারে স্পষ্টতা, ধারাভাষ্যে নাটকীয়তা। সর্বোপরি বোর্ডগুলোর আন্তরিকতাও জরুরি। কথিত দেশপ্রেমের ভাঁওতাবাজির ধোয়া তোলে অমুক দেশে খেলব না, তমুক দেশে যাবো না এই সীমাবদ্ধ মনোভাব থেকে বোর্ডগুলোকে বেরিয়ে আসতে হবে। ভেবে দেখুন, ভারত পাকিস্তান বা পাকিস্তান ভারত সফরে গিয়ে খেলছে, অ্যাশেজের উত্তেজনাকে ছাড়িয়ে যাবে না?

নদীর যেমন বাঁকে বাঁকে ছন্দ, টেস্টেরও সেশনে সেশনেও তেমনি ভিন্ন গল্প। টেস্টের জয়গান তাই অবিসংবাদিত।

এবার কি মিলবে প্রাপ্য সম্মান?

ফারজানা ইয়াসমীন

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এখন উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। তারা এখন আর কোনো তুচ্ছ দল নয়; বরং দক্ষিণ এশিয়ার এক নির্ভরযোগ্য দলের নাম। বার বার সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ২০২২ সালের পর টানা দ্বিতীয়বার ২০২৪ সালে প্রতিপক্ষ নেপালের বিরুদ্ধে ফাইনালে জিতে সাফ শিরোপা ধরে রেখেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। নিজেদের ইতিহাসের প্রথমবার খেলবে এশিয়ান কাপ ফুটবল, যা আগামী বছরের মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ টুর্নামেন্টের নয় বারের চ্যাম্পিয়ন চীন, দুই বারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কোরিয়া ও মধ্য এশিয়ার দল উজবেকিস্তান। এশিয়ান ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তরে বাংলাদেশ পুরুষ দলও চলতি শতাব্দীতে এমন সফলতার মুখ দেখেনি, সর্বশেষ খেলেছিল ১৯৮০ সালে। বিরলপ্রায় এ কাজটাই করে দেখিয়েছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। এ ছাড়া তাদের সামনে এসেছে ২০২৭ বিশ্বকাপ ও ২০২৮ অলিম্পিকের টিকিট কাটার সুযোগ। অথচ বাংলাদেশের এই নারী ফুটবল দলের আন্তর্জাতিক যাত্রাটা শুরু হয়েছিল মাত্র দেড় দশক আগে, ২০১০ সালে। সময় বিবেচনায় এই অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে এ সময়কালে পুরুষ ফুটবল দলের উল্লেখযোগ্য কোনো অর্জন নেই। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাফল্যগাঁথা এখন আর কল্পনা নয়, এটি এখন চোখের সামনে দৃশ্যমান।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে এত সাফল্যের পরেও নারী ফুটবলাররা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। পুরুষ ফুটবল দল যখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তেমন বড় সাফল্য দেখাতে পারছে না, তখন নারী ফুটবলাররা চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেশকে বারবার সফলতা এনে দিচ্ছে। তবুও তাদের জন্য অপেক্ষা করে তুলনামূলক কম সুযোগ-সুবিধা। নারী ফুটবল দলের বেলায় কান পাতলেই শোনা যায় আর্থিক স্বল্পতা, বেতন-ভাতার ঘাটতি, অপর্যাপ্ত অবকাঠামোর ইতিহাস। মিডিয়া কভারেজে নারীদের সাফল্য থাকে উপেক্ষিত, যেখানে পুরুষ খেলোয়ারদের প্রতিটি সাফল্য ও অর্জনকে বড় করে প্রচারিত হয়। মূলত ফুটবল হল একটি ক্লাব কেন্দ্রিক খেলা। সেই খেলায় পুরুষদের জন্য আছে একটি পেশাদার লিগ, একটি সাজানো বর্ষপঞ্জি। পর্যাপ্ত না হলেও পুরুষ খেলোয়াড়দের সেখান থেকে অর্থলাভের উপায় আছে। তবে এখানেও নারী ফুটবলারদের ক্ষেত্রে সুযোগ খুব কম; কারণ, গত ১৪ বছরে নারী ফুটবল লিগ হয়েছে মাত্র ৬টি। এ জন্য বাধ্য হয়ে বিদেশি লিগগুলোর দিকে নজর দিতে হয় মেয়েদের। বড় ম্যাচের আগে পুরুষ ফুটবল দল অবস্থান করে পাঁচ তারকা হোটেলে আর নারী ফুটবল দলের বেশির ভাগ সময় জায়গা হয় বাফুফে ভবনে। অবশ্য এর ব্যাখ্যা একটাই, মেয়েরা নাকি বাফুফে ভবনে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে! কোচিং প্যানেলেও রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যেখানে পুরুষ ফুটবল দলে পুরো কোচিং প্যানেল বিদেশ থেকে উড়িয়ে আনা হয়, সেখানে নারী ফুটবল দলে বিদেশি কোচ মাত্র একজন।

আমাদের সমাজের লিঙ্গবৈষম্যেমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এই বৈষম্যের মূল কারণ। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের ঘরে আবদ্ধ রাখার মানসিকতাই শ্রেয় মনে করা হয়। নারীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ এখনো অনেকের চোখে অস্বাভাবিক ও অপ্রচলিত বিষয়। ফলে সমাজ ও পরিবার থেকে যথাযথ উৎসাহ তারা বেশির ভাগ সময় পায় না। কিছু ক্ষেত্রে তো নারী সন্তানকে ঘরের বাইরে খেলাধুলার কারণে বাবাকে বিভিন্ন হুমকি ও কটু কথার সংবাদ উঠে আসে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের এই অদম্য নারী সাহসী কন্যারা না জানি কত বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করে আজকের এই অবস্থানে এসেছে। অথচ একজন নারী ফুটবলার তার শ্রম, মেধা ও প্রতিভা দিয়ে দেশের মান উজ্জ্বল করে, যা একজন পুরুষ খোলোয়াড়দের মতোই সমান সম্মানজনক। নারী-পুরুষ উভয়ই দেশের সাফল্যের জন্য কাজ করে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই বৈষম্য দূর করতে হলে শুধু ক্রীড়া সংগঠন বা ফেডারেশন নয়, বরং রাষ্ট্র, সমাজ ও সংবাদমাধ্যম সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। নারী ফুটবল দলকে পুরুষ দলের চেয়ে ছোট করে না দেখে নারী দলকে যথ যথ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মিডিয়াতে নারী দলের অর্জনকে বহুল প্রচার করতে হবে এবং দলের সাফল্যকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যেহেতু সমাজে নারীদের উঠে আসার পথ কঠিন, তাই নারী খেলোয়াড়দের নিয়ে বিশেষ ক্যাম্পেইন ও অনুপ্রেরণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সমাজের প্রান্তিক পর্যায় থেকে যেন দক্ষ নারী খেলোয়ার উঠে আসে, এ জন্য বেশি বেশি মেধা অন্বেষণ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল এখন শুধু একটি দলই নয়, তারা হাজারো নারীর স্বপ্ন, সংগ্রাম আর সক্ষমতার প্রতীক। তারা দেখিয়ে দিয়েছেন, একটু সুযোগ পেলে নারীরাও গর্বের কারণ হতে পারে। তাই এই নারীর পাশে দাঁড়ানো মানে দেশকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। সমতা তখনই আসবে, যখন আমরা এদের নারী ফুটবলার হিসেবে না দেখে দেশের জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করব। ক্রীড়াঙ্গনে আর কোনো বৈষম্য থাকবে না, যদি আমরা সচেতন হই এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাই। আর সেই পরিবর্তন অবশ্যই দরকার, এখনই সুযোগ দেশকে এগিয়ে নেওয়ার।

খেলোয়াড় খুঁজতে পাইওনিয়ার ফুটবল কবে মাঠে নামবে

ইকরামউজ্জমান

দেশের ফুটবলে অগ্রাধিকার 'সেট' করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ফুটবল ফেডারেশন প্রথম থেকেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আর তার খেসারত গত পাঁচ যুগের বেশি সময় ধরে দিতে হয়েছে। সব সময় হা-হুতাশ পাইপ লাইনে খেলোয়াড় কোথায়? কোটি কোটি মানুষের দেশে জাতীয় দল এবং 'এ' দল গঠন করার মতো কার্যকর খেলোয়াড় নেই। চিন্তা-ভাবনা এবং পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে বাফুফের উদাসীনতা এবং বড় ধরনের ভুল দেশের ফুটবলকে শুধু দুর্বল করে রাখেনি–প্রশ্নবিদ্ধও করেছে। বয়সভিত্তিক দল গঠন করতে গিয়ে বারবার হিমশিম খেতে হচ্ছে এরপরও সব সময় ঘুমিয়ে থাকা আর আত্মোপলব্ধি এক সময় সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই ঠিক আর হচ্ছে না। বিপদে পড়লে অনেক চিন্তা। গোজামিল দিয়ে মুশকিল আসান–এরপর যা বাহান্ন তাহাই তিপান্ন।

সাধারণ মানুষের সবচেয়ে প্রিয় খেলা ফুটবল চলছে অরাজকতা, আস্থাহীনতা, অস্থিরতার মধ্যদিয়ে দিক ভ্রান্তভাবে। মানুষ জানে না ফুটবলে স্বচ্ছতা এবং লক্ষ্য কী। ফুটবলে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার সায় বিশেষ করে পুরুষ ফুটবলে প্রাপ্তির অনেক ফারাক। লম্বা লম্বা কথা বলা হয়। 'স্লোগান' দেওয়া হয় ফুটবল জাগরণের। কিন্তু এই জাগরণ কীভাবে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। ভাবা হয় আম পাবলিক ঠিকই স্লোগান খাবে। বারবার বলা হয়ে থাকে ফুটবলের কঠিন সময় সাময়িক–সামনে ভালো সময় আসছে।

আগের তুলনায় দেশজুড়ে ফুটবল এখন অনেক কম মাঠে গড়ায়। কিন্তু কেনো, এটি নিয়ে কি সম্মিলিতভাবে কখনো ভাবা হয় না। উপজেলার কথা বাদই দিলাম কয়টি জেলা শহরে নিয়মিতভাবে লিগ, টুর্নামেন্ট ও শিল্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই যে খেলা হচ্ছে না, খেলা অনুষ্ঠিত না হওয়া দেশের ফুটবলকে সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এটি নিয়ে জোড়ালো আওয়াজ কোথায়? আগে জেলা এবং মহকুমা পর্যায়ে নিয়মিতভাবে মৌসুমে ফুটবল মাঠে গড়াতো এখন সব সময় শুনতে হচ্ছে অনেক সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা আর অজুহাতের গল্প। ফুটবল পরিচালনার পেছনে সেই মানুষগুলো, সেই উৎসাহ দাতাদের শূন্যস্থানগুলো কেনো পূরণ হচ্ছে না।

জেলায় জেলায় আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা কি এতই করুণ যে ছোট পরিসরেও ফুটবল লিগের আয়োজন সম্ভব হয়ে উঠে না। মফস্বল শহরগুলোর ক্রীড়াঙ্গনে সম্মিলিত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বিভাজন লক্ষণীয় হচ্ছে। এতে করে সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকারের অভাব। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে অসঙ্গতিগুলোকে সংশোধিত করার কোনো উদ্যোগ নেই। সব ক্ষেত্রে গা ছাড়া ভাব। দেশের ক্রীড়াঙ্গনে শুধু ফুটবল নয় সব খেলার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা এবং পরিসেবায় দুর্বলতা স্পষ্ট। মানুষ ফুটবল নিয়ে হতাশায় ভুগছে। হামজা চৌধুরী, সুমিত, ফাহিমিদুলরা এসে ঘুমিয়ে থাকা ফুটবলকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এটি সত্যি। তবে ফুটবলকে নিয়ে সত্যিকার অর্থে কিছু ভাবলে সেটি পরিকল্পনার আওতায় এনেই ভাবতে হবে। এখন যেভাবে দেশের ফুটবল চলছে এটি সঠিক চলা নয়। বিভিন্ন কারণে বাফুফের কোনো কর্তা-কর্মকর্তা দারুণভাবে তাঁর পদবি উপভোগ করছেন। প্রচারের আলো তাদের আলোকিত করে রেখেছে। এখন যাঁরা বাফুফের হাল ধরে আছেন, তাঁদের মেয়াদ প্রায় এক বছর শেষ হতে চলেছে–এই এক বছরে বাফুফের কার্যকর ভূমিকা কী এই প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক। এই সময়ের মধ্যে নারী ফুটবল ভীষণভাবে উজ্জ্বল–বাফুফে নারী ফুটবলের জন্য তো কিছুই করতে পারেনি। স্পন্সর জোগাড় করার কথা বাদই দিলাম। সরকারের সঙ্গে বসে একটি পৃথক প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড কী নিশ্চিত করতে পেরেছে? বড় কর্মকর্তারা যত বেশি পেশাদার মানসিকতা এবং ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হোন না কেন এতে কাজ হবে না যদি না তারা 'প্রায়োরিটি সেট' করে সম্মিলিতভাবে কাজ না করেন। কাজী সালাউদ্দিন ভালো খেলোয়াড় ছিলেন, বুদ্ধিদৃপ্ত স্মার্ট সংগঠক ছিলেন তিনি কেনো অনেকগুলো ক্ষেত্রে পিছিয়ে থেকে বছরের পর বছর পর করেছেন। বিষয়টি কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে নয়। ফুটবল ব্যবস্থাপনায় তার দুর্বলতাগুলো কোথায় ছিল সেগুলো চিহ্নিত করে এখন যাঁরা বড় নেতা তাঁদের উচিত সবাইকে সংপৃক্ত করে কাজ করা। ফুটবলের রোগ নির্ণয় তো সব সময় করা হচ্ছে। সমস্যা হলো সঠিক ওষুধ প্রদান।

মেধা ও প্রতিভা থাকলেই হবে না, এটি বিকশিত করতে না পারলে তো সবকিছু অর্থহীন। জনমিতিক লভ্যাংশ (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) অধরাই থেকে যাবে। সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নির্দিষ্ট খেলার ভবিষ্যৎ এবং স্বপ্ন। আর এই পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয় তৃণমূল পর্যায় থেকে। ভবিষ্যতের ক্রীড়াঙ্গনের গতিপথ নির্মাণের মৌলিক উপাদান তো এখান থেকেই জোগান দেওয়া হয়। হঠাৎ করে জোড়াতালি দিয়ে ভবিষ্যতের পথ তৈরি করা যায় না। ক্রীড়াঙ্গনে সঠিকভাবে হাঁটতে হলে জুনিয়র লেবেল থেকেই হাঁটা শুরু করতে হবে। অতীতে আমরা লক্ষ্য করেছি পাইওনিয়ার ফুটবল থেকে দেশের সেরা সেরা ফুটবল তারকা উঠে এসেছেন। তাঁরা জাতীয় ফুটবলে অবদান রেখেছেন। অনূর্ধ্ব-১৫ পাইওনিয়ার ফুটবল লিগ দেশের ফুটবলে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পিটিশন। এই কম্পিটিশন থেকেই ভালো খেলোয়াড়কে ফুটবল জহুরিরা চিন্তিত করে থাকেন। দুঃখের বিষয় গত দুই বছর পাইওনিয়ার ফুটবল মাঠে গড়াতে পারেনি বিভিন্ন কারণে। ফুটবল ফেডারেশনের জন্য বিষয়টি দুঃখজনক। যেখান থেকে খেলোয়াড় বের হবে সেই কম্পিটিশন আয়োজনে ঢিলেমি তো মেনে নেওয়া যায় না। চলতি মৌসুমের অর্ধেক সময় পার হয়ে গেছে। পাইওনিয়ার ফুটবল মাঠে নামতে পারেনি। দল গঠন করে ক্লাবগুলো প্রস্তুত। লিগ শুরু করার জন্য ইতোমধ্যেই বাফুফে ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। বাফুফে নির্বাচনের পর গত বছর ৯ নভেম্বর এক বছরের জন্য পাইওনিয়ার লিগের চেয়ারম্যান করা হয় বাফুফের সদস্য টিপু সুলতানকে। তাঁর মেয়াদ আছে আর মাত্র তিন মাসের মতো। পাইওনিয়ার ফুটবল মাঠে গড়াতে পারেনি। টিপু সুলতানকে চেয়ারম্যান করা হলেও বিভিন্ন কারণ এবং বড় কর্মকর্তাদের ব্যস্ততার জন্য লিগ কমিটি গঠন করা হয়নি। আর লিগ কমিটি ছাড়া কিভাবে পাইওনিয়ার ফুটবল লিগ শুরু হবে। জানানো হয়েছে কিছুদিনের মধ্যেই লিগ কমিটি তৈরি করে দেবে ফুটবল ফেডারেশন। আর সেই কমিটি লিগ পরিচালনা করবে। শুরুতে বলেছি অগ্রাধিকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না–ফুটবলে। পাইওনিয়ার ফুটবল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লিগ। এখানে 'গ্ল্যামারার' নেই–তাই হয়তো গুরুত্ব কম। সেই ১৯৮০ সালে এই লিগে ৮০টি দল অংশ নিয়েছে।

শব্দজট-৬৩১

তা	ন	ভী	র	ই	স	লা	ম	
স								সা
কি		মি	লি	আ	ক্তা	র		গ
ন								রি
আ	জি	জু	ল	হা	কি	ম		কা
হ								
মে	হে	দি	হা	সা	ন	মি	রা	জ
দ								
	ঋ	তু	প	র্ণা	চা	ক	মা	

শব্দজট-৬৩১ বিজয়ী

রাকিব হোসেন
গ্রাম-আলী সাহরদী, ডাক-মদনগঞ্জ, থানা-বন্দর
জেলা-নারায়ণগঞ্জ।

শব্দজট-৬৩২ এর বিজয়ী

মামুন খান হৃদয়
মমিনপুর, সোমপাড়া
চাটখিল, নোয়াখালী।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশ এবং নগদের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাঁসপোর্ট সাইজের ছবি আগামী ২৯ আগস্ট ২০২৫ এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

শব্দজট-৬৩২ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪ নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ২। সানজিদা মাহবুব সায়মা, প্রযত্নে- মিশকাত, নুরুল্লাহ চৌধুরীবাড়ি, এনায়েতপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ৩। সৌমিক দাশ গুপ্ত কেন্টি, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, আন্দরকিল্লা, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৪। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শের-ই-বাংলা রোড, খুলনা; ৫। শেখ মুজিবর রহমান, গ্রাম- দেয়াড়া, পোস্ট- যুগিহাটি, থান- রূপসা, খুলনা; ৬। এমএইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ৭। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ৮। মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, আইডি-২৬১৮, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লি., ৫১ কালুরঘাট, ভারি শিল্প এলাকা, চট্টগাম; ৯। উম্মে হাবিবা, গ্রাম+পোস্ট-বাঘরপুর, থানা+জেলা-চাঁদপুর; ১০। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজি, চতলা বাজার, লালমোহন, ভোলা; ১১। মারিয়া জাহান রূপা, ১৮/১, নতুল্লাবাদ, রূপাতলী, বরিশাল; ১২। হামিদা আক্তার, বাসা-৮, রোড-৯, স্বাধীনতা স্বরণী আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১৩। গিয়াস উদ্দিন, গ্রাম-কলাপাড়া, পোস্ট-মদনগঞ্জ, থান-বন্দর, জেলা-নারায়াণগঞ্জ; ১৪। লাভলী বেগম, প্রযত্নে- বন্ধু বেকারী, ৬/২ আলীর মোর, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা; ১৫। আমেনা বেগম, গ্রাম-শ্রকণ্ঠপুর, পোস্ট- বাকাভবানীপুর, থানা-পাইকগাছা; জেলা-খুলনা; ১৬। মীম আক্তার, গ্রাম-আসমানিয়া, পোস্ট-নারান্দিয়া, থানা-তিতাস, জেলা- কুমিল্লা; ১৭। দোলন সরকার, গ্রাম-বাঘিয়া, পোস্ট-বালিরটেক, থানা+জেলা- মানকিগঞ্জ; ১৮। মামুন খান হৃদয়, মমিনপুর, সোমপাড়া, চাটখিল, নোয়াখালী; ১৯। রেহেনা বেগম, গ্রাম-মান্দারী, পোস্ট-পাটবাজার, থানা+জেলা-লক্ষ্মীপুর; ২০। সাদিয়া ইসলাম, কালারচর, হাজিরহাট, মনপুরা, ভোলা; ২১। আফরোজা খাতুন, গ্রাম-দরবেশকাটা, পোস্ট- মকবুলাবাদ, থানা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার;

শব্দজট-৬৩৩

১								
				২				
		৪						
						৫		৬
৩								
		৭				৮		

নাম ....

ঠিকানা ....

....

....

মোবাইল ....

শব্দজট ৬৩৩-এর সূত্র

সূত্রঃ পাশাপাশি

১। ১৯৬৬ ফুটবল বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলের নাম।
২। বাংলাদেশ টেষ্ট ক্রিকেটে সর্ব কনিষ্ঠ টেষ্ট সেঞ্চুরিয়ান।
৩। আফগানিস্তানের ক্রিকেটার।
৭। অজি ক্রিকেট দলের সাবেক সেরা গতিময় বোলার।
৮। একটি আর্ন্তজাতিক খেলার নাম।

সূত্রঃ উপর-নিচ

১। ২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দলের নাম।
২। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত একটি ক্রিকেট খেলুড়ে দেশের নাম
৪। বাংলাদেশ এর জাতীয় খেলার নাম।
৩। বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটারের নামের প্রথমাংশ
৫। ১৯৩০ ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দলের নাম।
৬। ২০১২ ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনালে যে দল রানার্সআপ হয়েছিলো, সে দলের নাম।

মোহাম্মদ জাহেদুল আলম
র‍্যাংগস মোটরস লিমিটেড
অক্সিজেন ব্রীজ শাখা, বায়জিদ, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১৫-৮৪০৪৩৭

লেখক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক ‘ক্রীড়াজগত’ পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রায়শই দেখা যায়, কেউ কেউ ‘ক্রীড়াজগত’-এ পাঠানো লেখা প্রকাশের আগেই অন্যত্র ছাপিয়ে থাকেন কিংবা কখনো কখনো অনলাইনে প্রকাশিত লেখা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কপিপেস্ট করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে থাকেন, যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। সংশ্লিষ্ট সবাই আগামীতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।

- সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

রান তাড়ায় দুর্বলতার সমাধান জরুরি

মো. মনির উদ্দিন

পাকিস্তানের বিপক্ষে পরপর দুই জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টি সিরিজের ট্রফি নিজেদের করে নিয়েছিল বাংলাদেশ। ফলে তৃতীয় ম্যাচটি পরিণত হয় স্রেফ নিয়মরক্ষার। হোয়াইটওয়াশের চোখ রাঙানির মুখে থাকা পাকিস্তান এদিন টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে স্কোরবোর্ডে ৭ উইকেটে ১৭৮ রান জমা করার পরই কার্যত ম্যাচের ফল নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। মূলত ইনিংস বিরতিতেই পরাজয় 'হাতছানি' দিয়ে ডাকছিল বাংলাদেশকে! কারণ, এমনিতে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম বাংলাদেশের জন্য 'লাকি গ্রাউন্ড' হলেও এই মাঠে টি-টোয়েন্টিতে ইতিপূর্বে ১৫০ বা তার বেশি রানের লক্ষ্য তাড়া করে কখনোই কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি লাল-সবুজ বাহিনী। নির্দিষ্ট করে বললে এর আগে ৯ ম্যাচে (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩ বার, ২ বার করে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে এবং ১ বার করে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের বিপক্ষে) দেড়শ উর্ধ্ব স্কোর চেজ করতে নেমে প্রত্যেকবারই পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মাঠ ছেড়েছে টাইগাররা। ব্যতিক্রম হয়নি এমন ক্ষেত্র তৈরি হওয়া দশমবারও (পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় বার)। জবাব দিতে নেমে পাকিস্তানের বোলারদের দাপটে ৬৫ রানের মধ্যেই ৮ উইকেট হারিয়ে এই ফরম্যাটে নিজেদের সর্বনিম্ন রানে (২০১৬ সালের ২৬ মার্চ কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ১৫.৪ ওভারে ৭০) গুটিয়ে যাওয়ার শঙ্কায় পড়লেও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনের (৩৪ বলে অপরাজিত ৩৫ রান) ব্যাটিং দৃঢ়তায় ১৬.৪ ওভারে অলআউট হওয়ার আগে শেষ পর্যন্ত ১০৪ রান তুলতে সমর্থ হয় লিটন দাসের দল। তারপরও কপালে জোটে ৭৪ রানের বড় ব্যবধানে হার। অথচ, সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ১১১ ও ১৩৪ রানের মামুলি লক্ষ্য পাওয়ায় পাকিস্তানকে হারাতে সমস্যা হয়নি বাংলাদেশের। এর আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কলম্বোয় সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতেও ১৩৩ রান তাড়া করে অনায়াসেই জিতেছিল টাইগাররা।

এ আর নতুন কী? প্রতিপক্ষ কিংবা উইকেট যেমনই হোক না কেন, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৫০ বা তার বেশি রানের টার্গেট নির্ধারিত হলে বাংলাদেশের ভাগ্যে পরাজয় যেন একপ্রকার অবধারিতই লেখা হয়ে যায়! সেই ২০০৬ সালে যাত্রা শুরুর পর হাটি হাটি পা পা করে এই সংস্করণে অভিষেকের দেড় যুগেরও বেশি সময় কাটিয়ে ফেলেছে লাল-সবুজের দল। অধিকাংশ সময় ব্যর্থতার সাগরে হাবডুবু খাওয়ার বিপরীতে অবশ্য মাঝে-মধ্যে দলীয়ভাবে পেয়েছে কিছু অবিস্মরণীয় সাফল্যের দেখাও। অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতার মিশেলে এতটা পথ পাড়ি দেওয়ার পরও একটা জিনিস রয়ে গেছে আগের মতোই, রান তাড়ায় সীমাহীন দুর্বলতা কাটছেই না বাংলাদেশের। দিনকে দিন ব্যাটসম্যানদের দাপটে আধুনিক যুগের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট কোথায় চলে গেছে, অথচ বাংলাদেশ কি-না পড়ে রয়েছে সেই তিমিরেই। পরে ব্যাটিংয়ে নেমে লক্ষ্য দেড়শ'র কোটা ছুঁয়ে ফেললেই কেন জানি কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যায় বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের!

পরিসংখ্যানের আলোয় বিষয়টি তুলে ধরলে তবেই রান-চেজে বাংলাদেশের চরম হতাশার চিত্রটা স্পষ্ট হবে। টাইগাররা এখন অব্দি (নেদারল্যান্ডস-বাংলাদেশ তিন ম্যাচের সিরিজের আগ পর্যন্ত) আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে মোট ১৯৪টি, জিতেছে ৭৬টিতে, হেরেছে ১১৪ ম্যাচ এবং বাকি ৪টি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৫৬ ম্যাচে ১৫০ বা তারচেয়ে বেশি রানের লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে হয়েছে বাংলাদেশকে। যেখানে টাইগাররা জিতেছে সাকুল্যে ৯ ম্যাচে (বিদেশের মাটিতে ৫ বার, দেশের মাঠে ৪ বার), বাকি ৪৭টিতেই মিলেছে হারের তেতো স্বাদ। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিপক্ষে বিভিন্ন দল ৪৩ বার দেড়শ বা তার বেশি রানের টার্গেট চেজ করে ১৭ ম্যাচেই জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে।

বাংলাদেশের জয়ের সুখস্মৃতির ম্যাচগুলোর দিকে একটু ফিরে তাকানো যাক। ২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম আসরে মাঠে নেমেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল বাংলাদেশ। জোহানেসবার্গে ক্যারিবীয়দের করা ১৬৪ রান টপকে আফতাব আহমেদ (৪৯ বলে অপরাজিত ৬২) ও মোহাম্মদ আশরাফুলের (২৭ বলে ৬১) জোড়া হাফ সেঞ্চুরিতে দুই ওভার হাতে রেখে টাইগারদের জয় এসেছিল ৬ উইকেটে। সেটি ছিল এই সংস্করণে ১৫০ উর্ধ্ব স্কোর তাড়া করে পাওয়া বাংলাদেশের প্রথম জয়। দ্বিতীয় জয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে নয় বছর! দেড়শ বা তার বেশি রান তাড়া করে বাংলাদেশ ৩টি করে ম্যাচ জিতেছে জিম্বাবুয়ে (১৬৪ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে ৪ উইকেটে জয়, খুলনা, ১৫ জানুয়ারি ২০১৬; ১৫৩ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে ৮ উইকেটে জয়, হারারে, ২২ জুলাই ২০২১; ১৯৪ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে ৫ উইকেটে জয়, হারারে, ২৫ জুলাই ২০২১) ও শ্রীলঙ্কার (২১৫ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে ৫ উইকেটে জয়, কলম্বো, ১০ মার্চ ২০১৮; ১৬০ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে ২ উইকেটে জয়, কলম্বো, ১৬ মার্চ ২০১৮; ১৬৬ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে ৮ উইকেটে জয়, সিলেট, ৬ মার্চ ২০২৪) বিপক্ষে এবং ১টি করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (বিস্তারিত আগেই জানানো হয়েছে), ইংল্যান্ড (১৫৭ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে ৬ উইকেটে জয়, চট্টগ্রাম, ৯ মার্চ ২০২৩) ও আফগানিস্তানের (১৫৫ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে ২ উইকেটে জয়, সিলেট, ১৪ জুলাই ২০২৩) বিপক্ষে। বাংলাদেশ এর বাইরে আরও একটি ম্যাচে পরে ব্যাট করে ১৫০'র বেশি রান করে জয় পেয়েছে ভারতের সঙ্গে। সেটি হিসেবে না আসার কারণ, ২০১৯ সালের ৩ নভেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ওই ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করে ভারত করেছিল ১৪৮/৬, জবাবে স্কোর সমান হওয়ার পর মাহমুদউল্লাহর ছক্কায় ৩ উইকেটে ১৫৪ তুলে ৭ উইকেটে জিতেছিল বাংলাদেশ।

অবশ্য সব মিলিয়ে দলীয় স্কোরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টিতে অন্তত ১৫০ রানের গন্ডি ছুঁয়েছে ৭২ বার। এর মধ্যে প্রথম ইনিংসে দেড়শ পেরিয়েছে ৪৩ বার এবং জিতেছে ২৬ ম্যাচ, হেরেছে ১৭ ম্যাচে। আর দ্বিতীয় ইনিংসে যে ২৯ বার ১৫০ পেরিয়েছে বাংলাদেশ, সেখানে জয় এসেছে ১০ ম্যাচে, ১৯ ম্যাচে

জুটেছে পরাজয়। অন্যদিকে টাইগাররা ২০০ রানের মাইলফলক পেরিয়েছে ৭ বার, যেখানে ৫ ম্যাচেই এসেছে জয়, এর একটিই কেবল রান তাড়া করে জিতেছে (২০১৮ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নিদাহাস ট্রফিতে কলম্বোয় ২১৫ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে)। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৫০ বা তার বেশি রানের ইনিংস হয়েছে মোট ৭৯টি (প্রথম ইনিংসে ৫৬ বার, দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩ বার)।

এটা কারও অজানা নয় যে, টি-টোয়েন্টিতে বড় দল হয়ে উঠতে গেলে এবং জয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হলে রান তাড়ায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠার বিকল্প নেই। আশার কথা, সাম্প্রতিক সময়ে আগের চেয়ে অনেকটাই ইতিবাচক ব্যাটিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাংলাদেশের। টাইগার ব্যাটসম্যানরা এখন 'ইম্প্যাক্ট ইনিংস' খেলার দিকে বেশ মনোযোগী হয়েছেন। বিশেষ করে দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমনের ঝড়ো ব্যাটিংয়ের সুবাদে অন্য ব্যাটসম্যানরাও স্ট্রাইকরেটে উন্নতির চেষ্টা করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় এই সংস্করণে যেমন দেড়শ বা তার বেশি রান তাড়া করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে, তেমনি সেটির কৌশল রপ্ত করার দিকেও নজর দিতে হবে। প্রতিপক্ষ প্রথমে ব্যাটিং করার পর স্কোরবোর্ডে একটু বড় রান দেখলেই চাপে পড়ে আগেভাগে হার মেনে নিয়ে 'সম্মানজনক পরাজয়ের' জন্য খেলার মানসিকতা পরিহার করে জয়ের জন্যই খেলার সামর্থ্য অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের। এক্ষেত্রে কোচ এবং টিম ম্যানেজমেন্টের সমর্থন থাকাও জরুরি। টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে বদলে যেতে হলে লক্ষ্য দেড়শ ছাড়ালেই উল্টো পথে হাঁটার যে 'প্রবণতা' দেখা যায়, তা দূর করার পথ খুঁজে নিতে হবে দ্রুতই। নইলে হোম এডভান্টেজ কাজে লাগিয়ে কিছু সিরিজ জয়ের চমক দেখিয়ে তৈরি করা উন্নতির অবস্থা শেষমেস গিয়ে দাঁড়াবে 'বানরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার অংকের' মতোই!

নারীদের কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল

আনওয়ার আহমেদ মুন

রোমাঞ্চকর ফাইনালে কলম্বিয়াকে টাইব্রেকারে হারিয়ে টানা পঞ্চমবার নারী কোপা আমেরিকা ফুটবলে শিরোপা জিতেছে ব্রাজিল। ইকুয়েডরের কুইটোতে ৮ গোলের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে টাইব্রেকারে ৫-৪ ব্যবধানে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে মার্তার দল। এ নিয়ে ১০ আসরের মধ্যে নবমবারের মতো মহাদেশীয় এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জেতার কৃতিত্ব দেখাল সেলেসাওরা।

নারীদের দশম কোপা আমেরিকা ফাইনালে নির্ধারিত সময়ের খেলায় ৪-৪ গোলে শেষ করে ব্রাজিল ও কলম্বিয়া। এরপর শিরোপা নির্ধারণী টাইব্রেকারে ৫-৪ ব্যবধানে জয় পায় সেলেসাওরা। গত পাঁচ আসরের মধ্যে চার বারই ফাইনালে কলম্বিয়ার মুখোমুখি হয়ে জয় পেয়েছে ব্রাজিল। বিগত আসরের মতো এবারও পারল না কলম্বিয়া। টানা দ্বিতীয়বারের মতো রানার-আপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো তাঁদের।

ইকুয়েডরের কুইটোর রদ্রিগো পাজ ডেলগাডো স্টেডিয়ামে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে বল দখল কিংবা আক্রমণে আধিপত্য ছিল ব্রাজিলেরই। ৬০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে ২১টি শট নিয়ে ৯টি শট লক্ষ্যে রাখতে পারে তাঁরা। অন্যদিকে, বল দখলে পিছিয়ে থাকলেও জাল খুঁজে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি কলম্বিয়াকে। তারাই প্রথম গোল করে এগিয়ে যায়। ফাইনালের ২৫তম মিনিটেই লিন্ডা কাইসেদোর গোলে এগিয়ে যায় কলম্বিয়া। তবে প্রথমার্ধের যোগ কার সময়ে অ্যাঞ্জেলিনা আলোনসো সমতা ফেরান ব্রাজিলকে। দ্বিতীয়ার্ধে ৬৯তম মিনিটে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার তারসিয়ানে আত্মঘাতী গোল করে বসলে আবারও এগিয়ে যায় কলম্বিয়া। তবে ৮০ মিনিটে অ্যামান্ডা গুতিয়েরেস গোল করে ম্যাচে আবারও সমতা ফেরান। এরপর ৮৮তম মিনিটে মায়রা রামিরেজের গোলে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় কলম্বিয়া। কিন্তু ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে, যোগ করা সময়ে ৯৬তম মিনিটে বদলি হিসেবে নামা কিংবদন্তি মার্তা গোল করে ব্রাজিলকে ৩-৩ গোলে আবার সমতায় ফেরান।

অতিরিক্ত সময়ের শুরুতেই (১০৫ মিনিটে) আবার গোল করেন মার্তা, ম্যাচে প্রথমবারের মতো এগিয়ে যায় ব্রাজিল। কিন্তু এই ৪-৩ ব্যবধানেই খেলাটা শেষ হয়নি। ১১৫ মিনিটে লেইসি সান্তোস গোল করে কলম্বিয়াকে আবার সমতায় ফেরান, ফলে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে।

পেনাল্টি শুটআউটেও শুরুতে এগিয়ে যায় কলম্বিয়া। প্রথম দুটি শটের একটি শট মিস করে ব্রাজিল। এরপর তৃতীয় ও চতুর্থ শট মিস করে বসে কলম্বিয়া, এগিয়ে যায় ব্রাজিল। তবে শিরোপা নির্ধারণী ব্রাজিলের পঞ্চম শটটি মিস করে বসে ব্রাজিল। পঞ্চম শটে কলম্বিয়া গোল করে আবার সমতায় ফেরে।

এরপর শুরু হয় বাঁচা-মড়ার লড়াই। সাডেন ডেথের ষষ্ঠ শটে দুই দলই গোল করে। তবে সপ্তম শটে কলম্বিয়া মিস করলেও ব্রাজিল এবার ঠিকই লক্ষ্যভেদ করে শিরোপার উল্লাসে মেতে ওঠে। টাইব্রেকারে কলম্বিয়ার দুটি শট ঠেকিয়ে দেন ব্রাজিলের গোলরক্ষক লোরেনা দা সিলভা।

৩৫ বছরের (১৯৯১-২০২৫) কোপা আমেরিকার ইতিহাসে ১০ শিরোপার ৯টিই জিতে নিল ব্রাজিল। ২০০৬ আসর বাদ দিয়ে ২০১০ সাল থেকে টানা পঞ্চম শিরোপা জয় করলো ব্রাজিল। নারীদের কোপা আমেরিকায় ব্রাজিল ছাড়া একমাত্র শিরোপা জয়ীর নাম আর্জেন্টিনা (২০০৬ সালে)।

আসরের সেরা হলেন যারা

টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার গোল্ডেন বল উঠেছে ব্রাজিলের মার্তার হাতে। ব্রাজিলের অ্যামান্ডা গুতিয়েরেস ও প্যারাগুয়ের ক্লাউদিয়া মার্জিনেজ ৬টি করে গোল করে যৌথভাবে আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। আসরের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার উঠেছে কলম্বিয়ার গোলরক্ষক ক্যাথরিন তাপিয়ার হাতে। টুর্নামেন্টে ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড জিতেছে আর্জেন্টিনা দল।

শান্তর অধিনায়কত্বের ইনিংসের অবসান

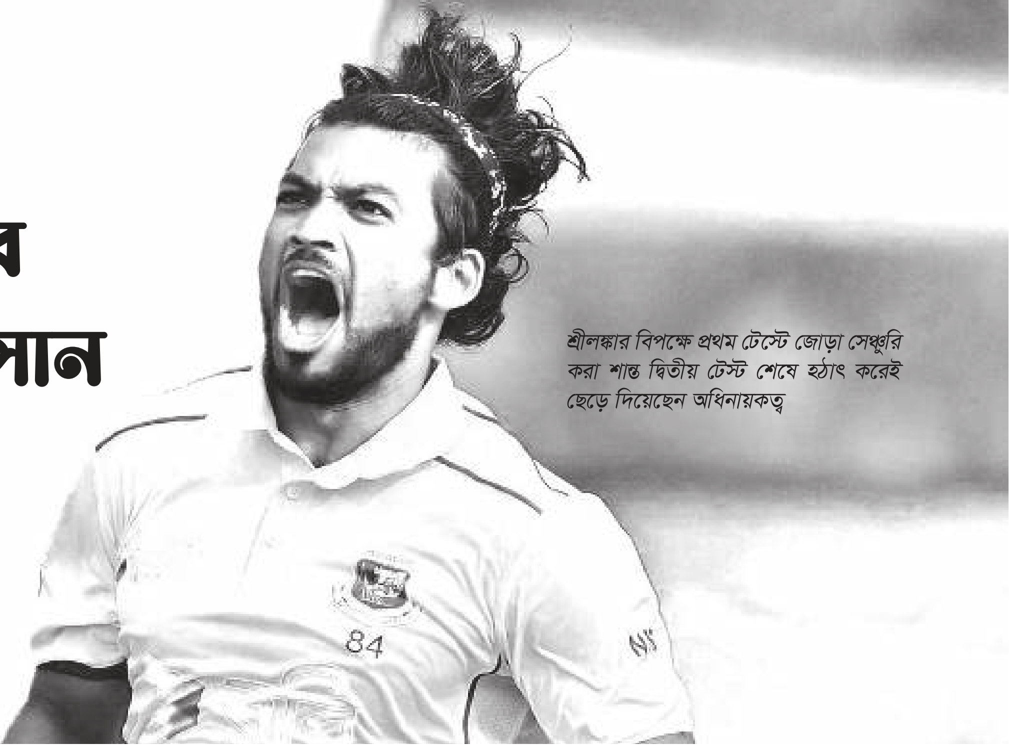

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি করা শান্ত দ্বিতীয় টেস্ট শেষে হঠাৎ করেই ছেড়ে দিয়েছেন অধিনায়কত্ব

মো. মুলতানুর রহমান

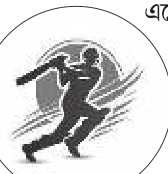

একেই বুঝি বলে 'শোধবোধ'! আগাম কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনা ছাড়া হঠাৎ বিসিবি তাঁকে ওয়ানডে অধিনায়কত্বের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। পরে তিনিও বিসিবিকে চমকে দিয়ে নিজ থেকে আচমকা ছেড়ে দিয়েছেন টেস্ট দলের নেতৃত্ব! এর আগে অবশ্য টি-টোয়েন্টি দলের দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন নিজের আগ্রহেই। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটে নাজমুল হোসেন শান্তর অধিনায়কত্বের ইনিংসের অবসান ঘটেছে। গত বছর তিন সংস্করণেই লাল-সবুজ বাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়া এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান এখন থেকে সাধারণ একজন খেলোয়াড় হিসেবেই টিকে থাকার নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে নিজেকে ঠেলে দিয়েছেন। ইতোমধ্যে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কা সিরিজের টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়েছেন শান্ত। তাঁর সামনে অপেক্ষা করছে আরও কঠিন সব পরীক্ষা। এদিকে টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব লিটন দাসের হাতে দেওয়ার পর মেহেদী হাসান মিরাজকে ওয়ানডে দলের নেতৃত্বে আনা বিসিবিকে নতুন করে খুঁজতে হচ্ছে টেস্ট দলের কাণ্ডারি। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ওই পদে বসার লড়াইয়ে সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন মিরাজ।

বাংলাদেশের দুই ফরম্যাটের অধিনায়ক হিসেবে শ্রীলঙ্কা সফরে টেস্ট এবং ওয়ানডে দল নিয়ে পরিকল্পনার ছক সাজিয়েছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। টেস্ট দল ঘোষণার পর দেশ ছাড়ার আগের দিন সফর-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে কথাও বলেছিলেন তিনি। কিন্তু পরদিন লঙ্কাগামী বিমানে ওঠার পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ খবর আসে, বিসিবির এক বোর্ড সভা শেষে শান্তকে সরিয়ে ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজকে! এ ব্যাপারে তখন কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখালেও পরে গুঞ্জন শোনা যায়, মনঃক্ষুণ্ন শান্ত যেকোনো সময় টেস্ট দলের অধিনায়কের পদ ছেড়ে দিতে পারেন। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ড্র করে বাংলাদেশ, জোড়া সেঞ্চুরি করে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতেন শান্ত বিষয়টি কিছুটা আড়ালে চলে যায় তখন। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশ ইনিংস ব্যবধানে হারার পর কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে সংবাদ সম্মেলনেই তিনি দিয়ে দেন নেতৃত্ব ছাড়ার ঘোষণা। কারণ, হিসেবে শান্ত জানান, তিন সংস্করণে তিন অধিনায়ক ধারণাকে তিনি সমর্থন করেন না।

এর আগে তাঁর অধিনায়কত্ব ছাড়ার গুঞ্জনের পরিপ্রেক্ষিতে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন ফাহিমকে ওয়ানডে দলের সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হয়েছিল শান্তর সঙ্গে কথা বলার জন্য। স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে সিরিজ চলাকালীন আলোচনা না করে অপেক্ষা ছিল টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার। কিন্তু শান্ত কোনো সুযোগ না দিয়ে কলম্বো টেস্ট শেষে ভরা মজলিসেই নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়ায় বিসিবিও খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এভাবে শান্তর নেতৃত্ব ছাড়ার ঘোষণা যে মনঃপূত হয়নি বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের, সেটি স্পষ্ট বোঝা গেছে তাঁর কথায়, 'আমরা তো সিরিজ খেলতে গেছি ওখানে (শ্রীলঙ্কায়)। টেস্ট ম্যাচটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি সে পদত্যাগ না করত, দলের ওপর এগুলোর একটা প্রভাব তো পড়েই। দেশে হলে না হয় একটা কথা, বিদেশে...! আরও তো অন্য সংস্করণেও দলে আছে। একজন অধিনায়ক হিসেবে আরেকটু চিন্তা করতে পারতো সে, দলটা তো আগে।'

গত বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের তিন সংস্করণের অধিনায়ক করা হয়েছিল নাজমুল হোসেন শান্তকে। অবশ্য এর আগে থেকেই ভারপ্রাপ্ত হিসেবে আপদকালীন দায়িত্ব সামলানোর সময় এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান বলে আসছিলেন, দীর্ঘ মেয়াদে অধিনায়কত্ব করতে চান তিনি। লম্বা সময়ের জন্য ক্যাপ্টেন্সি চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিবিও সেভাবেই তাঁর হাতে তিন ফরম্যাটের দায়িত্ব তুলে দেয়। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দলটাও গোছাচ্ছিলেন শান্ত। টি-টোয়েন্টিতে সেভাবে না পারলেও ওয়ানডে ও টেস্ট দলকে একটা জায়গায় দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নজর কাড়ছিল। কিন্তু হঠাৎ এক ঝড়ে শান্ত এখন আর বাংলাদেশের কোনো সংস্করণেরই অধিনায়ক নন।

২৭ বছর বয়সী নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বগুণ নজর কাড়লেও তাঁর শুরুটা ছিল অন্য রকম। মূলত পরিস্থিতির কারণে সাময়িক কাজ চালানোর জন্যই বেছে নেওয়া হয়েছিল তাঁকে। ২০২৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে তখনকার নিয়মিত টেস্ট অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের অনুপস্থিতিতে বিসিবির প্রথম পছন্দ ছিল লিটন দাস, আগের ম্যাচটায় যিনি আফগানিস্তানের বিপক্ষে নেতৃত্ব দিয়ে রেকর্ডগড়া জয় এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু সদ্য সন্তানের বাবা হওয়া লিটন পরিবারকে সময় দিতে দল থেকে ছুটি নেওয়ায় কিউইদের বিপক্ষে সিরিজে শান্তর হাতে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে টেস্ট অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া হয়। এর আগে ওয়ানডেতে তিনটি ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শান্ত টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকেই দলকে জিতিয়ে হইচই ফেলে দেন। সিলেটে নিউজিল্যান্ডকে ১৫০ রানে হারিয়ে দেয় বাংলাদেশ, যা দেশটির বিপক্ষে ঘরের মাঠে প্রথম জয়। মিরপুরে পরের টেস্টে বাংলাদেশ হারলে সিরিজ ১-১ এ ড্র হয়। পূর্ণকালীন অধিনায়ক হওয়ার পর শান্ত অবশ্য গত বছরের মার্চ-এপ্রিলে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দলকে ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হতে দেখেছেন। কিন্তু আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানকে পাকিস্তানের মাঠে ২-০ তে হোয়াইটওয়াশ করে চমকে দেয় বাংলাদেশ। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম টেস্টে ১০ উইকেটে জেতা শান্ত বাহিনী একই মাঠে পরের টেস্টে পাকদের পরাজিত করে ৬ উইকেটে। এরপর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ভারত সফরে গিয়ে অবশ্য ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই

হয় বাংলাদেশ। পরের মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠের টেস্ট সিরিজেও একই পরিণতি জোটে টাইগারদের কপালে। গত এপ্রিলে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে সিলেটে প্রথম টেস্টে ৩ উইকেটে হারলেও পরে চট্টগ্রামে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইনিংস ব্যবধানে জিতে ১-১ এ সিরিজ ড্র রাখে বাংলাদেশ। সবশেষ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২ ম্যাচের সিরিজ বাংলাদেশ হেরেছে ১-০ তে।

সব মিলিয়ে শান্তর অধিনায়কত্বে ১৪ টেস্টের মধ্যে ৪টিতে জিতেছে বাংলাদেশ, হেরেছে ৯ ম্যাচে এবং একটি টেস্ট অমীমাংসিত থেকেছে, জয়ের হার ২৮.৫৭ শতাংশ। অন্তত ১০ টেস্টে অধিনায়কত্ব করেছেন, তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের জয়ের হার সবচেয়ে বেশি শান্তর নেতৃত্বেই। তালিকায় দুই নম্বরে থাকা সাকিব আল হাসান ১৯ টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে ৪ জয়ের বিপরীতে ১৫ হার দেখেছেন, জয়ের হার ২১.০৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের হয়ে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ৩৪ টেস্টে অধিনায়কত্ব করা মুশফিকুর রহিমের অর্জন ততটা সুবিধার নয়- ৭ জয়, ১৮ হার ও ৯ ড্র; জয়ের হার ২০.৫৮ শতাংশ।

শান্ত বাংলাদেশের জার্সি গায়ে প্রথমবার টস করেছিলেন ওয়ানডেতে। ২০২৩ বিশ্বকাপের ঠিক আগে বাংলাদেশে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আসা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক লিটন দাসকে বিশ্রাম দেওয়ায় শান্তর নেতৃত্বের অভিষেক হয়। মিরপুরে ওই ম্যাচে বাংলাদেশ ৭ উইকেটে হারলেও ৭৬ রানের চমৎকার একটি ইনিংস আসে তাঁর ব্যাট থেকে। এরপর ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে চোটের কারণে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুটো ম্যাচ খেলতে পারেননি নিয়মিত অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। বাংলাদেশ হেরে যাওয়া ওই দুই ম্যাচে নেতৃত্ব দেন বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে হঠাৎ করে সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়া শান্ত। বিশ্বকাপের পর নিউজিল্যান্ড সফরে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি উভয় সিরিজেই তাঁর ওপর আস্থা রাখে বিসিবি। ওয়ানডে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে পরাজিত হওয়া বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি সিরিজ ড্র করে ১-১ এ। মূলত ওই সফরেই ফিল্ডিং সাজানো এবং বোলার পরিবর্তনে শান্তর মুন্সিয়ানা সবার নজর কাড়ে। মাঠে প্রতিনিয়তই সক্রিয় দেখা যায় তাঁকে, হাল না ছেড়ে সব সময়ই বোলার-ফিল্ডারদের উৎসাহ জুগিয়ে নিজেকে লড়াকু মানসিকতার অধিনায়ক হিসেবে আলাদাভাবে মেলে ধরেন শান্ত, যা পরবর্তী সময়ে পূর্ণকালীন অধিনায়ক হওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। গত বছরের মার্চে নিজেদের আঙিনায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জয় ছিল তাঁর ওয়ানডে অধিনায়কত্বের সবচেয়ে সফল অধ্যায়। কিন্তু এরপর নভেম্বরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে শারজায় ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের পর ইনজুরি কারণে তৃতীয় ম্যাচটি খেলতে পারেননি তিনি। শান্তর জায়গায় অধিনায়কত্ব করেন মিরাজ, ২-১ এ বাংলাদেশ সিরিজ হেরে যায়। নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তিন সংস্করণের কোনোটিই খেলেননি শান্ত, মিরাজের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয়

বাংলাদেশের ব্লেজার পরে কোনো সংস্করণেই আর টস করতে দেখা যাবে না নাজমুল হোসেন শান্তকে

ওয়ানডে সিরিজে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশের নেতৃত্বে শান্ত ফিরলেও ভারত ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে শূন্যহাতে ফিরতে হয় টাইগারদের। পরবর্তী সময়ে শ্রীলঙ্কা সফরের প্রাক্কালে আচমকা এই সংস্করণের অধিনায়কত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার কথা তো বলা হয়েছে আগেই। ওয়ানডেতে বাংলাদেশের হয়ে ১৩ ম্যাচে টস করে শান্ত জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন ৪ ম্যাচে, অন্য ৯ ম্যাচে দেখেছেন পরাজয়।

মূলত ব্যাটিংয়ে সুবিধা করতে পারছিলেন না বলেই টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন এ বছরের শুরুতেই। নইলে এই সংস্করণেও কিন্তু নাজমুল হোসেন শান্তর পরিসংখ্যান মন্দ নয়, বরং বেশ ভালোই- ২৪ ম্যাচে ১০ জয়, ১৩ হার, ফলহীন ১; জয়ের হার ৪১.৬৬ শতাংশ। টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে কমপক্ষে ১০ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে জয়ের হারে শান্তই ১ নম্বরে। এ ক্ষেত্রে ৪১.০২ শতাংশ জয় (৩৯ ম্যাচে ১৬ জয়, ২৩ পরাজয়) নিয়ে দুইয়ে সাকিব আল হাসান। এই ফরম্যাটে শান্তর অধিনায়কত্বের শুরুটা হয়েছিল ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ড সফরে ১-১ এ সিরিজ ড্র দিয়ে। পরের যাত্রাপথ ছিল এরকম- ২০২৪ সালের মার্চে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-১ এ সিরিজ হার, মে মাসে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে ৪-১ ব্যবধানে হোম সিরিজ জয়ের কিছুদিন পর যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ২-১ এ সিরিজ পরাজয়, বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে উঠে শেষ খেলায় আফগানিস্তানকে হারালেই সেমিফাইনালে ওঠার হাতছানির ম্যাচে প্রশ্নবিদ্ধ অ্যাপ্রোচে ৮ রানে হেরে যাওয়া এবং অক্টোবরে ভারত সফরে ৩-০ তে হোয়াইটওয়াশ। ইনজুরির কারণে গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে শান্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর মিস করলে টি-টোয়েন্টি দলের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসেবে লিটন দাস ৩-০ ব্যবধানে ক্যারিবীয়দের হোয়াইটওয়াশ করে চমকে দেন। মূলত ওই সিরিজের পরই এই সংস্করণে আর অধিনায়কত্ব করতে ইচ্ছুক নন বলে বিসিবিকে জানিয়ে দেন শান্ত। ফলে চলতি বছর টি-টোয়েন্টির নতুন অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পান লিটন দাস।

আগেই টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়া শান্ত এই ফরম্যাটের দলেও জায়গা হারিয়েছেন

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন (মাসুম)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : ফেরদৌস, কুডুমনি, নবী বক্স, আফাজ, রিয়াজ, সাদেক, ইসমাইল রসো, আরজু মিয়া, হাবিব, আনসার, আলাউদ্দিন, সান্টু, আসলাম, ওয়াসী, মন্টু, তসলিম, গনেশ, জিয়া, সৌরেন।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব : দুলু আফেন্দী, আবদুল্লাহ, সালেহ, সাদেক, চুন্নু, আলী মোহাম্মদ, সাবের, ইউসুফ, আলী ইমাম, জানি, টিপু, ইকবাল, লতিফ, কবির, দেবীনাশ, ইউনুস, খালেদ, বাচ্চু, আজিম, করিম।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : মতিন, হামিদ, কানু, বাতেন, বিমল, আকরাম, রোকন, বাবুল, ধীরেন, ওয়াহিদুজ্জামান, হাশেম উদ্দিন, রেজা, আবিদ হোসেন, সুজা, গণি, মোহাম্মদ আলী, মঞ্জুর।

ঢাকা পুলিশ এসি : এস মালাকার, মাইনুদ্দিন, কায়েস, আখতার, নুরু, হাফিজ, আফতাব, ফজলু, সাত্তার, গফুর, ইরি নারায়ণ, এসএ চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, মালেকুর, নুরুল ইসলাম, ফজল, মল্লিক, রব, এরশাদ।

ওয়ারী ক্লাব : তপন, শওকত, হামিদ খান, নূরুল ইসলাম, বেলাল, খলিল, ভুট্টু, আজিজ, নিশিথ, জামিল আখতার, মাহমুদ, আউয়াল, এম হোসেন, ইকবাল, নজর, খালিদ আহমেদ, টি চৌধুরী, তপন চৌধুরী।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব : এহতেশাম, সিরাজ, মোবাশ্বের, আহমেদ, নজরুল, গিয়াস, দেবু, নরেন, আবুল, মিন্টু, বটু, আমান, নুরুদ্দীন, লক্ষণ, নিলু, নাসিম, মানিক, আবুল হোসেন, শিবলী, আইয়ুব, জগলু।

ইপিজি প্রেস : সেলিম, আজব আলী, উষাণ, নওয়াব, জিল্লু, এরশাদ, জালাল, সামাদ, মুক্তার, নিমাই, সেলিম, কামাল, এ আর খান, খালেক, এ. খান, ওসমান, এম ইসলাম, রাজ্জাক, ভানু, সুভাষ, দিলীপ, লুলু, মাখন, রশীদ, বোরহান, চিত্র, আমির আলী।

রহমত এমএফএস : অনাথ, ফারুক, গাউস, হাসনাত, লালু, নাজির, কায়কোবাদ, শাহজাহান, সুলতান, বকুল, নয়া, বেলাল, গফুর।

ফায়ার সার্ভিস : মোতালেব, মজিবুল, আইনুল হক, আবুল, সামাদ, জলিল, কালাম, সরফুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন, আশরাফ, ওহাব, দিপু, জাম্বু, আইয়ুব, সেলিম, মনির, আমান, ইলিয়াস, সিতাংশু, মুসলিম।

সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী : বাচ্চু, ইসহাক, সিরাজ, এনতাজ, রফিক, মোশাররফ, ইলিয়াস, নুরু, শাহ জামাল, আজিজ, শাহাজ উদ্দিন।

রেলওয়ে পাইওনিয়ার : মহিউদ্দিন, অমল, কানাই, গিয়াস, এস খান, ফজলু, নুরুল্লাহ, আলিম, জেমস, মনোজ, নওয়াব, শাহাবুদ্দিন, ফজল, হাফিজ, সাহেববান, মান্নান, শিহাব।

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগ ১৯৬৭

১৫১টি খেলার ফল

ঢাকা মোহামেডান-৩ রেলওয়ে পাইওনিয়ার-০
(কামাল, বশির, গফুর)
ঢাকা পুলিশ এসি-১ ওয়ারী ক্লাব-১
(গফুর) (নিশীথ)
ফায়ার সার্ভিস-২ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব- ২
(শরফুদ্দিন, আইনুল) (আলী ইমাম, সাবের)
রহমতগঞ্জ এমএফএস-২ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(শাহজাহান-২)
ইপিআইডিসি-৩ পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২
(হাশেম-২, আত্মঘাতী-১) (বাবুল-২)
রেলওয়ে পাইওনিয়ার-২ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(আলিম, নুরুল্লাহ)
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব- ৪, ইপিজি প্রেস-১
(হাবিব, ইসমাইল রোশো, আলাউদ্দিন, আত্মঘাতী) (নিমাই)
ফায়ার সার্ভিস- ৩ ঢাকা পুলিশ এসি- ০
(জাম্বু- ২, ওহাব-১)
ঢাকা মোহামেডান-৩ ওয়ারী ক্লাব- ১
(জালু- ২, মুসা-১) (ভুট্টু)
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী- ১ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব- ১
(ইলিয়াস) (আত্মঘাতী)
রহমতগঞ্জ এমএফএস- ১ ফায়ার সার্ভিস- ০
(শাহজাহান)
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব- ১ ইপিজি প্রেস- ১
(মুক্তার) (আবেদ)
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব- ৫ রেলওয়ে পাইওনিয়ার-৩
(সাদেক-৩, রিয়াজ-১, আলাউদ্দিন-১) (নূরুল্লাহ-২, আত্মঘাতী-১)
ইপিআইডিসি- ৪ ঢাকা পুলিশ এসি- ১
(হাশেম, জব্বার, আসলাম, আত্মঘাতী)
ঢাকা মোহামেডান- ২ ফায়ার সার্ভিস- ২
(আবদুল্লাহ, মুসা) (শরফুদ্দিন, মনির)
ওয়ারী ক্লাব-০ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
ঢাকা পুলিশ এসি- ২ ইপিজি প্রেস-০
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব- ০ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব- ০
রহমতগঞ্জ এমএফএস- ৩ রেলওয়ে পাইওনিয়ার- ০
(বেলাল, শাহজাহান, গফুর)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব- ২ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
ইপিআইডিসি- ১ ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব- ১
(হাশেম) (সাদেক)
ওয়ারী ক্লাব- ৩ ফায়ার সার্ভিস-৩
(নজর, জামিল, ভুট্টু) (শাহাবুদ্দিন, আশরাফ, সামাদ)
রহমতগঞ্জ এমএফএস- ১ ইপিজি প্রেস-১
ফায়ার সার্ভিস-৩ ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-০
(সরফুদ্দিন-৩)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব- ৪ রেলওয়ে পাইওনিয়ার-০
(আলী ইমাম- ২, জানি-১, হাই-১)
ওয়ারী ক্লাব- ১ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১
(জামিল আখতার) (আত্মঘাতী)
ঢাকা মোহামেডান- ৭ ইপিজি প্রেস- ১
(মুসা-৪, জালু-২, হাফিজ-১) (ভানু)
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব- ৪ ঢাকা পুলিশ এসি- ০
(সুজা-৩ আবিদ-১)
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১ রহমতগঞ্জ এমএফএস-১
(আনসার) (নাজির)
রেলওয়ে পাইওনিয়ার-১ ফায়ার সার্ভিস-১
(গিয়াস) (আবুল কালাম)
ওয়ারী ক্লাব- ২ ইপিআইডিসি- ২
(নিশীথ, এইচ খান) (আসলাম-২)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব- ৪ ইপিজিপ্রেস- ১
(আলী ইমাম-২, টিপু-১, কবির-১)
ঢাকা পুলিশ এসি-১ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(এরশাদ)
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব- ০ ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-০
ওয়ারী ক্লাব- ৫ রেলওয়ে পাইওনিয়ার-০
(তপন-২, জামিল আখতার-১, নিশীথ-১, ভুট্টু-১)
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-৩ ফায়ার সার্ভিস-১
(শিবলী-৩) (কালাম)
রহমতগঞ্জ এমএফএস-১ ঢাকা পুলিশ এসি-১
(শাহজাহান) (গফুর)
ঢাকা মোহামেডান-৩ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০

(মুসা, আবদুল্লাহ, হাফিজউদ্দিন)
ইপিআইডিসি -৫ ফায়ার সার্ভিস-১
(আসলাম-২, প্রতুল-১, হাশেম-১,মুসা-১) (আশরাফ)
ইপিজি প্রেস-৪ রেলওয়ে পাইওনিয়ার-১
(খালেক-২, মোক্তার-১, সামাদ-১) (মনোজ)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(টিপু)
ঢাকা মোহামেডান-৭ ঢাকা পুলিশ এসি-০
(মুসা-৩, রসুল বক্স-২, গফুর-১, শামসু-১
ইপিআইডিসি-৯ ইপিজি প্রেস-১
(গাজী-৩, হাশেম-২, আসলাম-২, প্রতুল-১, জামান-১) (এরশাদ)
ওয়ারী ক্লাব-২ রহমতগঞ্জ এমএফএস-২
(নিশীথ-২)(নাজির, শাহজাহান)
ফায়ার সার্ভিস-০ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-২ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১
রেলওয়ে পাইওনিয়ার-২ ঢাকা পুলিশ এসি-০
(হাফিজউদ্দিন)
ফায়ার সার্ভিস-০ ইপিজি প্রেস-০
রহমতগঞ্জ এমএফএস-৩ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব- ০
(শাহজাহান, গফুর, বেলাল)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব- ৩ ওয়ারী ক্লাব-২
(বাচ্চু-২, ইউনুস-১) (নজর, জামিল)
ঢাকা মোহামেডান-৪ রহমতগঞ্জ এমএফএস-১
(গফুর-২, মুসা-১, প্রতাপ-১) (নাজির)
ইপিআইডিসি-৭ রেলওয়ে পাইওনিয়ার-০
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২ ফায়ার সার্ভিস-১
(মঞ্জুর, সুজা) (আবুল)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১ ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১
(টিপু) (ওয়াসী)
ঢাকা মোহামেডান-২ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(শামসু-২)
পাকিস্তান পিডব্লিডি ক্লাব-৩ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১
(সুজা-২, ওয়াহিদুজ্জামান-১) (শাহজাহান)
ওয়ারী ক্লাব-১ ইপিজি প্রেস-০
(নিশীথ)
ইপিআইডিসি- ১ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(আসলাম)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-৪ রহমতগঞ্জ এমএফএস-১
(খালেদ-২, ইউনুস-১, ইউসুফ-১) (শাহজাহান)
ঢাকা মোহামেডান-১ ইপিআইডিসি-১
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৫ ওয়ারী ক্লাব-২
(সাদেক, ইসমাইল রোশো, তসলিম, আনসার, ওয়াসী) (নিশীথ-২)
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-২
(সুজা, ধীরেন) (ইউসুফ, টিপু)
রেলওয়ে পাইওনিয়ার- ০ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব- ৪ ইপিজি প্রেস-১
(আবুল-২, মিন্টু-১, নাসিম-১) (নিমাই)
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০ ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-০
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২ রহমতগঞ্জ এমএফএস-১
(সুজা, আত্মঘাতী) (বেলাল)
ইপিআইডিসি- ০ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব- ০
ঢাকা পুলিশ এসি- ১ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব- ১
ঢাকা মোহামেডান-৩ ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-০
(হাফিজউদ্দিন, (তোরাব আলী, শামসু)
ইপিআইডিসি-১ রহমতগঞ্জ এমএফএস-০
(জব্বার)
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-৩ ওয়ারী ক্লাব-১
(বাবুল-২, ওয়াহিদউজ্জামান-১)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-৪ ঢাকা পুলিশ এসি-১
(জানি-২, ইউসুফ-১, ইউনুস-১) (সাত্তার)
ঢাকা মোহামেডান-৫ পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০
(রসুল বক্স, শামসু, হাফিজউদ্দিন, কাদের, মুসা)
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৩ ঢাকা পুলিশ এসি-১
(মন্টু-২, তসলিম-১) (এরশাদ)
ইপিআইডিসি-৩ রহমতগঞ্জ এমএফএস-২
(গাজী-২, গফুর বালুচ-১) (নয়া-২)
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-২ পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০
ওয়ারী ক্লাব- ২ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব- ৪ ইপিজি প্রেস-০
(ইসমাইল রোশো, তসলিম, আনসার, আত্মঘাতী)
রহমতগঞ্জ এমএফএস-২ ইপিজি প্রেস-২
(নয়া, ফারুক) (সুভাস-২)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-৩ ঢাকা পুলিশ এসি-০
(টিপু, ইউসুফ, খালেদ)
ঢাকা মোহামেডান-৩ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(হাফিজ উদ্দিন-২, মুসা-১)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-৬ ইপিজি প্রেস-০
(টিপু-২, খালেক-১, বাচ্চু-১, ইউনুস-১, আত্মঘাতী-১)
রহমতগঞ্জ এমএফএস-১, ঢাকা পুলিশ এসি-০
(শাহজাহান)
ইপিআইডিসি-৫ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-২
(জব্বার-৩, আসলাম-২) (দেবু, আত্মঘাতী)
ঢাকা মোহামেডান-২ রহমতগঞ্জ এমএফএস-০
(মুসা, রসুল বক্স)
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১ ঢাকা পুলিশ এসি-০
(দেবু)
ইপিআইডিসি-৬ ইপিজি প্রেস-০
(সলিমুল্লাহ-৩, জব্বার-২, আসলাম-১)
ঢাকা মোহামেডান-৬ ফায়ার সার্ভিস-২
(হাফিজউদ্দিন-২, মুসা-২, তোরাব আলী-১, শামসু-১) (শরফুদ্দিন, মনির)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১, ওয়ারী ক্লাব-০
(ইউনুস)
ঢাকা পুলিশ এসি- ৬, সেন্টার প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-২
(নবী চৌধুরী-৩, গিয়াস-২, আখতার-১) (কাম্বিল-২)
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-৫, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১
(মিন্টু-২, বটু-১, দেবু-১, নাসিম-১) (আলাউদ্দিন)
রহমতগঞ্জ এমএফএস-৪ রেলওয়ে পাইওনিয়ার-১
(শাহজাহান-২, সুলতান-২) (নুরুল্লাহ)
ইপিআইডিসি-৪ ঢাকা পুলিশ এসি-১
(আসলাম-৩, হাশেম-১) (রব)
ওয়ারী ক্লাব-৩ ইপিজি প্রেস-০
(ভুট্টু, জামিল, মাহমুদ)
ঢাকা মোহামেডান-৩ পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২
(শামসু, প্রতাপ, গফুর) (সুজা, ভুট্টু)
রহমতগঞ্জ এমএফএস-৩ ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১
(ফারুক, নাজির, বেলাল) (আত্মঘাতী)
রেলওয়ে পাইওনিয়ার-৩ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-৩
(নুরুল্লাহ, মনোজ, আনোয়ার) (কাম্বিল, ইউজিন, রফিক)
ঢাকা মোহামেডান-৭ ওয়ারী ক্লাব-১
(আবদুল্লাহ-৩, শামসু-২, হাফিজ-১, বশির-১) (হামিদ খান)
ইপিআইডিসি-৪ ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১
(হাশেম-২, জব্বার-১, গাজী-১) (আফাজ)
ঢাকা মোহামেডান-৭ ইপিজি প্রেস-১
(গফুর-২, রসুল বক্স-২, হাফিজ-২, আবদুল্লাহ-১) (সামাদ)

(চলবে)

ফুটবলে গোলমেশিন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

মো. সারোয়ার কবির

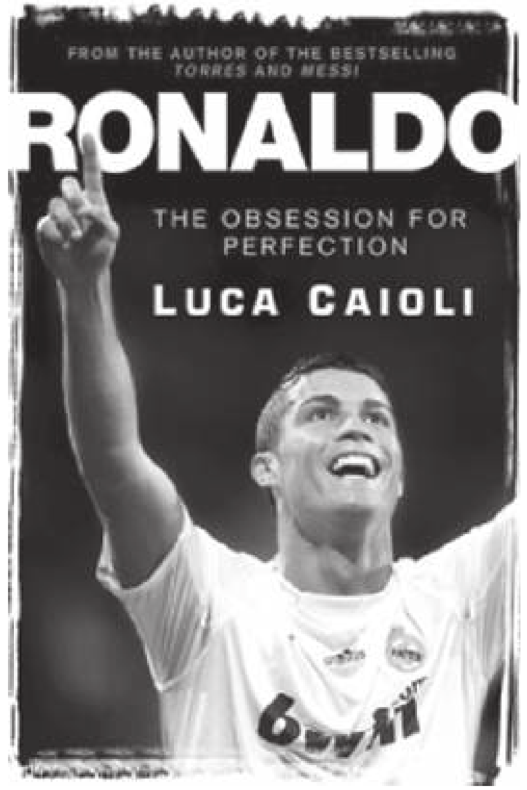

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে নিজের সক্ষমতা দেখানোর ইচ্ছা নিয়েই মাঠে পা রাখেন। শুরুতেই তিনি উইং দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। ইউনাইটেড গোলকিপার ফ্যাবিয়েন বারথেজের সামর্থ্য পরীক্ষা করতে আচমকা দূরপাল্লা শট নেন। কিন্তু ফরাসি গোলকিপার পরীক্ষায় সে যাত্রায় উত্তীর্ণ হলেন। খেলার ২৫ মিনিটের মাথায় নিজে শট না নিয়ে বল ঠেলে দেন সতীর্থ লুই ফিলিপকে। ফলশ্রুতিতে প্রথম গোল। তবে খেলায় সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে রোনালদোর ড্রিবলিং, স্পিড, বাই সাইকেল কিক, হঠাৎ দিক পরিবর্তন এবং প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করার ক্ষমতা। খেলার হাফটাইম চলার সময় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ ফারগুশন মনস্থির করে ফেলেন, চুক্তিপত্রে রোনালদোর স্বাক্ষর নিতে আর বিলম্ব করা চলবে না। তিনি ক্লাবের সাবেক প্রধান নির্বাহী পিটার কেনইয়নকে বললেন, 'আমরা এখান থেকে এই উঠতি তরুণ খেলোয়াড়কে না নিয়ে যাব না।' ডিফেন্ডার ফিল নেভিলকে ড্রেসিং রুমে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। নেভিল বলেন, 'আমরা সবাই তাঁকে দলে নেওয়ার পক্ষে।' তবে ফারগুশন তখন কিছু বললেন না। তিনি সেই মুহূর্তে রোনালদোকে নিয়ে চুক্তিপত্র যে চূড়ান্ত হয়ে গেছে সেটা প্রকাশ করে সেদিনের খেলা থেকে খেলোয়াড়কে মন অন্যদিকে ঘুরাতে চাননি। তবে খেলোয়াড়রা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিলেন, তিনি স্পোর্টিং লিসবনের সঙ্গে রোনালদোকে দলে ভিড়ানোর ব্যাপারে কিছু একটা করেছেন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের রয় ফার্দিনানন্দ, পল স্কোলস এবং রয়কিনের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের জানতে বাকি ছিল না, তরুণ পর্তুগিজ খেলোয়াড়কে ইউনাইটেডের পক্ষে খেলার জন্য চুক্তিতে সই করতে বলা হয়েছে। যদিও স্পোর্টিং লিসবনের কাছে প্রীতিম্যাচে ১-৩ গোল খাওয়ার পরও স্যার অ্যালেঙ ফারগুশন এ নিয়ে মুখ খুলেননি। তবে জর্জ মেন্দেস ক্রিস্টিয়ানোর সরাসরি জানালেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলার বিষয়ে মুখ খোলার পর তা আর গোপন থাকেনি।

চুক্তিতে সই করতে রোনালদো ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে গেলেন এবং সেখানকার ফ্যাসিলিটিস পরখ করে লিসবনে ফিরে আসার কথা ছিল। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের পর স্পোর্টিং লিসবন রোনালদোকে এক বছর তাঁদের হয়ে খেলার জন্য ধারে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ফারগুশন তাতে রাজি ছিলেন না। তিনি রোনালদোর এজেন্ট জর্জ মেন্দেসকে বোঝালেন ইউনাইটেডে খেললে রোনালদো এক বছরের জন্য পাবেন ২০ কোটি ইউরো, অর্থাৎ মাসে দেড় লাখের বেশি ইউরো আর লিসবনে থাকলে পাবে মাসে মাত্র দুই হাজার ইউরো। মেন্দেসও সেটা জানান রোনালদোকে। পরবর্তীতে এ প্রসঙ্গে পর্তুগিজ সংবাদপত্র পাবলিকোর কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনালদো বলেন, 'আমি তো কোনো ইংরেজি বুঝি না। যা কথা বলার মেন্দেসই বলতেন। তিনি জানান ফারগুশন আমাকে ম্যানচেস্টারে থাকতে বলেছেন। এতে আমি কিছুটা শঙ্কিত আর নার্ভাসও হয়েছিলাম।' তবে ক্রিস্টিয়ানো আজীবন লড়াকু। নতুন পরিবেশে কী করতে হবে সেটা প্রথমে ঠিক মতো বুঝতে না পারলেও পরে ঠিকই খাপ খাইয়ে নেন। ক্যারিংটন মাঠে গিয়ে অনুশীলন শুরু করেন। নিজের কাজটা ঠিকঠাক বুঝে নেন। সে বছরের ১৩ আগস্ট প্রথমবার রোনালদোকে আনুষ্ঠানিকভাবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে দেখা গেল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ২৪ বছর বয়সী ব্রাজিলের খেলোয়াড় জোসে ক্লেবারসন– তাঁকে আনা হয়েছিল অ্যাথলেটিকো প্যারানেন্সে থেকে। রোনালদো ফেডেড জিনস প্যান্ট সাদা শার্ট গায়ে মাথায় বাহারি চুল নিয়ে মাঠে হাজির হলে সেখানে উপস্থিত টিভি ভাষ্যকাররা তাঁর প্রতি বড় একটা উষ্ণতা প্রদর্শন করলেন না। তাঁকে দেখে, তাঁর বয়স এবং মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক বিবেচনা করে তারা নেতিবাচক মনোভাবই ব্যক্ত করলেন। রোনালদো ছিলেন ব্রিটিশ ক্রীড়া ইতিহাসে সবচেয়ে দামি টিনএজার খেলোয়াড় আর সে ব্যাপারটাই যেন ধারাভাষ্যকারদের মনঃপুত হয়নি। তাঁরা রোনালদোকে একটা বাচ্চা ছেলে উল্লেখ করে একথাও বলতে দ্বিধা করেননি, এই সেই খেলোয়াড় যার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে আছে মাত্র এক মৌসুমে প্রথম টিমের হয়ে ২৫ ম্যাচ খেলা আর তিন গোল করা।

ব্রিটিশ ক্রীড়া ভাষ্যকারদের অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরা রোনালদোকে তখনও ঠিক মতো চিনে উঠতে পারেনি। তাঁরা শুধু জানতো, ম্যানচেস্টার ইউটানাইটেডের ম্যানেজার অ্যালেঙ ফারগুশন বড় অঙ্কের বাজি ধরেছেন। ফারগুশন ডেভিড বেকহ্যামের মতো খেলোয়াড়কে ২৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে রিয়াল মাদ্রিদে এবং জুয়ান সেবেস্তিয়ান ভেরনকে ১৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে চেলসির কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। এমন কী রোনালদিনহোর মতো তারকা খেলোয়াড়কেও দলে ভিড়াতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর বদলে পুঁচকে রোনালদোকে লিসবন থেকে নিয়ে আসাটা তাঁদের পছন্দ না হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

কিন্তু অ্যালেঙ ফারগুশন হলেন ফুটবলের জহুরি। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, রোনালদোকে নিয়ে আসাটা মোটেই ভুল হয়নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বেকহ্যামকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবেন রোনালদো। যদিও বেশ কয়েক বছর ধরে বেকহ্যাম মাতিয়ে রেখেছিলেন ইউটাইটেড সমর্থকদের। ফারগুশন যে ঠিকই কাজ করেছেন সে ব্যাপারে অনেকের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। ১৯৬৫ সালে ব্যালন ডি'ওর বা বিশ্বসেরা ফুটবলার হওয়া পর্তুগিজ ফুটবলের কিংবদন্তি ইউসোবিও বলেন, 'রোনালদো নেহায়েত একজন ফুটবলার নন, সে আইকনে পরিণত হবে। যে কোনো টিম, যে কোনো লিগ, যে কোনো স্থানে সে অপ্রতিরোধ্য। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, রোনালদো একজন অসাধারণ খেলোয়াড়।'

আলভালাদে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচ দেখেই রোনালদোকে আবিষ্কার করেননি ফারগুশন স্পোর্টিং লিসবনের এই উদীয়মান তারকার বয়স যখন পনেরো তখন থেকেই খবর ছিল তাঁর কাছে। এ নিয়ে ফারগুশন বলেন, 'চার্লস কুয়েরোজ আমাকে রোনালদোর খবরটা প্রথম দেন যে দারুণ এক উঠতি ফুটবলার আছে লিসবনে। কুয়েরোজ পর্তুগিজ যুব দলের দিকে নজর রাখতেন এবং বুঝতে পারলেন যে খুব তাড়াতাড়িই রোনালদো একজন মূল্যবান খেলোয়াড় হয়ে উঠবেন। তিনি আমাদেরকে রোনালদোর সঙ্গে চুক্তি করার

জন্য তাগাদা দিতে থাকেন।' উল্লেখ্য যে চার্লস কুয়েরোজ ছিলেন ফারগুশনের একজন সহকারী। রোনালদোকে ম্যাচেস্টার ইউনাইটেডে আনার পিছনে তাঁরও একটি বিশেষ অবদান ছিল। তবে এক্ষেত্রে আরেকজনের কথা না বললে বিষয়টি যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি হলেন ইসরায়েলি ব্যবসায়ী ও ফুটবল এজেন্ট পিনি জাহাবি। এই ভদ্রলোক ইউনাইটেডের ফুটবলার বেচা-কেনার অনেক বড় বড় চুক্তির দালালিতে জড়িত। ২০০২ সালের অক্টোবরে আলভালাদেতে মোরিয়েন্সের বিপক্ষে ক্রিস্টিয়ানোর পারফরমেন্স দেখেই তিনি স্পোর্টিং লিসবনের পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন এবং ২৮ নম্বর জার্সিধারী তরুণ খেলোয়াড়টিকে নিয়ে ভবিষ্যতে কোনো চুক্তি করার ব্যাপারে আলোচনাও শুরু করেন। তবে যারাই রোনালদোকে ইউটাইটেডে নিয়ে আসার যতই চেষ্টা করুক, সব কিছুর মূলে স্পোর্টিং লিসবন আর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মধ্যকার প্রীতি ম্যাচটি। সেদিনই তরুণ তারকার মাঠে অনবদ্য পারফরমেন্স নিশ্চিত করে দেয় ইউনাইটেডে আসাটাকে।

অন্যদিকে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দলবদল প্রসঙ্গে পর্তুগিজ গণমাধ্যম জানায়, তাঁকে নেওয়ার জন্য স্পোর্টিং লিসবনের কাছে ইতালির পারমা এবং জুভেন্টাস আলাদাভাবে দশ মিলিয়ন ইউরোর বেশি অফার দিয়েছিল। ইতালির সংবাদপত্র টুট্টোস্পোর্ট তো খবর ছেপেছিল 'জুভ: রোনালদো তোমার' শিরোনামে। সে সময় একদিকে বারকা থেকে মিলান আরেকদিকে রিয়াল মাদ্রিদ থেকে চেলসি ডজন খানেকের বেশি ক্লাব রোনালদোকে দলে টানার আগ্রহী ছিল। লিভারপুল এ ব্যাপারে বেশি সক্রিয় ক্লাবগুলোর একটি। তাঁরা চুক্তির ব্যাপারে বেশ কিছুটা এগিয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। কয়েক বছর পর এর কারণ সম্পর্কে ডেইলি মেইল পত্রিকার কাছে লিভারপুলের তৎকালীন কোচ জেরার্ড হুলিয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, 'আমি তখন চিন্তা করে দেখেছি, আমরা যদি অত অর্থ দিয়ে রোনালদোকে নিয়ে আসতাম, তাহলে আমাদের ড্রেসিংরুমে অসন্তোষ দেখা দিয়ে নানা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াত।' তবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড লাভ ছাড়া কখনও কোনো রাস্তায় হাঁটে না। রোনালদোকে আনার ক্ষেত্রে তাঁরা ভুল করেনি। তাঁরা জানতো, পর্তুগিজ ক্লাবটির আর্থিক দুর্বলতার কথা। যে কারণে তাঁরা যুব একাডেমির তারকা খেলোয়াড়দের বিক্রি করে দিতে আগ্রহী ছিল। ইউনাইটেডের কাছে রোনালদোকে ছেড়ে দেওয়ার ছয় মাস আগে স্পোর্টিং লিসবন আরেক খেলোয়াড়, অর্থাৎ রিকার্দো কুয়ারেশমাকে ছয় মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে বার্সিলোনার কাছে বিক্রি করে দেয়। ওই ক্লাবের কর্মকর্তারা নিশ্চিত ছিল, ২০০৩-০৪ মরসুম শেষ হলে তারা রোনালদোকে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারবে। তারা নিশ্চিত ছিল। ওর পিছনে তাঁদের বিনিয়োগ মোটেই লোকসান হবে না। আর সেই অবস্থা বুঝেই টোপ ফেলেছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় ক্লাবটি।

লিসবন থেকে এত চড়া দামে আনা খেলোয়াড় প্রসঙ্গে ইউনাইটেড ম্যানেজার স্যার অ্যালেক্স ফারগুশন বলেছিলেন, 'রোনালদো একজন অত্যন্ত প্রতিভাধর খেলোয়াড়। দুই পায়ের অ্যাটাকার। ফ্রন্ট লাইনের সব জায়গায় খেলানো যায়- ডানে, বামে কিংবা মধ্যখানে। রোনালদো আমার জীবনে এ পর্যন্ত দেখা সবচেয়ে চমকপ্রদ তরুণ খেলোয়াড়।' অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ব্রিটিশ গণমাধ্যমেও প্রশংসা করে বলা হতে থাকে, 'পর্তুগিজ টিনএজার একেবারে মন্দ নয়।' আর সেই পর্তুগিজ টিনএজার হিসেবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলতে পারা নিয়ে রোনালদো বলেন, 'আমি খুবই আনন্দিত যে বিশ্বের সেরা দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পেরেছি। বিশেষ করে আমি গর্বিত যে প্রথম পর্তুগিজ খেলোয়াড় হিসেবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দিতে পেরেছি। আমার দৃষ্টি এখন সামনের দিকে, আসছে বছরগুলোতে দলকে যেন কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে সাহায্য করতে পারি।' যেদিন ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠে রোনালদো খেলতে নামে, সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাইট ইউঙ্গার ক্লেবারসন। দুজনেই ক্লাবের লাল-সাদা জার্সি পরে মাঠে নামলেও রোনালদোর গায়ে ছিল সাত নম্বর। এর আগে ক্লাবের এই জার্সি পরে খেলতেন জর্জ বেস্ট, স্টিফ চ্যাপেল, এরিখ ক্যানটোনা এবং ডেভিড বেকহ্যামের মতো বিখ্যাত ফুটবলার। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয়, দলে নতুন আসা এক তরুণ খেলোয়াড় কী করে এমন একটি জার্সি বহন করার সুযোগ পেল, যার সঙ্গে ক্লাবের অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে, এই ওজন বহন করার ক্ষমতা কী তাঁর আছে? ব্যাপারটা নিয়ে ম্যানেজার ফারগুশনকে নয়, দ্য সান পত্রিকা পক্ষ থেকে রোনালদোকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন, 'আমি ২৮ নম্বর জার্সি চেয়েছিলাম– যা আমি স্পোর্টিং লিসবনে পরতাম। কিন্তু অ্যালেক্স ফারগুশন আমায় বললেন– না, তুমি পরবে সাত নম্বর। আমি মেনে নিলাম। আমি আর বলিনি আমাকে ২৮ নম্বর দিতে হবে।'

পরে স্যার অ্যালেক্স ফারগুশন এই ৭ নম্বর জার্সি রোনালদোকে দেওয়ার তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা রোনালদোকে এই শার্ট দিয়েছি, যেহেতু সে তরুণ এবং সে সেরা কিছু করে দেখাবে। ক্লাব ইতিহাসে কিছু সেরা খেলোয়াড়ই এই শার্ট পরে খেলেছে। রোনালদোর নিজের ক্ষমতার ওপর বেশ আস্থা আছে এবং সে এসেছে এখানে সেরা খেলাই খেলতে। নাম্বার সেভেন তাঁরই প্রাপ্য।'

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ৭ নম্বর জার্সি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পর্তুগিজ গণমাধ্যমকে বলেন, 'নাম্বার সেভেন শার্ট হলো এক সম্মান ও এক দায়বদ্ধতা। আমি আশা করছি, ভাগ্য আমরা সহায় থাকবে। ম্যানচেস্টারের সবাই আমাকে বলেছে, বেস্ট এবং ক্যান্টোনার কথা আমি গর্বিত যে তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করছি। তবে এখানকার অনেকেই জানে না যে স্পোর্টিং লিসবনে লুই ফিগো সাত নম্বর জার্সি পরে খেলতেন। আমি ছোটবেলা থেকেই তাঁর ভক্ত ছিলাম এবং ৭ নম্বর পরে খেলতে পছন্দ করতাম। আমার সেরা বন্ধু কুয়ারেশমাও এখন বার্সিলোনার ৭ নম্বর জার্সি পরেই খেলছে। আমাদের দুজনের স্বপ্ন এখন সত্যি হয়ে উঠেছে।'

স্বপ্ন সত্যি হলেও একজন আঠারো বছরের খেলোয়াড়েরর পক্ষে ঐতিহ্যবাহী জার্সি পরে খেলাটা চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। তাও আবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো শিরোপা প্রত্যাশী দলে এবং অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রিমিয়ার লিগে। তবে রোনালদো তা নিয়ে মোটেই বিচলিত ছিলেন না। তখন গণমাধ্যমকে তিনি বলেছিলেন, 'আমি জানি কাজটা বড় কঠিন। তবে আমি বিশ্বের কিছু সেরা খেলোয়াড়ের পাশে খেলার সুবাদে ঠিকই শিখে নেব।' ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পক্ষে তাঁর মৌসুমের প্রথম ম্যাচটি ছিল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বোল্টনের বিপক্ষে। তাঁকে সেদিন প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। ৬০ মিনিটের মাথায় ফারগুশন তাঁকে মাঠে নামালেন নিকি বাটের বদলি খেলোয়াড় হিসেবে। ইউনাইটেড খেলায় ১-০ গোলে এগিয়েছিল। মাঠে উপস্থিত ৬৭,৬৪৭ ইউটাইটেড সমর্থক উঠে দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানালেও ক্রীড়া ভাষ্যকার একথা মনে করিয়ে দিতে ভুল করেননি যে– এ হলো বিশ্বের সবচেয়ে দামী টিনএজার খেলোয়াড়দের একজন। তবে শুরু থেকেই রোনালদোর রানিং এবং ড্রিবলিং দর্শকদের মাতোয়ারা করে তুলে। খেলার বাকি ৩০ মিনিটে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নতুন নাম্বার সেভেন উইং দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে প্রতিপক্ষকে সন্ত্রস্ত করে ছাড়েন। দুটি গোলের সুযোগ তৈরি এবং একটি পেনাল্টি আদায় করে সেদিন ম্যান অব দ্য ম্যাচ হিসেবেই প্রথম শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খোলেন। খেলার শেষবাঁশি বাজতেই রয় কিন ছুটে আসেন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে, পরে অন্যান্য সতীর্থ খেলোয়াড়। উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকদের বাহবা তো ছিলই। খেলায় ৪-০ গোলে বিজয়ী হওয়ার পর ইউনাইটেড ম্যানেজার ফারগুশন বলেন, 'এটা পরিষ্কার যে অনুরাগীরা নতুন হিরোকে পেয়েছে। এটা একজন খেলোয়াড়ের দুর্দান্ত অভিষেক, অনেকটাই অবিশ্বাস্য।' এই মন্তব্য করার পর ফারগুশন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেননি, বরং নতুন খেলোয়াড় সম্পর্কে সতর্কতাই ছিল তাঁর কণ্ঠে, 'আমাদের এই তরুণ খেলোয়াড় সর্ম্পকে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে, মনে রাখতে হবে তাঁর বয়স মাত্র আঠারো, আমাদের কাজটা হবে সামনে তাকে ঠিকমতো ব্যবহার করা।' টিম ম্যানেজার হিসেবে সেটা তিনি ঠিকই করেছিলেন। শুধু রোনালদোর ক্ষেত্রেই নয়, আগেও বেকহ্যাম, গিগস কিংবা স্কোলের বেলাতেও একই পন্থা অবলম্বন করেন। ফারগুশন ভালো করেই জানতেন, কখন খেলাতে হবে আর কখন বেঞ্চে বসিয়ে রাখবেন। মেদেইরা থেকে উঠে আসা তরুণ খেলোয়াড়কে নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ দেন। বিশেষ করে ইংলিশ ফুটবলের স্টাইল ও নিয়ম, ম্যানচেস্টারের খেলা এবং তাঁর সতীর্থ খেলোয়াড়দেরকে ভালো করে জানার প্রতি বেশ গুরুত্বারোপ করেন।

(চলবে)

ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা

মো. জোবায়ের হোসেন

রাজধানী ঢাকা থেকে খুব দূরের জেলা নয় নেত্রকোণা। ময়মনসিংহ বিভাগের এই জেলা থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক ক্রীড়াবিদ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। বর্তমান জাতীয় ফুটবল দলে পাপন সিং, ক্রিকেট দলে আবু হায়দার রনি নেত্রকোণার সন্তান। জেলায় খেলাধুলা পরিচালনা, খেলোয়াড় তুলে আনার কাজ নিরলসভাবে করছেন কয়েকজন ব্যক্তিবর্গ। অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি ডিসিপ্লিন। যেকোনো গেমসে সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফুটবল-ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ও প্রেসারে এই দুই খেলা খানিকটা পেছনেই থাকে। এরপরও নেত্রকোণায় অ্যাথলেটিকস ও সাঁতারকে সঙ্গী করে চলছেন মো. মোখলেসুর রহমান।

নেত্রকোণা স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিকস শেখান আর শহরে অবস্থিত পুকুরে সাঁতার। এই দুই তাঁর নেশা, 'অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার দু'টো আমার খুব পছন্দ। ১৫-২০ বছর যাবৎ নেত্রকোণায় আমিই এটা করাচ্ছি। আমার অধীনে প্রশিক্ষণে নিয়ে অনেক অ্যাথলেট ও সাতারু বিভিন্ন সংস্থায় চাকুরি পেয়েছে। তাঁদের পরিবার সাবলম্বী হয়েছে এতেই আমার সন্তুষ্টি।' সাঁতারু তৈরি করেন এবং মোখলেসের নিজের আয়ের উৎসও সাঁতার, 'নিজের পরিবারকেও চালাতে হয়। সাঁতার শিখিয়ে কিছু অর্থ পাই সেটা দিয়েই চলে যায়। অল্পতেই আমি খুশি। জীবন বাঁচার জন্য সাঁতার শেখা দরকার। অনেককে আমি এমনিতেও শেখাই। সাঁতার শেখাতে খানিকটা অর্থ নিলেও অ্যাথলেটিকস একেবারে ফ্রি'তেই করাই। জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস আমার অ্যাথলেটদের পদক রয়েছে।'

অ্যাথলেটিকস-সাঁতার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জেলার খেলাধুলা আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন মোখলেস। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটিতে কখনো ছিলেন না। এরপরও ফুটবল, ক্রিকেট যে কোনো খেলা আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় থাকেন। ক্রীড়া পরিদপ্তরের অফিসার ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব সেতু মোখলেসের নিবেদন সম্পর্কে বলেন,' তিনি দীর্ঘদিন ধরে জেলার অ্যাথলেটিক্স ও সাতার নিয়ে কাজ করছে। নেত্রকোণা এই দু'টি খেলা মূলত সেই নিবিড় পরিচর্যা করে। জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় পাঠানো থেকে শুরু করে অনেক কিছুই। এছাড়াও ক্রীড়া পরিদপ্তরের প্রায় সব প্রোগ্রামে তার সহায়তা পেয়ে থাকি।'

প্রায় এক দশক ক্রিকেট নিয়ে কাজ করছেন

আব্দুল আউয়াল

মুকলেছুর রহমান

সাদ্দাম হোসেন

মোঃ সাদ্দাম হোসেন। বিসিবির নিযুক্ত নেত্রকোণা জেলা কোচও তিনি। নেত্রকোণার ক্রিকেট হালচাল নিয়ে সাদ্দাম বলেন,' জেলা স্টেডিয়ামে আমি অনুশীলন করাই। ক্রিকেট বোর্ড দুই বছর আগে আমাদের উইকেট করে দিয়েছিল। গ্রাউন্ডসম্যান নেই, আমার খানিকটা জ্ঞান থাকায় কোচিংয়ের পাশাপাশি উইকেটও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়।' সাদ্দামের অনুশীলন করে বিসিবির বয়স ভিত্তিক দলে জায়গা পেয়েছেন কয়েকজন। এ নিয়ে তার মন্তব্য,' তিন জন ছেলে ছিল অ-১৫ জাতীয় দলের ক্যাম্পে। বয়স ভিত্তিক পর্যায়ে সেরা দশ লেগ স্পিনারের মধ্যে একজন আমাদের ছিল।'

ক্রিকেট ব্যয়বহুল খেলা। প্যাড, গ্লাভস , ব্যাট বল কিনতে অনেক খরচ হয়। সেই খরচ নেত্রকোণার অনেকের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। এরপরও বাচ্চাদের ক্রিকেটের আগ্রহী করে তোলেন সাদ্দাম,' অনেক ছেলে আছে অত্যন্ত মেধাবী কিন্তু আর্থিক কারণে ক্রিকেটে সামনে এগুতে পারে না। তাদের সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা করার চেষ্টা করি আবার অনেক সময় অভিভাবকদেরও বুঝিয়ে সরঞ্জাম কেনার ব্যবস্থা করি। এভাবেই চলতে হচ্ছে।'

নেত্রকোণার ফুটবলে নিবেদিতপ্রাণ আউয়াল। তিনি 'নেত্র ফুটবল একাডেমী' গড়েছেন। এই একাডেমী নিয়ে বলেন,' ২০১৯ সাল থেকে আমার একাডেমীর পথচলা। প্রতিদিন ৩০-৪০ জন ফুটবল শেখে। ফুটবলে আগ্রহী কিন্তু সামর্থ্য নেই তাদের বিনা পয়সাতেই শেখাই। বিভাগীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টেগুরোতে আমার একাডেমীর অনেকেই চান্স পেয়েছে।' নেত্রকোণা থেকে জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়কও এসেছিল। নেত্রকোণা থেকে এখন আর তারকা ফুটবলার আসছে না। এজন্য লিগ না হওয়াই বড় কারণ দেখছেন,' আসলে এখানে অনেক দিন লিগ হয় না। খেলা না হলে খেলোয়াড় আসবে কিভাবে একাডেমীতে বাচ্চারা খেলা শিখছে কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট ও লিগ প্রয়োজন।'

নেত্রকোণায় উশু প্রচলন রয়েছে। নাদিম আহমেদ এই খেলাটি নেত্রকোণায় প্রসার ঘটিয়েছেন। তার কল্যাণে জাতীয় পর্যায়ে কয়েকজন উশুকা নেত্রকোণা থেকে এসেছে।

নেত্রকোণার ক্রীড়াঙ্গনে দীর্ঘদিন পথচলা সাতার ও অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষক মোখলেসের। পৃষ্ঠপোষকতার বড় অভাব দেখছেন তিনি,' নেত্রকোণায় খেলাধূলায় অনেক সম্ভাবনা থাকলেও যোগ্য পৃষ্ঠপোষকাতর অভাবে অনেক কিছুই বাস্তবায়ন হয় না। ঢাকায় একটি দল নিয়ে গেলেই কয়েক হাজার টাকা ন্যূনতম খরচ। সেটাও যারা খেলাধূলার সাথে জড়িত তাদেরই জোগাড় করতে হয়।'

দিন-রাত ২৪ ঘন্টা সোনালী ব্যাংক আপনার সেবায়

প্রবাসীরাও বিদেশে বসেই
Sonali eSheba অ্যাপস এ
মাত্র ২ মিনিটে হিসাব খুলতে পারবেন

- ঘরে বসে মাত্র ২ মিনিটে একাউন্ট খোলা
- ইনকাম ট্যাক্স/ভ্যাট/ ট্রাভেল ট্যাক্স পরিশোধ
- একাদশ/দ্বাদশ/ অনার্স ভর্তি ফি প্রদান
- HSC/ সমমানের ফর্ম ফিলাপ ফি প্রদান
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন/ ফি/বুয়েট ফি প্রদান
- বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স এর কিস্তি প্রদান ও অন্যান্য সেবা . . .
- প্রবাসীরা বিদেশে বসেই একাউন্ট খুলতে পারবেন

২৪/৭ হটলাইন
১৬৬৩৯
+৮৮০৯৬১০০১৬৬৩৯

Download on Google Play

Download Link
https://www.sonalibank.com.bd/SonalieSheba.php

সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট
www.sonalibank.com.bd

NO.1 QUALITY AC
minister®
Air Conditioner
UPTO
75%
ENERGY SAVING
12 YEARS
COMPRESSOR
GUARANTEE
জাপান ব্র্যান্ড
কম্প্রেসার দ্বারা তৈরী
DUAL SMART
INVERTER
Technology
Anti
Bacterial Filter
100%
BTU Capacity
*শর্ত প্রযোজ্য
www.ministerbd.com
/Minister.Bangladesh
Hotline: 09606 700700

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh